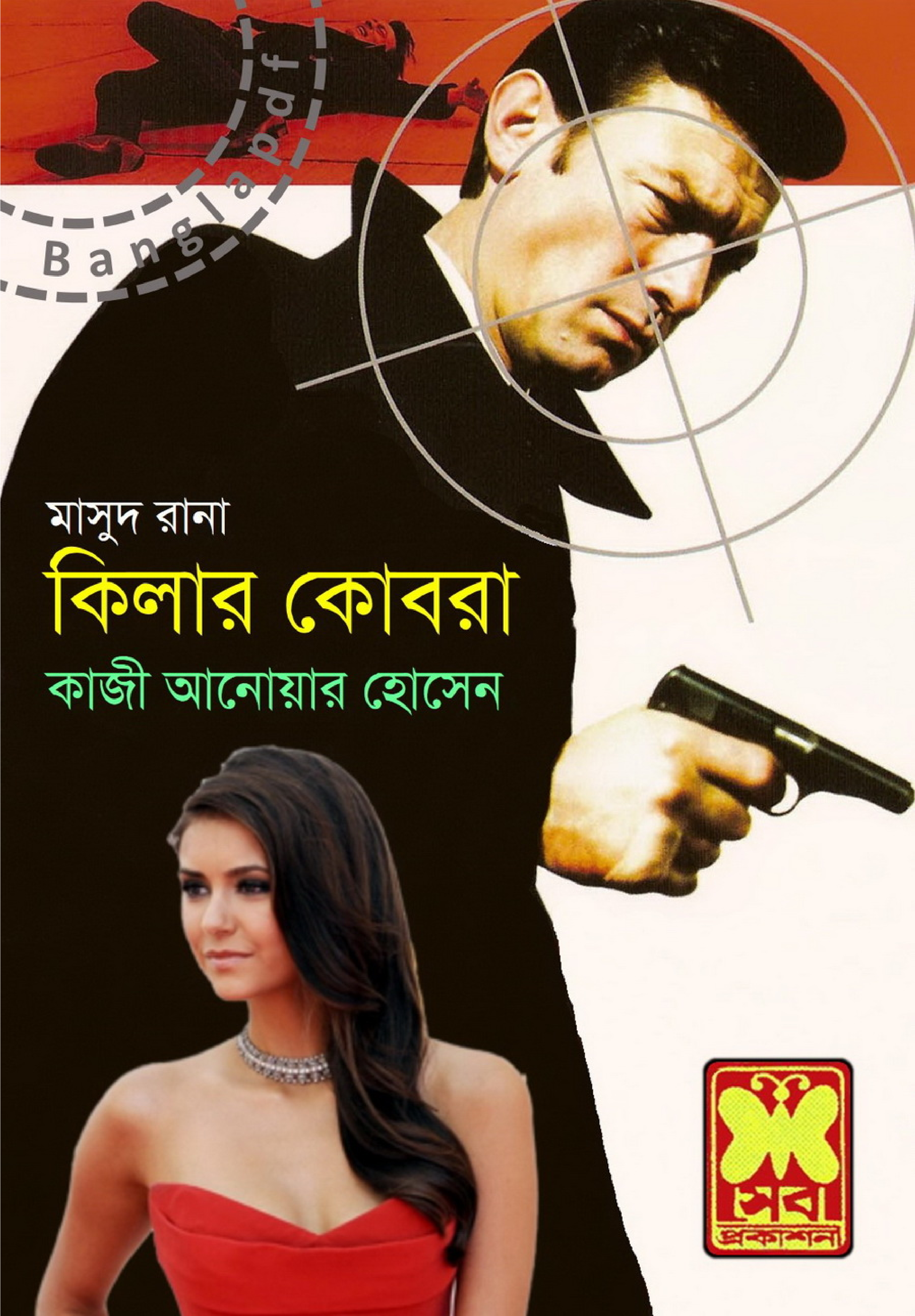
Banglapdf
মাসুদ রানা
কিলার কোবরা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

Banglapdf
Free Bangla Books, Comics & Magazines

SCAN CREDIT : PATHFINDER (KAMRUL AHSAN)

Bangiapdf

কিলার কোবরা

প্রথম প্রকাশঃ ২০০১

এক

ঢাল ও চূড়াগুলো স্থির ঢেউয়ের মত সেই দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, তার ওপর আঁকাবাঁকা আন্দালুসিয়ান মেঠো পথে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটছে এক পাল ষাঁড়। রোদ খুব গরম, ওগুলোর কালো চামড়ায় চকচকে ভাব এনে দিয়েছে, আর ওদের গলায় জাগিয়ে তুলেছে চিনি ও লেবু মেশানো স্প্যানিশ রেড ওয়াইনের পিপাসা।

এ ভ্রমণ ছুটির ফসল, স্বল্পকালীন স্বর্গবাসও বলা যায়। এমআরনাইন, বিসিআই বা রানা এজেন্সি ওর মন থেকে ততটাই দূরে যতটা দূরে ঢাকা। নাম পাল্টে ও এখন আলবার্তো সানসেজ, একজন মেক্সিকান; এক সুইস আর্মস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি। সত্যি কথা বলতে কি, স্পেনে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক হিরো বনে গেছে সানসেজ, সময়টা চুটিয়ে উপভোগ করছে।

ছুটন্ত ষাঁড়গুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে একদল অশ্বারোহী। ওরা দু'জন সবার পিছনে, মাসুদ রানার পাশে একটা অ্যারাবিয়ান স্ট্যালিয়ন ছোটাচ্ছে কাউন্টেস টেরেসা ডি মন্টানা।

ইবিৎসা দ্বীপের সৈকতে প্রথম যখন পরিচয় হলো, রানা জানত না টেরেসা একজন কাউন্টেস। ওর তরফ থেকে দৃষ্টি বিনিময়ের মুহূর্তটিকে শুভলগ্নই বলতে হবে, মনে হয়েছিল এমন আকর্ষণীয় নারী ভূ-ভারতে আর বোধহয় একটিও নেই। পাকা বেদানার মত ত্বকে একই রঙের বিকিনি পরেছিল সে, যেন অকস্মাৎ স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছে রোমান প্রেমের দেবী ভিনাস। চোখ তার গভীর, চুল তার অন্ধকার বিদিশার ইত্যাদি, হাসি দেখে মনে হয় প্রতি মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে গোপন উল্লাস। গায়ে অলিভ অয়েল মেখে রোদ পোহাচ্ছিল রানা, মেয়েটিকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। আর মেয়েটি, টেরেসা, দূর থেকে যার চোখ বিদ্ধ করছিল রানাকে? সে হেঁটে এল অলস পায়ে, তবে তাতে দ্বিধা বা ব্রীড়া ছিল না, মনে হচ্ছিল যৌবন ভারাক্রান্ত শরীরটা বয়ে আনতে বেশ কষ্টই হচ্ছে তার। সে কাছে চলে আসার আগেই তোয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ঠিক খুঁটিয়ে নয়, ঘোর লাগা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অপলক দেখল ওকে টেরেসা, তারপর মিষ্টি সুরে বলল, 'আমার একজন সঙ্গী দরকার, তুমি আমার সঙ্গে সাঁতার কাটবে?' মাথা ঝাঁকিয়ে রানা যখন সাগরের দিকে পা বাড়াল, ওর একটা হাত ধরল টেরেসা। 'আমি টেরেসা ডি মন্টানা।' উত্তরে রানা নিজের পরিচয় দিতে যাবে, মাথা নেড়ে নিষেধ করল টেরেসা। 'এখনই কিছু বোলো না।'

এরপর ঘণ্টাখানেক দু'জন মিলে তুমুল সাগর মন্থন। সৈকতে ফিরে

এসে তোয়ালের ওপর মুখোমুখি বসা। অনেকটা ভোজবাজির মতই সামনে চলে এল চাকা লাগানো একটা ট্রলি, ট্রলির ওপর সাজানো মিনি বার। সাদা অ্যাপ্রন পরা সৌম্যদর্শন এক তরুণ শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস বাড়িয়ে ধরল, ভাসমান বরফ থেকে ধোঁয়া উঠছে। রানা বিব্রত, কারণ সেই প্রথম থেকে টেরেসার অপলক দৃষ্টি শুধু ওকেই দেখছে, তার জগতে যেন আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এমন কি গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নেয়ার সময়ও ওর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারল না। বাধ্য হয়েই জিজ্ঞেস করতে হলো, 'কি দেখছ?'

'তুমি কিউপিড,' ফিসফিস করল টেরেসা।

রোমান প্রেমের দেবতা? আমি? হেসে উঠল রানা, আর ঠিক তখনই লক্ষ করল ব্যাপারটা—একদল অশ্বারোহী অর্ধ-বৃত্তাকারে প্রায় ঘিরে রেখেছে ওদেরকে। ঘোড়সওয়ারদের গায়ে লাল চাদর, চাদরের গায়ে ফুটে আছে রাইফেল ও শটগানের আকৃতি। ঘোড়া ও সওয়াররা ওদের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, এদিকে আসতে বাধা দেয়ায় ফিরে যাচ্ছে বেশ কিছু লোকজন। 'কারা ওরা?' রানার মুখে ধীরে ধীরে ম্লান হলো হাসিটা।

'ওরা আমার রক্ষক,' বলল টেরেসা।

'কে তুমি, যাকে পাহারা দেয়ার জন্যে এত দেহরক্ষীর দরকার হয়?' চারপাশে চোখ বুলাল রানা। 'তুমি কি কোন বিপদের মধ্যে আছ?'

'আমি কোন বিপদের মধ্যে নেই, আমার এমন কি কোন শত্রুও নেই,' বলল টেরেসা। 'সবাই বন্ধু ও ভক্ত, আর সেটাই হয়েছে ঝামেলা। ঘোড়ার পিঠে ওরা সবাই আমার হাসিয়েন্দা অর্থাৎ র‍্যাঞ্চের লোক, আপাতত ওদের দায়িত্ব আমার ভক্তকুলকে দূরে সরিয়ে রেখে তোমার সঙ্গে সময়টা আমাকে নির্বিঘ্নে কাটাতে দেয়া।'

'আমার সম্ভবত গর্ববোধ করা উচিত,' বলল রানা। 'কিন্তু আসলে তুমি কে তা তো জানা হলো না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল টেরেসা, তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার পরিচয় অনেকভাবে দেয়া যায়। কিন্তু তাতে শুধু তোমার কৌতূহল মিটবে, আমার আকাঙ্ক্ষা বা মনের কথা কিছুই বলা হবে না। আর যদি সরাসরি উত্তর দিই, তুমি আমাকে উন্মাদ মনে করবে। তারচেয়ে, আমার সঙ্গে চলো তুমি; সময় নিয়ে আমার সম্পর্কে জানো, দেখো কত বিচিত্র ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হয়। এক সময় নিজেই টের পেয়ে যাবে আমি কি, আমি কে, আর তোমাকে আমার কেন এত দরকার।'

'নিয়ে যেতে চাইছ, তুমি আমাকে চেনো?'

হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে রানার দুই কাঁধে হাত রাখল টেরেসা। তার নাভির গভীরে হীরে বসানো অলংকার রোদ লেগে দ্যুতি ছড়াচ্ছে, রানার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিল। 'যদি বলি তোমাকে আমি জন্ম-জন্মান্তর ধরে চিনি, তুমি কি আমাকে পাগল ভাববে?' রানার মাথার চুলে আঙুল ঢোকাল টেরেসা, সাপের মত কিলবিল করছে ওগুলো।

জবাব না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও?'

'আপাতত শাওয়ারে, গা থেকে লবণ ধুতে হবে না?'

মেয়েটি রহস্য করছে। তা করুক। তার হাতে নিজেকে তুলে দিতে আলবার্তো সানসেজের অন্তত কোন আপত্তি নেই। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ও।

টেরেসার ঠোঁটে বিজয়িনীর হাসি, একটা হাত তুলে দুটো আঙুল খাড়া করল সে। সেই মায়া ও স্বপ্ন ভরা দৃষ্টি এখনও অপলক, রানার চোখে-মুখে পাগলপারা হয়ে কি যেন খুঁজছে। তিনটে ঘোড়া ছুটে এল, শুধু একটার পিঠে সওয়ার, সওয়ারের হাতে বাকি দুটোর লাগাম। ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো ওরা, ভক্তদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিয়ে পথ তৈরি করল অশ্বারোহী দেহরক্ষীরা। সৈকত থেকে পাকা রাস্তায় উঠে এল ঘোড়া দুটো, রাস্তা পার হয়ে থামল হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনালের গাড়ি-বারান্দায়। দেহরক্ষীদের প্রধান পাবলোর হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকল ওরা। ওদেরকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন ম্যানেজার। রানার সজাগ কানে ধরা পড়ল ভদ্রলোক টেরেসাকে কাউন্টেস বলে সম্বোধন করছেন। একা শুধু রানাকে নয়, টেরেসাকেও বিস্মিত করলেন তিনি; এক সেট চাবি বাড়িয়ে দিয়ে সবিনয়ে বললেন, 'মি. আলবার্তো সানসেজ, স্যার, ডেস্ক থেকে আমি আপনার স্যুইটের চাবি নিয়ে এসেছি।'

'ওয়াও!' হেসে উঠল টেরেসা। 'আমরা দেখা যাচ্ছে একই হোটেলে উঠেছি।' রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে। 'শাওয়ার আমরা যে-যার স্যুইটেই সারি, কেমন? তারপর বার-এ চলে এসো, ওখান থেকে আমরা লাঞ্চ খেতে রেস্তোরাঁয় যাব?'

শাওয়ার সেরে সরাসরি বার-এ যায়নি রানা, প্রথমে ম্যানেজার ও পরে পাবলোর সঙ্গে দু'চার মিনিট কথা বলে নিয়েছে। ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা গেল, কাউন্টেসের বয়স মাত্র ছাব্বিশ হলে কি হবে, উত্তরাধিকার সূত্রে স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা ফাইটিং-বুল র‍্যাঞ্চের মালিক সে। আর পাবলো জানাল, নিজ এলাকায় কাউন্টেস টেরেসার বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে, অভিজাত বংশের তরুণরা তার সুদৃষ্টি পাবার জন্যে লালায়িত। পাবলো আরও আভাস দিল, কাউন্টেস তার ভক্তকুলকে বঞ্চিত করে সিনর সানসেজকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করায় তারা ব্যাপারটাকে সহজভাবে নেবে না। কাউন্টেসের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে যে প্রতিযোগিতায় তারা মেতে আছে সেটাকে ঠিক সুস্থ বলা যায় না। এ নিয়ে নানা রকম দুর্ঘটনা, এমন কি গুম খুনের ঘটনাও ঘটেছে।

বার ও রেস্তোরাঁয় সময় কাটাল ওরা, রানা ও টেরেসা। রানা যেমন টেরেসা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে, টেরেসাও তেমনি হোটেল ম্যানেজারের কাছ থেকে ওর সম্পর্কে যতটুকু জানার জেনে নিয়েছে। লাঞ্চ খাবার সময় রানাকে সে প্রস্তাব দিল, 'চলো, আমার সঙ্গে তুমি আমার হাসিয়েন্দায়

থাকবে। আরও এক হপ্তার জন্যে স্যুইট বুকিং করা আছে আমার, কিন্তু এই দ্বীপে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। বিশ্বাস করো, গোটা স্পেনে একমাত্র আমার হ্যাসিয়েন্দা ছাড়া তোমাকেও আর কোথাও মানাবে না।'

'তুমি এমন ভাষায় কথা বলছ, আমি যেন একটা আর্টিফ্যাক্ট বা শো পীস,' বলল রানা। 'আসলে নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ আমি, যে-কোন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি।'

'মিথ্যে কথা! তুমি কোনমতেই সাধারণ নও। হলে তোমাকে দেখামাত্র এরকম প্রতিক্রিয়া হত না আমার।'

'কি রকম প্রতিক্রিয়া?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা।

'তুমি সব কথা এমন সরাসরি জানতে চাও কেন?' টেরেসার নরম গলায় খানিকটা অভিযোগ। 'উত্তর দেয়া আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে। একবার তো বলেইছি, তোমাকে আমার দরকার।'

'কি কাজে?'

'সে কাজের কথা মুখে বলা যায় না; বোঝাতে হয় আদরে-আপ্যায়নে, বুঝে নিতে হয় নীরব প্রশ্রয়ে। আমি সৌন্দর্যের পূজারিণী, ভালবাসতে পারব এমন একজন সুন্দর মানুষ চাই আমার।' ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল সে, অর্থাৎ রানাকে কথা বলতে নিষেধ করছে।

রানার মৃদু আপত্তি কানে তোলেনি টেরেসা; দ্বীপ থেকে মেইনল্যান্ডে, নিজের রাজকীয় ভিলায় এনে তুলেছে ওকে। কাউন্টেসের বিলাসবহুল জীবনযাপন লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছে রানা, একই সঙ্গে মুগ্ধ হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ও র‍্যাঞ্চ দেখাশোনার কাজে কঠিন পরিশ্রম করতে দেখে। দশ-বারোজন ম্যানেজার, র‍্যাঞ্চের দেড়শো কর্মচারী, ভিলার বিশ-পঁচিশজন চাকর-বাকর—সবাই তারা টেরেসাকে দেবী জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। প্রত্যেককে নাম ধরে ডাকে টেরেসা, তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কুশলাদি জানতে চায়, খবর নেয় কারও কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা বা কারও কোন সাহায্য লাগবে কিনা।

দুই রাত ভিলায় কাটাবার পর রানার কাছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। টেরেসার বেতনভুক লোকজন প্রত্যেকে সন্দেহাতীতভাবে অনুগত, কাউন্টেসের ইচ্ছার প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তে সম্মান দেখাতে প্রস্তুত। কাউন্টেস যেহেতু সানসেজ আলবার্তোকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, কাজেই তার সেবা-যত্নে তারাও মনপ্রাণ একেবারে ঢেলে দিল। শুধু তাই নয়, সম্ভাব্য বিপদ ও ঝামেলা এড়াবার জন্যে রানাকে তারা সাবধানও করে দিল। ওদেরকে শুভানুধ্যায়ী হিসেবে ধরে নিতে রানাও কোন রকম অস্বস্তি বোধ করছে না।

টেরেসার পাণিপ্রার্থীদের কথা অবশ্য আলাদা। তাদের বয়সের কোন সীমারেখা নেই, বাইশ থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত সব বয়সেরই আছে। রাস্তায় বেরুলে মার্সিডিজ বা ক্যাডিলাক দাঁড় করিয়ে টেরেসার উদ্দেশে হাত নাড়ে

তারা, কেউ কেউ গাড়ি থেকে নেমে গলা চড়িয়ে কিছু বলেও। চিৎকার করে কি বলে তারা? বলে, টেরেসাকে ভালবাসে। ওই একই ভাষা যারা চুপ করে থাকে তাদের চোখে-মুখেও। এরকম যে-ক'বার ঘটল, চোখ ইশারায় প্রধান দেহরক্ষী পাবলোকে সাবধান করে দিল টেরেসা—পাবলোর নির্দেশে দেহরক্ষীরা চোখের পলকে ঘিরে ফেলল রানাকে।

পাণিপ্রার্থীরা রোজই টেরেসার ভিলায় এসে ভিড় করে। আগের মতই বিশাল হলরুমে তাদেরকে আপ্যায়ন করা হয়, কিন্তু ভিলায় রানা আসার পর থেকে তাদের সামনে টেরেসা বেরোয় না। অন্দরমহলে টেরেসার সঙ্গে নিভৃতে সময় কাটে রানার। টেরেসা যখন কাজে ব্যস্ত থাকে, ওকে সঙ্গ দেয় পাবলো।

টেরেসা শুধু সুন্দরী আর খেয়ালী হলে তার ভিলায় একরাতের বেশি অতিথি হওয়া রানার পক্ষে সম্ভব হত না। রূপ ও যৌবন তার বিশাল সম্পদ, কিন্তু ওগুলোর চেয়ে কম মূল্যবান নয় তার শিল্পবোধ ও জ্ঞানতৃষ্ণা। দুনিয়ার কোথায় কি ঘটছে, টাটকা সব খবরই তার রাখা চাই। ক্যানভাসের ওপর তুলি দিয়ে দ্রুত কয়েকটা আঁচড় কেটে রানার যে স্কেচটা সে আঁকল, পাকা হাত না হলে এতটা নিখুঁত হতে পারত না। দ্বিতীয় রাতটা নিজের বেডরুমে রানাকে গান শুনিয়ে কাটিয়ে দিল সে, কণ্ঠে মধু না থাকলে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ত রানা।

আরও দু'দিনের অভিজ্ঞতা থেকে রানা উপলব্ধি করল, ওকে টেরেসার দরকার এইজন্যে যে প্রথম দর্শনেই সে ওর প্রেমে পড়ে গেছে, এবং সে প্রেমে কোন খাদ আছে বলে মনে না হলেও বিষাক্ত কিছু কাঁটা অবশ্যই আছে। টেরেসার ভক্তকুলই সেই কাঁটা। বিশেষ করে টেরেসার পাণিপ্রার্থীদের কাছে রানা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে টেরেসা সফল হলো না, তারা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করল।

র‍্যাঞ্চে টেস্ট-এর তারিখ আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। সেদিন দু'বছর বয়েসী ষাঁড়গুলোকে বুলরিঙে প্রথম পরীক্ষা দিতে হবে। পাস করলে আরও দু'বছর বাঁচিয়ে রাখা হবে, তার আগেই পুরোদস্তুর দানব হয়ে উঠবে একেকটা—রিঙে লড়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। আর ফেল মারলে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হবে কসাইখানায়। কসাইয়ের ছোরায় মৃত্যু হতে পারে এখনই, কিংবা পরে একজন শিল্পীর তলোয়ারে, যার যেমন নিয়তি। টেরেসার ভক্তবৃন্দ জেদ ধরল, এই টেস্ট উপলক্ষ্যে তাদের মধ্যেও একটা প্রতিযোগিতা হয়ে যাক। যে যার নিজের র‍্যাঞ্চ থেকে পূর্ণবয়স্ক ষাঁড় নিয়ে আসবে তারা, প্রতিযোগীরা টস করে নির্ধারণ করবে কে কোন ষাঁড়ের সঙ্গে লড়বে। বিজয়ীরা পুরস্কার হিসেবে পাবে টেরেসা ডি মন্টানার চুম্বন। পরাজিত ও আহত হবে যারা তারা কাউন্টেসের সামনে হাজির হবার অধিকার হারাবে। আর, যদি কেউ মারা যায়, তার কবরে কাউন্টেসের তরফ থেকে লাল একটা গোলাপ রেখে আসা হবে।

আজ সেই টেস্ট। এবং প্রতিযোগিতা।

'ওরা নিশ্চয় তোমাকেও লড়তে বলবে,' রানাকে বলল টেরেসা। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমাকে বিপদে ফেলার জন্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু আমি চাই না তুমি...' কথাটা সে শেষ করল না।

'সত্যি কেউ যদি আমাকে চ্যালেঞ্জ করে, তুমি চাও শুনতে না পাবার ভান করে এড়িয়ে যাই আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি এ-ও চাই না যে ওরা তোমাকে কাপুরুষ ভাবুক।'

'আমিও চাই না আমার কারণে তোমার অসম্মান হোক।'

'কিন্তু তোমার কি বুল-ফাইটিঙের অভিজ্ঞতা আছে?' টেরেসা উদ্বিগ্ন।

'বন্ধুদের র‍্যাঞ্চে দু'একবার লড়েছি, স্রেফ কেমন লাগে বোঝার জন্যে,' বলল রানা। 'সে-ও বহু বছর আগের কথা, কলা-কৌশল আজ আর কিছুই মনে নেই।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক কি ঘটে।' ঘোড়ার পেটে বুটের গুঁতো মারল টেরেসা, দেখাদেখি রানাও। ঘোড়ার গতি বেড়ে গেল, ষাঁড়ের পালটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে আসছে ওরা, রাস্তার তেমাথা থেকে দিক বদলে রিঙ-এর পথ ধরতে হবে।

ঘোড়ার পিঠে ওরা সব মিলিয়ে ছত্রিশজন। প্রথম বারোজনের মধ্যে রানা ও টেরেসা ছাড়াও রয়েছে মাদ্রিদ থেকে আসা তিনজন ম্যাটাডর, দু'জন পিকাডর, দু'জন কাব্যালেরো আর তিনজন ক্রেতা। বাকি ছাব্বিশজনকে রানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীই বলতে হবে।

অশ্বারোহীরা বৃত্ত তৈরি করে ঘিরে ফেলল পালটাকে, তারপর দু'মাইল খেদিয়ে ঢোকানো হলো রিঙের পাশে বিশাল খাঁচার ভেতর। ইস্পাতের ছুঁচালো ডগা সহ বর্শা হাতে তৈরি হলো পিকাডররা। কম বয়সী ষাঁড়গুলো রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, শিং ঝাঁকাচ্ছে ক্ষিপ্রবেগে। বয়স দু'বছর হলে কি হবে, একেকটার ওজন আটশো পাউন্ডের কাছাকাছি, ছয় ইঞ্চি লম্বা শিং রীতিমত চোখা।

পাশাপাশি দুটো খাঁচা, একটাতে পূর্ণবয়স্ক লড়াকু ষাঁড় এনে আগেই ভরা হয়েছে। প্রকাণ্ড দৈত্য একেকটা, দেখামাত্র রানার তলপেটে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। ওকে নিয়ে গ্যালারিতে চলে এল টেরেসা। উঁচু গ্যালারি থেকে দুই খাঁচার ভেতর কি ঘটছে দেখতে পাচ্ছে ওরা। দ্বিতীয় খাঁচায় টেরেসার ষাঁড়গুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে, ম্যাটাডর আর পিকাডররা ওগুলোকে ঘিরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। খাঁচা ও রিঙ ওগুলোর নিজস্ব ক্ষেত্র, তবে জীবনে এই প্রথম ওগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। অশ্বারোহীরা ধুলোর একটা বৃত্ত তৈরি করছে, চোখ ঘুরিয়ে দেখছে ওগুলো, দৃষ্টিতে একাধারে আক্রোশ ও সংশয়।

টেরেসা দাঁড়াল, গলা চড়িয়ে বলল, 'উত্তরদিকে যেটা একা দাঁড়িয়ে, রিঙে ঢোকাও, ওটাকেই আমরা প্রথমে টেস্ট করব।'

ঘোড়া ছুটিয়ে ষাঁড়টার দশ ফুটের মধ্যে চলে এল একজন কাব্যালেরো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধাওয়া করল সেটা। রাইডার অত্যন্ত দক্ষ লোক। বর্শার

মত ছুঁচালো শিং তার ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারার চেষ্টা করছে বারবার, সে-ও যখন যেমন দরকার আগুপিছু করে নাগালের বাইরে থাকছে, কখনও প্ররোচিত করছে হামলা করার। এভাবেই পাল থেকে আলাদা করা হলো ওটাকে, পঞ্চাশ গজ ছুটিয়ে এনে সদ্য খোলা দরজা দিয়ে ঢোকানো হলো রিঙের ভেতর।

'বলা হয় ক্রীটান নাবিকরাই নাকি প্রথম ফাইটিং-বুল নিয়ে আসে স্পেনে,' বলল টেরেসা। অশ্বারোহী ও ষাঁড়ের ব্যালে নৃত্য উত্তেজিত করে তুলেছে তাকে, মুখ লালচে হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু ক্রীটানরা লাফ দিয়ে সরে যেতে ওস্তাদ। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে খুন করতে বা খুন হতে পারে শুধু স্প্যানিয়ার্ডরা।'

ষাঁড়টাকে রিঙের মাঝখানে রেখে এক প্রান্তে সরে এল রাইডার, তার বদলে একজন পিকাডর সামনে এগোল। সে তার বল্লম ষাঁড়ের মাথায় তাক করে চিৎকার করছে, 'টোরো! হা, টোরো!'

'যদি হাঁক দেয় বা পা দিয়ে মাটি খোঁড়ে, ধরে নিতে হবে লক্ষণ ভাল নয়,' মন্তব্য করল টেরেসা। 'সাহসী ষাঁড় কখনও ধোঁকা দেয় না।'

এটা দিল না। পিকাডরের দিকে সোজা ছুটে এল, শিং তাক করেছে ঘোড়ার পেটে। পেটে শিং ঢুকল না, তার আগেই বাধা পেয়েছে ষাঁড়-কাঁধের পেশীতে ঢুকে গেল বল্লম। পিকাডর ভর দিল বল্লমের হাতলে, ইস্পাতের ফলা মাংসের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে, নিজেকে ছাড়িয়ে, আবার শিং বাগিয়ে ছুটে এল পিকাডরের প্রতিদ্বন্দ্বী, ব্যথা অগ্রাহ্য করে, বারবার।

'বাস্তা!' চেঁচিয়ে বলল টেরেসা। 'আর দরকার নেই, বোঝাই তো যাচ্ছে আমরা একটা টোরো পেয়ে গেছি।'

অশ্বারোহী ও টেরেসার ভক্তবৃন্দ হাততালি দিল। বল্লমের ডগা মাংস থেকে খুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সরে এল পিকাডর। ম্যাটাডরদের একজন এরই মধ্যে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। ধীর পায়ে রিঙের মাঝখানে চলে এল সে। সঙ্গে শুধু একটা লাল কেইপ, কোন অস্ত্র নেই। খেপিয়ে তোলা ষাঁড়টার দিকে সাবধানে এগোল।

'দেখতে হয় ষাঁড়টা একবারে সোজা ছুটে আসে, নাকি থেমে থেমে আসে, কিংবা ফিরে গিয়ে আবার আসে।' টেরেসার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা দেখল এক লোক একটা ক্লিপবোর্ডে ষাঁড়টার আচরণ লিখে রাখছে।

ম্যাটাডর একপাশ থেকে আড়াআড়িভাবে ষাঁড়টার দিকে এগোল। সে বেঁটে নয়, তার আর ষাঁড়ের চোখ একই লেভেলে। রানাকে টেরেসা আগেই জানিয়েছে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ষাঁড় আন্দালুসিয়াতেই জন্মায়।

ম্যাটাডর তার কেইপ ঝাঁকাল। শিং নিচু করে ওটাকে ধাওয়া করল ষাঁড়, ছোটাটা সোজা ও বিরতিহীন, পাশ কাটাবার সময় নিজের খানিকটা রক্ত ছিটিয়ে দিল ম্যাটাডরের শার্টে। ঘুরে আবার ধাওয়া করল ওটা। অনায়াস ভঙ্গিতে তাকে সামলাচ্ছে ম্যাটাডর, চওড়া একটা বৃত্ত তৈরি

করাচ্ছে।

'লক্ষ করছ তো, আলবার্তো,' বলল টেরেসা, 'ম্যাটাডর ধীরগতিতে খেলাচ্ছে ওকে, যাতে দ্রুত বাঁক ঘুরতে গিয়ে কোনভাবে টেসটিকলে আঘাত না পায়।'

'কোন সন্দেহ নেই, এটা একটা টোরোই,' রিঙ থেকে গলা চড়িয়ে বলল ম্যাটাডর, ষাঁড়টা শেষবার তাকে পাশ কাটাবার পর।

পাল থেকে আরেকটা ষাঁড়কে আলাদা করে রিঙে ঢোকানো হলো। এটা আগেরটার চেয়ে আকারে বড়, কিন্তু পিকাডরের বল্লম মাংসে ঢোকার পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সগর্জনে পিছিয়ে গেল।

'লক্ষণ ভাল নয়,' মন্তব্য করল একজন ক্রেতা।

অন্য একজন ম্যাটাডর ষাঁড়টার দিকে এগোল। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, এদিক ওদিক শিং নাড়ছে। তার একেবারে কাছে, মাত্র এক ফুটের মধ্যে চলে এল ম্যাটাডর, হামলা করতে প্ররোচিত করছে। ষাঁড়টা একবার লোকটার দিকে তাকাচ্ছে, আরেকবার তার হাতে ধরা কেইপের দিকে, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোনটাকে গাঁথবে।

'সেবাস্তিয়ান, সাবধান!' রিঙের একপাশ থেকে একজন ম্যাটাডর সতর্ক করল। 'ভয় পাওয়া ষাঁড় সবচেয়ে বিপজ্জনক।'

স্প্যানিয়ার্ডদের অঢেল যদি কিছু থাকে তো তা হলো গর্ব। মারাত্মক শিংগুলোর দিকে আরও এগোল ম্যাটাডর।

'মাদ্রিদে একবার কি ঘটল জানো?' বলল টেরেসা। 'ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তে দেয়া হলো একটা বাঘকে। লড়াই শেষ হবার পর চারজন লোকসহ বাঘটাকে কবর দিতে হলো।'

স্বল্প দূরত্বে একটা ষাঁড়ের চেয়ে জোরে আর কিছু দৌড়ায় না। ম্যাটাডরের সঙ্গে দূরত্ব ছিল মাত্র এক ইঞ্চি, এই সময় ষাঁড়টা হামলা করল। রিঙ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে রয়েছে রানা, তাসত্ত্বেও ম্যাটাডরের শার্ট ছেঁড়ার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল। শার্টের সামনের অর্ধেকটা ছিঁড়ে নেমে এল বেল্টের ওপর, পাঁজরের ওপর লম্বা ও তাজা ক্ষতচিহ্ন উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। হাত থেকে খসে পড়েছে কেইপটা, হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে এল সে, ফুসফুস খালি হয়ে গেছে।

'ওটা বজ্জাত, কসাই নিয়ে যাবে,' ক্লিপবোর্ড থেকে মুখ তুলে বলল লোকটা, গ্যালারিতে ওদের এক ধাপ নিচে বসে আছে সে।

'কাউন্টেস,' গ্যালারির ওপর দিক থেকে মধ্যবয়স্ক এক লোক বলল, 'আপনার বন্ধু যেহেতু বিদেশী, আমরা ধরে নিচ্ছি বুল-ফাইটিঙে তিনি অভিজ্ঞ নন। তবে এরকম কাপুরুষ একটা ষাঁড়কে তিনি দু'একটা খোঁচা মারতে পারবেন না, এ-ও আমরা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আপনার কি মত?'

টেরেসা ফিসফিস করল, 'যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটতে যাচ্ছে।'

প্রথম খাঁচা থেকে তার ভক্তরা প্রায় সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। 'চুপ

করে থাকবেন না, প্লীজ, কাউন্টেস। কিছু একটা বলুন। আপনার বন্ধু যদি কাপুরুষ হন, তাহলে একটা কাপুরুষ ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তে তাঁর আপত্তি কিসের?'

আরেকজন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, 'নাকি ভীতু একটা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তে দিলে অপমান বোধ করবেন উনি? আমরা বরং সরাসরি তাঁকেই প্রশ্ন করি–সিনর সানসেজ, আপনি কি কাউন্টেসের সম্মান রক্ষার্থে আমাদের একটা খুনী ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তে চান?'

'প্রতিযোগীদের তালিকায় কি সিনর সানসেজের নাম আছে?' ঘাড় ফিরিয়ে মধ্যবয়স্ক লোকটাকে জিজ্ঞেস করল টেরেসা। প্রতিযোগিতার অনুমতি দিয়ে তালিকায় সই করেছে সে, জানে আলবার্তো সানসেজ নামটা তাতে নেই।

'এই নিন তালিকা,' মধ্যবয়স্ক ভক্ত গ্যালারির ওপর দিক থেকে নেমে এসে টেরেসার আরেক পাশে বসল।

তালিকায় চোখ বোলাতে গিয়ে রেগে গেল টেরেসা। সে সই করার পর সবার শেষে সানসেজ নামটা কেউ লিখে রেখেছে তালিকায়। কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। বিষয়টা নিয়ে এখন তর্ক করলে শুধু সময় নষ্ট করা হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। এ এক ধরনের আবদার, নিশ্চয় অন্যায় আবদারই, তবু সানসেজ ও নিজের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকাই বোধহয় ভাল।

গ্যালারি ও প্রথম খাঁচা থেকে হৈ-চৈ শুরু করল ওরা। বিদ্রুপাত্মক নানা মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে। মেক্সিকোয় কি খেয়ে মানুষ হয়েছে সানসেজ? শুধু ঘাস আর কচুরিপানা? সাহস ও বীরত্ব কি জিনিস, এ-সম্পর্কে তার কি কোন ধারণাই নেই? এখন যদি সে লড়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, কাউন্টেসের কাছে কি তার মূল্য কমে যাবে না? সম্মান বাঁচিয়ে সানসেজ যদি পালাতে চায়, কাউন্টেসের ভক্তরা চোখ বুজে থাকতে রাজি আছে।

গ্যালারি থেকে হাসি মুখেই নেমে এল রানা, যেন গোটা ব্যাপারটাকে খুব হালকাভাবেই নিয়েছে। ওর ঘোড়ার লাগাম ধরে অপেক্ষা করছিল একজন পিকাডর। টেরেসার ভক্তরা ওকে ঘিরে ধরল। অভয় ও উৎসাহ দিচ্ছে তারা, হামলা এড়াবার জন্যে কি করতে হয় তা-ও বলে দিচ্ছে দু'একজন। ঘোড়া ছুটিয়ে খাঁচা থেকে রিঙে বেরিয়ে এল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর আরেকটা ঘোড়া পিছু নিল, পিঠে বসে আছে টেরেসা।

রিঙে ঢুকে রানা দেখল, আহত ম্যাটাডর জেদের বশে ষাঁড়টাকে খেপাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু উত্তরে ভীতু প্রতিদ্বন্দ্বী হামলা না করে গর্জে উঠছে আর পিছিয়ে যাচ্ছে। গ্যালারি ও প্রথম খাঁচা থেকে আবার সতর্ক করা হলো ম্যাটাডরকে। কম সাহসী ষাঁড় কখন কি আচরণ করবে কেউ বলতে পারে না। রানা বলল, 'তুমি সরে যাও, সেবাস্তিয়ান, দেখি আমি ওটাকে খেপাতে পারি কিনা।'

সেবাস্তিয়ান ওর কথায় কান না দিয়ে ষাঁড়টার একেবারে কাছে চলে

এল। 'মরবি তো কসাইয়ের হাতেই, তার আগে আয় তোকে একটু শিক্ষা দিয়ে নিই!' বলেই ষাঁড়ের মুখটা কেইপ দিয়ে ঢেকে দিল সে। পাল্টা হামলা না করে আগের মতই পিছিয়ে গেল প্রতিদ্বন্দ্বী। কেইপটা ফেরত পাবার জন্যে সামনে বাড়ল ম্যাটাডর। হঠাৎ মাথাটা প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাল ষাঁড়, কেইপ শূন্যে উড়ল, কাঁধের ধাক্কায় মাটিতে ছিটকে পড়ল ম্যাটাডর।

লোকটা বেঁচে গেল একটিমাত্র কারণে, ষাঁড়টা সাহসী নয়। ঘোড়া ছুটিয়ে ঠিক সময় মত ম্যাটাডর আর ষাঁড়ের মাঝখানে চলে এল রানা, হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে মাটি থেকে তুলে নিল তাকে। নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে ঘোড়া থামাল রানা, মাটিতে পা দিয়ে রানার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসল ম্যাটাডর।

'এবার তোমার পালা, আলবার্তো,' রিঙের পাশ থেকে বলল টেরেসা। কাপুরুষ ষাঁড়টাকে কসাইরা রিঙ থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। রানার দিকে একটা ফাইটিং কেইপ ছুঁড়ে দিল টেরেসা। 'ছোটার সময় যে বীরত্ব দেখালে, আশা করি ওই বীরত্বই দেখতে পাব তুমি যখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

বিস্ফোরিত হতে উন্মুখ কালো ডিনামাইটের মত দু'জোড়া পা ছুটে এল টেস্টিং গ্রাউন্ডে। তলোয়ারের মত বাঁকা শিঙের মাঝখানে কোঁকড়ানো লোম গজিয়েছে। পাল থেকে খুঁচিয়ে ওটাকে যে রাইডার বের করে এনেছে, নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ল সে।

প্রথম খাঁচা থেকে এক তরুণ চেঁচিয়ে বলল, 'প্রথমে হালকার ওপর দিয়েই যাক, সিনর সানসেজ। এটাও সম্ভবত একটা কাপুরুষ, কাজেই আপনার সঙ্গে মানিয়ে যাবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে টেরেসার দিকে তাকাল রানা। 'ধরাবাঁধা কোন নিয়ম আছে? মানে, এটা কি আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা, বুলকে হত্যা করতে ম্যাটাডর বাধ্য?'

'কোন নিয়ম এখানে প্রযোজ্য নয়,' বলল টেরেসা। 'এটা এমন কি কোন ফাইটও নয়। অন্তত, আমার বুলগুলো কোন ফাইটে অংশগ্রহণ করছে না।'

'তাহলে ওরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে কেন?' জানতে চাইল রানা।

'ওদের ধারণা, ভিলায় আমার সঙ্গে শুয়েছ তুমি,' বলল টেরেসা। 'কাজেই ওরা জানতে চায় কেন আমি তোমাকেই বেছে নিলাম। এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে তুমি রিঙ থেকে বেরিয়ে যেতে পারো। কেউ আশা করে না আর্মস কোম্পানির একজন এজেন্ট বুল-ফাইটিঙে ওস্তাদি দেখাবে।'

পিকাডরের বল্লমকে টার্গেট করল ষাঁড়টা। পিকাডর ঘোড়া নিয়ে স্থির থাকল, ষাঁড়ের কাঁধে বল্লমের চোখা ডগা ঘ্যাচ করে ঢুকে গেল। তারপরও সামনে বাড়ছে ওটা। শুরু হলো ঘোড়া আর ষাঁড়ের শক্তি পরীক্ষা। একবার ঘোড়া পিছায় তো আরেকবার ষাঁড়।

নিজের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল রানা, হাতে কেইপ।

'মনে রাখবে,' সাবধান করল টেরেসা, 'পা নয়, কেইপ নাড়বে তুমি। শিঙের সামনে শুধু সাহস নয়, সূক্ষ্ম বুদ্ধিরও পরিচয় দিতে হয়। স্থির পাথর হয়ে থাকো, কেইপটা ধীরে ধীরে নাড়ো—তুমি যদি ওটাকে ভয় না পাও, ওটা তোমাকে ভয় পাবে।'

'একটা কথা, টেরেসা,' বলল রানা। 'তোমার এই ষাঁড় যদি আমাকে পেড়ে ফেলে, তোমার আঙুল নিজের দিকটা ইঙ্গিত করবে নাকি ওপর দিকটায়?'

শুনে হেসে উঠল টেরেসা। 'সেটা নির্ভর করবে কোথায় তুমি আঘাত পাবে তার ওপর।'

রিঙের মাঝখানে চলে এল রানা। ওকে আসতে দেখে পিছু হটে সরে গেল পিকাডর। লাল টকটকে চোখ জোড়া ঝট করে ঘুরিয়ে রানাকে দেখল ষাঁড়টা। কৌশলে বা ধোঁকা দিয়ে ওটার কাছাকাছি হবার প্রয়োজন হলো না। প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেই সরাসরি ছুটে এল ওর দিকে।

সেই মুহূর্তে রানা উপলব্ধি করল, কেন অভিজ্ঞ ম্যাটাডররাও মাঝে মধ্যে অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে রিঙ থেকে পালায়। চকচকে একটা টর্পেডোর মত ধেয়ে এল শত্রু, পায়ের তলায় মাটি থরথর করে কাঁপছে। দুই হাঁটু এক করে কেইপটা মেলল ও। ষাঁড় শিং নত করতে উঁচু কাঁধের রক্তাক্ত ক্ষতটা দেখা গেল। শেষ একবার কেইপটা ঝাঁকাল ও, বাঁক নিয়ে সেদিকে গুঁতো মারল শিং।

রানা লাফ দিতে শিও দানবটা পাশ কাটাল, হাত থেকে প্রায় ছিনিয়েই নিচ্ছিল কেইপটা। দুই পা আবার শক্ত করল ও, সতর্ক চোখে শত্রুর ফিরে আসা দেখছে। এবার ওটাকে বাম দিক দিয়ে পাশ কাটাতে দিল। রানার জানা নেই, এটা আরও বিপজ্জনক কৌশল। ষাঁড়ের কাঁধ ওর পেটে ঘষা খেলো, মনে হলো পাথুরে একটা পাহাড় ওকে ধাক্কা মেরেছে, সেই সঙ্গে তাজা রক্তে প্রায় গোসল হয়ে গেল। ক্রোধ আর আক্রোশের কড়া ঝাঁঝে ভরে উঠল নাক দুটো।

ভয় পাচ্ছে টেরেসা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আর নয়, আলবার্তো!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল তার ভক্তরা। তাদের কথা হলো, সিনর সানসেজ শুরুতেই যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিচ্ছেন, কাজেই সত্যিকারের বীরত্ব দেখাবার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করাটা কাউন্টেসের উচিত হবে না। নাকি এরইমধ্যে বিদেশী বন্ধু একঘেয়েমির উৎস হয়ে উঠেছেন, কাউন্টেস তাঁকে চুম্বন উপহার দিতে উৎসাহী নন?

রানার অবশ্য ওদের চেঁচামেচিতে কান নেই। বিপজ্জনক ব্যালে নৃত্য নেশা ধরিয়ে দিয়েছে ওকে—লাল একটুকরো কাপড় দিয়ে বোধবুদ্ধিহীন হিংস্র পশুশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, ওটাকে সম্মোহিত করে ফেলা, এরচেয়ে নির্ভেজাল রোমাঞ্চ আর কি হতে পারে! পা দুটো শক্তভাবে মাটিতে রেখে ষাঁড়কে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলল, 'হা, টোরো!'

ওটাকেও খুনের নেশায় পেয়েছে। কেইপ অনুসরণ করছে, কাজেই রানা সেটাকে বীরভঙ্গিতে ঘোরাল, একটা বৃত্ত তৈরি করাল ষাঁড়কে দিয়ে।

গ্যালারি থেকে এক লোক উল্লাসে ফেটে পড়ল, 'রিঙে আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি সত্যিকার একজন পুরুষকে!'

প্রথম খাঁচা থেকে বলা হলো, 'এমন একজন বীরকে শিশুর সঙ্গে লড়তে দেয়া রীতিমত অপমানকর।'

খেলা জমে উঠল। কেইপটা এমনভাবে ধরছে রানা, ষাঁড়ের শিং সেটার নাগাল পেলে ওরও নাগাল পেয়ে যাবে। এরকম ভয়ঙ্কর ঝুঁকি অভিজ্ঞ ম্যাটাডররাও নিতে সাহস করে না, কিন্তু রানা মজা পাচ্ছে। মজা পাবার কারণ হলো, ষাঁড়টা ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠছে। যতবার কেইপটা ঝাঁকি খেলো, ততবারই শিং নামিয়ে ধেয়ে এল ওটা। একেবারে শেষ মুহূর্তে হয় কেইপ সরিয়ে, নয়তো নিজে লাফ দিয়ে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করছে রানা। গ্যালারিতে স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। ষাঁড় ও রানা বিরতিহীন খেলাটা চালিয়েই যাচ্ছে। দু'জনেই ওরা ক্লান্তিহীন। সত্যি কি তাই? রানার মনে হলো, ষাঁড়ের গতি একটু যেন মন্থর হয়ে পড়েছে। চোখে কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। আবার যখন ছুটে এল, ছোট্ট লাফ দিয়ে শুধু স্থান বদল করল রানা, দূরত্ব বাড়াল না। ওর শরীর ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল, তা না হলে একটা শিং গেঁথে না গেলেও ওর পেটে ঘষা খেত। ঝোঁক সামলাতে না পেরে আগের চেয়ে বেশি ছুটল ষাঁড়, ঘুরে ফিরে আসতেও বেশি সময় নিচ্ছে।

রিঙের পাশ থেকে টেরেসার গলা ভেসে এল, 'পুরস্কার নিয়ে যাও, আলবার্তো!'

শেষবার রানাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ষাঁড়, ঘুরল, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল; ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই। ঘোড়া ছুটিয়ে রিঙের মাঝখানে চলে এল একজন পিকাডর, বল্লম দিয়ে ভয় দেখিয়ে দ্বিতীয় খাঁচায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল ওটাকে।

ক্লান্ত রানা দম ফেলারও সময় পেল না, প্রথম খাঁচা থেকে রিঙে বেরিয়ে এল পূর্ণবয়স্ক একটা ষাঁড়। বেরিয়েই সরাসরি হামলা করল, যেন টেরেসার ভক্তরা ওটার কানে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে।

'এ অন্যায়!' প্রতিবাদ করল টেরেসা। 'ক্লান্ত একজন মানুষকে এভাবে বিপদে ফেলার কোন মানে হয় না।'

তার এক ভক্ত চিৎকার করে জানাল, 'এই দৈত্যটাকে সিনর সানসেজ হত্যা করুন, আমরা তাঁকে মাথায় তুলে নেব!'

দৈত্য ছুটে আসছে দেখেও রানা এক চুল নড়ল না। দূর থেকে দর্শকরা সবাই দেখতে পেল ওর বুক ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। কাস্তে আকৃতির জোড়া শিং নত হলো, তারপরও রানার বুকে আঘাত করতে পারবে। কেইপ দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে ও, ষাঁড় ওর অবস্থান পুরোপুরি ঠাহর করতে পারছে না। প্রায় ষোলোশো পাউন্ড ওজন, ছুটন্ত একটা ট্রেনই বলা

যায়। বাহাদুরি দেখাবার লোভই রানাকে নড়তে দিল না। কেইপে টান দিল শিং, খানিকটা ছিঁড়েও গেল, তবে হাতছাড়া হলো না। এক কি আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে ওকে পাশ কাটিয়েছে ষাঁড়, আলোড়িত বাতাসের ধাক্কা লাগল গায়ে।

'আলবার্তো! আমি বলছি, পালিয়ে এসো তুমি!' টেরেসা চিৎকার করছে।

রানার সময় কোথায় যে তার কথায় কান দেবে! নতুন শুরু হওয়া এই ব্যালেতে একটা জ্যামিতিক ছন্দ তৈরি হলো, ফলে নেশাটা আরও বাড়ল ওর। প্রথম কয়েকবার সরলরেখা ধরে আক্রমণ করল ঘাতক পশু। এই প্যাটার্ন একঘেয়ে হয়ে উঠছে দেখে রানা চেষ্টা করল ওটাকে দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করাতে।

কয়েকবার চেষ্টা করার পর প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো ওর নিয়ন্ত্রণ। ষাঁড়টা এখন বৃত্ত তৈরি করছে, সেই বৃত্তের একটা বিন্দু রানা। বিন্দুর অবস্থান ঠিক থাকছে, তবে বৃত্তটা ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ, সেই সঙ্গে রানার পাশ কাটানো হয়ে উঠছে ধীরগতি ও সাবলীল। যত ধীর ও আঁটসাঁট, ততই ভাল হচ্ছে নাচটা। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিপদের মাত্রাও।

জ্যামিতিক ছন্দটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল রানা, ষাঁড়টাকে নিজের ইচ্ছামত চক্কর খাওয়াচ্ছে অনায়াস ভঙ্গিতে। টেরেসার ভক্তরা বুঝতে পারছে, সানসেজের 'খুন' হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। রিঙের ভেতর এবার তারা আরেকটা পূর্ণবয়স্ক দৈত্যকে ছেড়ে দিল।

ইতিমধ্যে গ্যালারি ভরে উঠেছে দর্শকে। ষাঁড় দুটো পালা করে আক্রমণ চালাচ্ছে বলেই রক্ষে, প্রতিবার একটা করে ষাঁড়কে সামলাতে হচ্ছে রানার। তবে বিরতি ও বিশ্রাম না পাওয়ায় একটু পরই ওর দম ফুরিয়ে এল। ষাঁড় যখন টার্গেট লক্ষ্য করে ছুটে আসছে, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে দর্শকরা, ষাঁড় বা ম্যাটাডরকে খুন হতে দেখার জন্যে ব্যাকুল। ম্যাটাডর কোন রকমে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হলো, দেখে তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল তারা।

রিঙের কিনারা ধরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে টেরেসা, সতর্ক চোখে নজর রাখছে রানার ওপর। মাঝে মধ্যে গ্যালারি ও প্রথম খাঁচার লোকজনের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হচ্ছে তার।

ওদের কথায় কান নেই রানার। খেলাটা এখন আর শুধু রোমাঞ্চকর নেশা নয়, কৌশল ও দক্ষতার সাহায্যে আত্মরক্ষার লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি কাজে লাগিয়ে এখনও রানা অক্ষত, এবং টিকে আছে; কিন্তু আর কতক্ষণ এই অসম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে তা বলার উপায় নেই। খেলাটা এমন এক পর্যায়ে পড়াচ্ছে, শারীরিক সামর্থ্য নির্ধারণ করবে নিয়তি। ক্লান্তি হবে ঘাতক। ষাঁড় যদি ওর চেয়ে বেশিক্ষণ খিল থাকতে পারে, রানার পরাজয় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সেজন্যেই রানা দৌড়াদৌড়ি করছে না। তিনটে প্রাণী মিলে একটা ছক তৈরি করল ওরা। প্রথম ষাঁড় পুব থেকে পশ্চিমে, তারপর পশ্চিম থেকে পুবে ছুটে আসছে: ওটার আসা-যাওয়ার সরল পথটার মাঝখানে স্থির থাকছে রানা। দ্বিতীয় ষাঁড় দক্ষিণ থেকে উত্তরে, তারপর উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটে আসছে: এই পথেরও মাঝখানে স্থির একটা বিন্দু রানা। প্রথম ষাঁড় রানাকে পাশ কাটালে দ্বিতীয় ষাঁড় আর দেরি করছে না, নিজের পথ ধরে বেপরোয়া গতিতে ধেয়ে আসছে। কোনটাই সময়ক্ষেপণ করতে রাজি নয়।

ক্লান্ত হলেও, ষাঁড় দুটোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে রানা, ছকটা তৈরি করে টিকিয়ে রাখতে পারাই তার প্রমাণ। এভাবে কতক্ষণ চালানো যাবে তা হয়তো অনিশ্চিত, তবে টেরেসার ভক্তরা এ-সব দেখে স্বভাবতই হতাশ হয়ে পড়েছে। টেরেসার প্রবল আপত্তি কানেই তুলল না, নির্মম রসিকতায় মেতে উঠল তারা–প্রথম খাঁচা খুলে আরেকটা দানবকে ঢুকিয়ে দিল রিঙের ভেতর।

আগের ষাঁড় দুটো থমকে দাঁড়াল, কারণ নতুনটা মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। উত্তর-পুব কোণ থেকে এল ওটা, শিঙে কেইপ আটকে নিয়ে রানাকে পাশ কাটাল, মট করে ভেঙে গেল কেইপের মাথার দিকে পরানো কাঠের সরু দণ্ড, তবে ছেঁড়া কেইপ রানার হাতেই রয়ে গেল। গতির ঝোঁক সামলে নিয়ে ঘুরল ওটা, আবার ছুটে আসছে। লাল কাপড়টা দু'হাতে মেলে ধরল রানা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্লান্ত করার জন্যে বারবার ঝাঁকাচ্ছে ওটা, আহ্বান জানাচ্ছে বিরতিহীন হামলা করার, যতক্ষণ না ওর শার্ট শত্রুর রক্তে দশ-বারো জায়গায় রাঙা হলো। মানুষ ও পশু পরস্পরকে নিয়ে এমনই মেতে আছে, শুধু যেন ওরাই বাস্তব, বাকি সবাই এতই তুচ্ছ যে অস্তিত্বহীনই বলা যায়। খেলাটা নতুন ষাঁড় কেড়ে নিয়েছে, বাকি দুটোর তা পছন্দ হলো না; দুটোর একটা তেড়ে এল। দুটো দু'দিক থেকে আসছে, মাঝখানে রানা অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

'আলবার্তো, পালাও!' নারীকণ্ঠের চিৎকার, টেরেসার গলা; প্রায় হাহাকারের মত শোনাল, ভেসে এল যেন অনেকদূর থেকে।

চোখের কোণ দিয়ে একজন পিকাডরকে দেখতে পেল রানা, বল্লম হাতে ওর কাছাকাছি দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, উদ্দেশ্য তৃতীয় ষাঁড়টাকে লড়াই থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। থমকে দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় ষাঁড়, দিক বদলে পিকাডরকে ধাওয়া করল দ্বিতীয়টা, প্রথমটা আগের মতই রানাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। দ্বিতীয় ষাঁড় অশ্বারোহী পিকাডরকে অনুসরণ করছে, রানার সামনে দিয়ে ছুটে যাবে তারা। হঠাৎ নড়ে উঠল ও, শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। পিকাডরের হাতে বাগিয়ে ধরা বল্লম, ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল, দু'হাতে খাড়া করে ধরে শুয়ে পড়ল প্রথম ষাঁড়ের ছুটে আসা পথের ওপর। শত্রু পৌঁছাল, টপকে গেল ওকে, হৃৎপিণ্ডে ঢোকা বল্লম ওর হাতছাড়া হয়ে গেছে।

উল্লাসে ফেটে পড়ল গ্যালারি।

কিন্তু তারপরই শুরু হলো আবার সেই দু'মুখো আক্রমণ। এবার ছকটা বদলে গেল। পালা করে নয়, একযোগে ছুটে আসছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ষাঁড়। দম শেষ, রানার পক্ষে এখন আর দুটোকে সামলানো সম্ভব নয়। পজিশন ঠিক রাখতে পারছে না, আত্মরক্ষার জন্যে পিছিয়ে না এসে উপায় নেই। ষাঁড়গুলো যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে, ধীরে ধীরে ওকে কোণঠাসা করে ফেলছে। খাঁচার রডে পিঠ ঠেকিয়ে হাঁপাচ্ছে রানা, দুটোর যে-কোন একটা ছুটে এসে পেটে শিং ঢোকালেই হয়, ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

একটা ষাঁড় পাহারা দিচ্ছে, ও যাতে পালাতে না পারে। আরেকটা খাঁচার গা ঘেঁষে ছুটে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। এখন স্থির দাঁড়িয়ে থাকা মানে আত্মহত্যা করা, কাজেই ফাঁকা জায়গার সন্ধানে ছুটল রানা, পাহারাদারকে পাশ কাটিয়ে। ছেঁড়া কেইপটা কিভাবে যেন জড়িয়ে গেল পায়ে, দড়াম করে আছাড় খেলো ও।

ঠিক সময়মতই দাঁড়াতে পারল রানা, হামলা এড়াবার জন্যে কেইপটা মেলে ধরল একপাশে। ষাঁড় ওটাকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করল। এরপর প্রহরী ছুটে এল, শিঙে আটকে নিল ওর শার্ট। ক্ষুরের পোঁচ যেমন নিখুঁত হয়, শিঙে ডগা ঠিক সেভাবে চিরে দিল শার্টটাকে। মাথা নিচু করে ছিল, ফলে শিঙের কিনারা ঘষা খেলো রানার হাঁটুতে। ছিটকে তিন হাত দূরে পড়ল ও। বুঝতে পারছে, মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ষাঁড় দুটোও তা জানে।

ক্লান্ত শরীরটা অলসভঙ্গিতে সিধে করল রানা, চোখে সর্ষে ফুল দেখছে, এই সময় দুই শিঙের মাঝখানে ওকে আটকে নিল একটা ষাঁড়। ওটার কাঁধ ও পিঠের ওপর ডিগবাজি খেলো রানা, মাটিতে পড়ার পর নেশাগ্রস্ত মাতালের মত মাথা ঝাঁকাচ্ছে। দ্বিতীয় ষাঁড় ঝোঁক সামলাতে না পেরে বেশ খানিকটা ছুটে গেল, প্রথমটা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে ওকে।

'আলবার্তো!'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, টেরেসার সাদা আরব স্ট্যালিয়ন একপাশ দিয়ে ছুটে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে দ্বিতীয় ষাঁড়। কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে। হঠাৎ প্রলয়ংকরী একটা ঝড়ো তাণ্ডবে পরিণত হলো হিংস্র পশুর আচরণ। রানার একটা হাত টেরেসার উরু খামচে ধরল, তারপর লাফ দিয়ে উঠে বসল তার পিছনে। উঠে যখন বসছে, ষাঁড়টার শিং ওর বুটে সামান্য একটু ঘষা খেলো মাত্র। টেরেসার বল্লম আগেই ওর হাতে চলে এসেছে, এই সুযোগে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ষাঁড়টার গলায় গেঁথে দিল যত দূর ঢোকে। গলায় বল্লম নিয়ে পড়ে গেল ওটা, ঘোড়া ছুটিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে এল টেরেসা।

রানা যেখানে ঝুলে ছিল, ঘোড়ার সাদা পিঠ সেখানে লাল হয়ে গেছে।

নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেই ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল টেরেসা। 'ফার্নান্দেজ, নতুন একটা কেইপ আর তলোয়ার দাও আমাকে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে ঠিক নামছে না, গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে রানা; গলায় জোর আনার চেষ্টা করে বলল, 'না, টেরেসা, তুমি না—ওগুলো আমাকে দাও...'

ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলল টেরেসা, মাটিতে বসে কোলে তুলে নিল মাথাটা, মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। 'তুমি যা দেখালে, স্পেনের প্রফেশন্যাল ম্যাটাডররাও তা দেখাতে সাহস করবে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তুমি জিতেছ, আলবার্তো—আই লাভ ইউ।' রানাকে চুমো খেয়ে ঘাড় ফেরাল সে, চোখের দৃষ্টি খুঁজে নিল পাবলোকে। 'জলদি, পাবলো—ডাক্তারকে খবর দাও! আলবার্তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।'

রিঙের মাঝখানে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ ষাঁড়। তার সঙ্গী গলায় বল্লম নিয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করার পর স্থির হয়ে গেছে। ডাক্তারকে খবর দিতে হলো না, তিনি গ্যালারিতেই ছিলেন। রানাকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো টেরেসা, নতুন কেইপ আর তলোয়ার নিয়ে রিঙের মাঝখানে চলে আসছে।

রানা জ্ঞান হারায়নি, ক্লান্তিতে চোখ বুজে পড়েছিল। উঠে বসে তাকাতেই দেখতে পেল রিঙের মাঝখানে টেরেসা আর ষাঁড় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

ষাঁড়টা রানার মতই ক্লান্ত। শিং দুটো নিচু করে রেখেছে, ছুটে আসা আগের মত ক্ষিপ্র নয়। খাপ থেকে তলোয়ার বের করল টেরেসা। তিন ফুট লম্বা ফলা, ডগার দিকটা নিচের দিকে বাঁকা। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে সোনালি চুল সরাল সে, তলোয়ার তাক করল দুই শিঙের মাঝখানে। 'টোরো, এদিকে আয়,' হুকুম করল সে।

ষাঁড় এল। শিং দুটো অনুগত ভঙ্গিতে অনুসরণ করল কেইপটাকে, টেরেসা সেটাকে মাটিতে ঘষা খাইয়ে সরিয়ে নিচ্ছে। তার ডান হাত, যে হাতে তলোয়ার, ছুটে আসা ষাঁড়ের মাথার ওপর উঠে গেল। পিকাডরের তৈরি করা ক্ষতটা খুঁজে নিল তলোয়ার, ক্ষতের ভেতর ধারাল ফলাটা ঢুকাতে সাহায্য করল ষাঁড়েরই প্রচণ্ড গতি, একেবারে সেই হাতল পর্যন্ত। তলোয়ারও ঢুকল, টেরেসাও পাক খেয়ে সরে এল।

স্থির হয়ে গেছে ষাঁড়। বিপুল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। আক্রমণ করার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। ওটার রক্তাক্ত কাঁধে তলোয়ারের হাতলটাকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না, দেখে মনে হচ্ছে কয়েকটা বুদ্বুদের সমষ্টি। তারপর পাক খেতে শুরু করল আহত প্রতিদ্বন্দ্বী, পাগুলো পরস্পরের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। তিন-চারটে পাক খাওয়ার পর দড়াম করে আছাড়ে পড়ল মাটিতে।

দুই

ভিলায় ফিরে এসে লাঞ্চ খেতে বসেছে ওরা, একজন ম্যাটাডর রানাকে বলল, 'সিনর, আপনার হবে। কলা-কৌশল তেমন জানা নেই, তবে সাহস আর বুদ্ধি অনেক। আপনি বুল ফাইট শিখতে পারবেন।'

'টেরেসার ধারে-কাছেও বোধহয় কোনদিন হতে পারব না,' বলল রানা। 'ষাঁড়টাকে কিভাবে মারল দেখলে না!'

বিশাল লিভিং রুমে ঢুকল টেরেসা। রাইডিং ড্রেস ছেড়ে সাদা প্যান্ট আর সোয়েটার পরেছে সে।

'কাউন্টেস তো সেই হাঁটতে শেখার পর থেকেই ফাইট করছেন,' ব্যাখ্যা করল ম্যাটাডর। 'তাঁর কথা আলাদা।'

লাঞ্চের শেষ পর্যায়ে আঙুর আর কমলালেবু পরিবেশন করা হলো, সঙ্গে ব্র্যান্ডি। টেরেসাকে রানা জিজ্ঞেস করল, ষাঁড়টাকে না মারলে কি চলত না?'

'না, চলত না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল টেরেসা। 'কারণ ওটা আমার প্রিয়তম বন্ধুকে খুন করতে চেয়েছিল।' একটু থেমে আরেকটু ব্যাখ্যা করল সে, 'ওটাকে মেরে কিছু লোককে একটা শিক্ষাও দিয়ে রাখলাম—আমার ব্যাপারে অহেতুক নাক গলালে খেসারত কিছু দিতেই হবে।'

একজন ম্যাটাডর বলল, 'ওটা ছিল একটা সত্যিকার লড়াকু ষাঁড়। মালিকের ত্রিশ হাজার ডলার ক্ষতি হয়েছে।'

'ওদের উদ্দেশ্য যে ভাল ছিল না, তার প্রমাণ মালিক আমার কাছে ক্ষতিপূরণ চায়নি,' বলল টেরেসা।

'আপনার তো এক হাজার ষাঁড় আছে,' একজন ক্রেতা বলল, 'ক্ষতিপূরণ চাইলে কি আপনি দিতেন?'

'দিতাম, যদি সে প্রমাণ করতে পারত আমি কোন অন্যায় করেছি,' বলল টেরেসা। 'প্রতিযোগিতার নিয়ম কি মানা হয়েছিল? টস না করেই রিঙে কেন পাঠানো হলো ওদের ষাঁড়? তা-ও আবার একের পর এক!'

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে দিবানিদ্রার জন্যে খানিকটা সময় আলাদা করে রাখা হয়। লিভিং রুম থেকে যে যার বেডরুমে চলে এল ওরা। রানার বেডরুম একটা ব্যাংকুইট হলের মত বিশাল, দেয়ালের উন্মুক্ত অংশে গুণচিহ্নের ভঙ্গিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তলোয়ার, বাকি অংশ নকশা ও ছবি আঁকা ভেলভেটের পর্দায় ঢাকা। ভিলার স্টুয়ার্ড একটা ট্রেতে করে শ্যাম্পেন আর চুরুট দিয়ে গেল।

রানার অপেক্ষা বৃথা গেল না। দশ মিনিট পরই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল টেরেসা। 'তোমার পাগলামি আমাকে অবাক করেছে, আলবার্তো।'

এখনও প্যান্ট ও সোয়েটার পরে আছে টেরেসা, তবে বিছানার কিনারায় বসে সোয়েটারটা খুলে ফেলল। রানা লক্ষ করল, শার্টের নিচে সে কিছু পরেনি। 'ষাঁড়ের সঙ্গে যে-ই লড়ুক, সে পাগল নয়, বদ্ধ উন্মাদ—বিশেষ করে সে যদি মেয়ে হয়।'

'অত ঝুঁকি না নিলেও পারতে তুমি,' বলল টেরেসা। 'আরও অনেক আগে রিঙ থেকে বেরিয়ে আসতে পারতে।'

'আমার আসলে খানিকটা নেশা মত ধরে গিয়েছিল,' সত্যি কথাই বলল রানা।

'তুমি যখন নিজের সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলে, আমি শুনতে চাইনি—লোকমুখে যতটুকু শুনেছি তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু তোমাকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। আর্মস বেচাকেনা করো, যুদ্ধ তো আর করো না, তাহলে তোমার সারা শরীরে এত কাটাকুটি কেন? একজন সেলসম্যান, তাই না—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জান বাঁচাবার কথা না ভেবে ঝুঁকি নেয়ার নেশা কিভাবে পেয়ে বসে তাকে? আসলে কে সে?' টেরেসার অনেক প্রশ্ন, সে তুলনায় আদরও কম নয়। তার হাত দুটো রানার শরীরে, গালে-গলায়-বুকে ব্যস্ত। রানার ঠোঁটে আঙুল রাখল সে, বলল, 'এ-সব প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে, এমন নয়। উত্তর যদি দাও, তা-ও পরে একসময়।'

এরপর রানাও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আর ঠিক এই সময় নক হলো দরজায়। হেসে ফেলল রানা। 'এই সময় কোন্ বেরসিক, টেরেসা?'

'সে যে-ই হোক, তার কপালে খারাবি আছে।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল টেরেসা, দ্রুত শার্ট পরছে। দরজায় আবার নক, এবার ঘন ঘন।

বিছানা থেকে রানাও নামল, টেরেসার চেয়ে আগে পৌঁছাল দরজায়। টেরেসার শার্ট পরা শেষ হয়েছে কিনা দেখে নিয়ে কবাট খুলল ও। সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচজন ইউনিফর্ম পরা পুলিস অফিসার, বাঘের মত চেহারা প্রত্যেকের, হঠাৎ দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেল রানা। পুলিস অফিসারদের পিছনে দেহরক্ষীদের নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে পাবলো।

'সিনর সানসেজ? আলবার্তো সানসেজ, ফ্রম সুইটজারল্যান্ড?' অফিসারদের একজন কোমরে ঝোলানো হোলস্টারে হাত রেখে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, আমিই,' বলল রানা। 'কেন, কি দরকার?'

'আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো, সিনর সানসেজ,' বলে পকেট থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা বের করল অফিসার।

'কেন? আমার অপরাধ?' রানা হতভম্ব।

'সরো তুমি,' বলে রানাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল টেরেসা, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো পুলিস অফিসারদের। প্রথমে খুঁটিয়ে

প্রত্যেকের চেহারা দেখল সে, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'আশ্চর্য! কোথেকে আসছেন বলুন তো? রোনডা শহরের সব পুলিস অফিসারকে আমি চিনি। আপনাদেরকে তো আগে কখনও দেখিনি।'

'আমরা মাদ্রিদ থেকে আসছি, সিনোরিটা,' বলল অফিসারদের মুখপাত্র, পকেট থেকে বের করে পরিচয়-পত্র দেখাল। অফিসার একজন ইন্সপেক্টর, নাম বুশবেল ডেকান। 'প্রথমে ইবিৎসা দ্বীপের হিলটন ইন্টারন্যাশনালে খবর নিই, ওখান থেকে জানতে পারি সিনর সানসেজ আপনার হাসিয়েন্দায় আছেন। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, ওনাকে অ্যারেস্ট করে মাদ্রিদে নিয়ে যেতে হবে।'

'মাদ্রিদ থেকে আসুন আর দোজখ থেকেই আসুন, অনুমতি না নিয়ে কোন্ সাহসে আপনারা আমার হাসিয়েন্দায় ঢুকলেন? আমার কানেকশন সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণা আছে? এতই সহজ, আমার একজন মেহমানকে আপনারা আমার হাসিয়েন্দা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবেন?'

'দেখুন, সিনোরিটা...,' ইন্সপেক্টর বুশবেল ডেকান শুরু করল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে টেরেসা বলল, 'কার নির্দেশে এসেছেন, তার নাম বলুন। সিনর সানসেজের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি তা-ও বলুন।'

'আমরা পুলিস কমিশনার রিকার্ডো জেসকা-র নির্দেশে এসেছি, সিনোরিটা,' বলল ইন্সপেক্টর।

'আঙ্কেল জেসকা? উনি আমার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন।' ঘুরে দাঁড়াল টেরেসা। 'ইচ্ছে হলে ভেতরে এসে বসতে পারেন। আঙ্কেলকে ফোন করছি আমি।'

নম্বর মুখস্থই আছে, কিন্তু ডায়াল করে পুলিস কমিশনারকে পাওয়া গেল না। তিনি জরুরী একটা মীটিঙে আছেন, এখন ডেকে দেয়া সম্ভব নয়।

পুলিস কমিশনারকে না পেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ইফালাফা সিভিল-এর নম্বরে ডায়াল করল টেরেসা। অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে।

পুলিস অফিসারদের মুখপাত্র বুশবেল ডেকান রানার প্রশ্নের উত্তরে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করছে। 'সিনর সানসেজ, আপনি আসলে সদ্য পাস হওয়া একটা আইনের প্যাঁচে পড়ে গেছেন। সেজন্যে সত্যি আমরা দুঃখিত। আপনি হয়তো জানেন যে স্পেনে সিক্রেট সোসাইটি আর আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্যাল পার্টি সংখ্যায় এত বেশি যে গুনে শেষ করা যাবে না। সরকারের কাছে গোপন খবর আছে, এই সোসাইটি আর পার্টিগুলো হঠাৎ করে অস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। এই মুহূর্তে পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছে না, তাই প্রেসিডেন্ট একটা অধ্যাদেশ জারি করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তিকে স্পেনে ঢুকতে দেয়া যাবে না। তাতে আরও বলা হয়েছে, যদি কেউ আগেই ঢুকে থাকে, তাকে অ্যারেস্ট ও ইন্টারোগেট করতে হবে–যদি নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে সে স্পেনে কারও কাছে কোন রকম অস্ত্র বিক্রি করেনি, তাহলে সসম্মানে দেশ থেকে চলে যেতে বলা হবে।'

শুনে দমে গেল রানা। যে কাভারটা নিয়ে ছুটি কাটাতে বেরিয়েছে ও, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটাই ওর জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। দায়ী যদি কাউকে করতে হয় তো স্পেনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে, এখানে আর কারও হাত বা ষড়যন্ত্র নেই। রানা বুঝতে পারল, টেরেসা শুধু শুধু সময় নষ্ট আর মেজাজ খারাপ করছে। ওপর মহলের সঙ্গে যতই কানেকশন থাকুক, এরকম পরিস্থিতিতে তার পক্ষেও ওকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

টেরেসা এতক্ষণে লাইন পেল। 'সিনর ইফালাফা সিভিল? আঙ্কেল, আমি রোনডা থেকে টেরেসা। আগামী হপ্তায় আমার হাসিয়েন্দায় আপনি মেহমান হচ্ছেন, মনে আছে তো? ভেরি গুড।...না, আঙ্কেল, দাওয়াতের কথাটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ফোন করিনি। শুনুন, আমি একটা উটকো ঝামেলায় পড়েছি। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে কি একটা অধ্যাদেশ নাকি জারি করা হয়েছে?...কি জানি, ওরা তো তাই বলছে...ওরা মানে সেন্ট্রাল সিক্রেট পুলিস, মাদ্রিদ থেকে এসেছে। হাসিয়েন্দায় আমার এক মেক্সিকান বন্ধু আলবার্তো সানসেজ রয়েছেন, সমস্যাটা তাঁকে নিয়েই। সুইস এক আর্মস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির এজেন্ট তিনি। সিক্রেট পুলিস বলছে, তারা সিনর সানসেজকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে।...হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন।...জ্বী?...আলবার্তো সানসেজ।...এ ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে পরে কথা বলবেন?...কিন্তু, আঙ্কেল, আপনারা থাকতে আমার ঘর থেকে প্রিয় এক বন্ধুকে পুলিস অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে, এ কি করে হয়?...কি, আমি সব কথা জানি না? সেক্ষেত্রে জানার আমার দরকারও নেই, আঙ্কেল। আপনি পরিষ্কার করে বলুন, কিছু করতে পারবেন কিনা। আপনি না পারলে আমি কোন মন্ত্রীকে ধরব...জ্বী, এটা আমার মান-মর্যাদার প্রশ্ন তো বটেই, সিনর সানসেজকে গ্রেফতার করা হলে মানসিকভাবেও আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ব...জ্বী, ঠিক আছে, দিচ্ছি...'

ফোনের রিসিভারটা অফিসারের দিকে বাড়িয়ে ধরল টেরেসা। 'নিন, সিনর ইফালাফা সিভিল-এর সঙ্গে কথা বলুন। চেনেন তো ওনাকে? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব।'

'সিনর সিভিল, আমার কোড নং বারোশো ছিয়াশি, আমি সেন্ট্রাল সিক্রেট পুলিসে আছি। জ্বী, বলুন, শুনছি।' ত্রিশ সেকেন্ড চুপচাপ অপরপ্রান্তের কথা শুনল অফিসার, তারপর বলল, 'মাফ করবেন, সিনর। আপনার নির্দেশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।...জ্বী, কি বললেন? আপনার জানা নেই প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে এ-ধরনের কোন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে কিনা? সেক্ষেত্রে, সিনর সিভিল, আপনাকে প্রেসিডেন্ট ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।...জ্বী? ঠিক আছে, মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে রাজি আছি আমি।' রিসিভারটা টেরেসার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'দুঃখিত, সিনোরিটা।'

'দুঃখিত মানে?' সাপের মত ফণা তুলল টেরেসা। 'সিভিল আঙ্কেলের সঙ্গে কি কথা হলো আপনার?'

'অধ্যাদেশটা সত্যি জারি করা হয়েছে কিনা খবর নিচ্ছেন উনি।' অফিসার গম্ভীর। 'বললেন, প্রয়োজনে তিনি তাঁর মন্ত্রীকে প্রেসিডেন্ট ভবনে পাঠাবেন, সিনর সানসেজকে গ্রেফতার না করার ব্যাপারে আপনার অনুরোধ যাতে রক্ষা করা হয়।'

'এটা তো আমাদের জন্যে ভাল খবর,' বলল টেরেসা। 'আপনি দুঃখিত হচ্ছেন কেন?'

কথা না বলে অফিসার শুধু ম্লান একটু হাসল।

দশ মিনিট পার হলো না, ফোনটা বেজে উঠল। টেরেসাই রিসিভার তুলল। 'হ্যালো?...আঙ্কেল জেসকা? আঙ্কেল, আমি টেরেসা, রোনডা থেকে।...শুনুন, এখানে কি ঘটছে বলি...' সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল সে, খুব জোর দিয়ে বলল আলবার্তো সানসেজকে গ্রেফতার করা হলে তার মানসিক শান্তি সাংঘাতিকভাবে বিঘ্নিত হবে। সবশেষে বলল, 'ওঁকে গ্রেফতার করার জন্যে আপনি সিক্রেট পুলিস পাঠিয়েছেন, কাজেই আপনারই ওদেরকে ডেকে নিতে হবে।...অত কথা আমি শুনতে চাই না, আঙ্কেল। কিভাবে কি করবেন আপনি জানেন। আমি শুধু দেখতে চাই বাবার বাল্যবন্ধু হিসেবে এই সঙ্কটের সময় আপনি আমাকে কতটুকু সাহায্য করছেন।...কি, এ-ব্যাপারে পরে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন? কি কথা, আঙ্কেল? তাছাড়া, কথা বলাবলি করে কি লাভ, সিনর সানসেজকে যদি পুলিসের হাতে তুলে দিতে হয়?...জ্বী, ওরা এখানেই আছে।...ঠিক আছে।' আরেকবার রিসিভারটা অফিসারের দিকে বাড়িয়ে ধরল টেরেসা। 'নিন, আপনাদের পুলিস কমিশনার রিকার্ডো জেসকার সঙ্গে কথা বলুন।'

ইন্সপেক্টর ডেকান রিসিভার নিয়ে বলল, 'সিনর জেসকা? আমি ইন্সপেক্টর বুশবেল ডেকান।' এরপর দীর্ঘ এক মিনিট চুপচাপ শুধু শুনে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'দুঃখিত, সিনর জেসকা। আপনি অর্ডার দিয়েছেন, সেই অর্ডার এখন ফিরিয়ে নিচ্ছেন, বুঝলাম। কিন্তু বুঝেও কোন লাভ নেই...জ্বী, আমি ঠিকই বলছি...আপনি নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেও আলবার্তো সানসেজকে অ্যারেস্ট করতে হবে আমাদের...কেন? কারণ, আপনার কাছ থেকে নির্দেশ পাবার পর প্রেসিডেন্ট ভবন থেকেও ওই একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে, ...জ্বী, ওই একই নির্দেশ। কাজেই, আপনি একা নির্দেশ ফিরিয়ে নিলে হবে না...জ্বী? প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে কে নির্দেশ দিয়েছেন?...হ্যাঁ, লিখিত নির্দেশই, সই করেছেন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা সিমন বারবাডোজ...জ্বী, দিচ্ছি।' রিসিভারটা টেরেসার দিকে বাড়িয়ে ধরল ডেকান।

'...দুঃখিত, আঙ্কেল? ওহ্, গড, দুঃখিত আমিও!' টেরেসা কথা বলছে শান্ত ভাবে, কিন্তু তার চোখে-মুখে জেদ ফুটে উঠল। 'তবে, এত সহজে আমিও হার মানছি না। আপনারা পারলেন না, কাজেই আমি অন্য কাউকে ধরছি। চেষ্টা করেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ, আঙ্কেল।'

এবার রানাকে কিছু বলতে হয়। 'শোনো, টেরেসা, আইন আইনই,

সেটা সবারই মেনে চলা উচিত। আমি কোন অন্যায় বা অপরাধ করিনি, কাজেই পুলিস আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য। তুমি ধৈর্য ধরো, প্লীজ। আইন যদি বলে স্পেনে আমি থাকতে পারব না, থাকলাম না। কিন্তু আমি যদি পরে এক সময় অন্য পরিচয় নিয়ে ফিরে আসি তাহলে তো আর কারও কিছু বলার থাকবে না...' হঠাৎ থেমে গিয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, নতুন এই আইনে কি একা শুধু আমি ঝামেলায় পড়ছি?'

ইন্সপেক্টর ডেকান মাথা নাড়ল। 'না, সিনর, আপনি একা নন। এই মুহূর্তে বিভিন্ন আর্মস কোম্পানির ছ'জন প্রতিনিধি স্পেনে রয়েছেন। তাদেরকে এরইমধ্যে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।'

ওদের কথা শুনবে কি, আবার ডায়াল করে কানে রিসিভার গুঁজে রেখেছে টেরেসা। অপরপ্রান্তে যে-ই থাকুক, তাকে রীতিমত ধমকাচ্ছে সে। তার কথা শুনে বোঝা গেল, এবার ফোন করেছে কোন মন্ত্রীকে। একটু পর মন্ত্রীর নামও জানা গেল। রবার্ট দুসমন্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন। তিনি লাইনে আসতে সমস্যাটা কি খুলে বলতে শুরু করল টেরেসা, মন্ত্রী তাকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, 'কি ঘটেছে বা ঘটছে, আমি জানি। তুমি কি চাও সেটা বলো।'

'আমি চাই আমার বন্ধুকে যেন অ্যারেস্ট করা না হয়,' বলল টেরেসা। 'প্রয়োজনে আইন বাতিল করান, কিংবা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাবার বুদ্ধি বের করুন। আর যদি কিছুই করতে না পারেন, তা-ও এখুনি পরিষ্কার করে বলুন। সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই প্রেসিডেন্ট ভবনে হানা দিতে হবে আমাকে। আঙ্কেল, আর কেউ না জানুক, আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষমতা আমার আছে।'

রবার্ট দুসমন্তে বললেন, 'তুমি সব কথা জানো না, টেলিফোনে সে-সব বলাও ঠিক হবে না। তুমিই বা ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি কেন নিচ্ছ, তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। শোনো, টেরেসা, তুমি যা চাইছ তা করতে হলে কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। সিক্রেট পুলিস তোমার বন্ধুকে মাদ্রিদে নিয়ে আসুক। তুমিও মাদ্রিদে আমার কাছে চলে এসো। তোমার সব কথা শোনার পর কি করা যায় ঠিক করব।'

'আঙ্কেল, আপনিও এই সামান্য একটা কাজ করে দিতে পারবেন না?' টেরেসাকে হতাশ দেখাল। 'বেশ, সরাসরি কর্তাকেই ধরি তাহলে...'

'কোন লাভ হবে না, টেরেসা,' রবার্ট দুসমন্তে বললেন। 'নির্দেশটা জারি করেছেন সিমন বারবাডোজ, প্রেসিডেন্ট যদি তাঁর অনুমতি না নিয়ে আইনটা বাতিল করেন, তিনি অবশ্যই পদত্যাগ করবেন। প্রেসিডেন্ট সেটা কিছুতেই চাইবেন না, কারণ সিমন বারবাডোজই তাঁকে প্রেসিডেন্ট হতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের কারও সম্পর্কই ভাল নয়, কাজেই তাঁকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই...'

'আপনি তাহলে কি করতে বলেন আমাকে?' জানতে চাইল টেরেসা।

'ধৈর্য ধরতে বলি, টেরেসা। তুমি আজই মাদ্রিদে চলে এসো, কথা দিচ্ছি

একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই...'

ক্রেডলে রিসিভার রেখে ইন্সপেক্টর ডেকানকে টেরেসা বলল, 'আমার বন্ধু সিনর সানসেজের সঙ্গেই আমি মাদ্রিদে যেতে চাই, আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো?'

ইন্সপেক্টর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, আপনাকে একটা লিফট দেয়া যেতে পারে।'

'আপনারা সিনর সানসেজকে নিয়ে আমার রোলস-রয়েসেই উঠুন বরং,' বলল টেরেসা। 'গাড়িতে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, এনটারটেইনমেন্টের সুবিধে পাওয়া যাবে।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নাম ধরে ড্রাইভারকে ডাকল সে, গাড়ি বের করতে বলে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'আমার আর সিনর সানসেজের সুটকেস দুটো গুছিয়ে নিই।'

টেরেসা কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার একটু পরই একটা টেলিফোন এল। পুলিস অফিসাররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, রানার মধ্যেও একটা ইতস্তত ভাব, এই সময় অন্দরমহল থেকে একজন মেইড-সারভেন্ট এসে জানাল, 'কাউন্টেস এক্সটেনশন লাইনে কথা বলছেন, এখানে রিসিভার তোলার দরকার নেই।'

দশ মিনিট পর হাতে ছোট দুটো সুটকেস নিয়ে ফিরে এল টেরেসা।

ইন্সপেক্টর ডেকান বলল, 'সিনর সানসেজের পাসপোর্টটা নিয়েছেন তো?'

'পাসপোর্ট?' অবাক দেখাল টেরেসাকে। 'কেন, আপনারা জানেন না?'

'কি জানি না?'

'সিনর সানসেজের পাসপোর্ট আর পরিচয়-পত্র তো হারিয়ে গেছে,' মিথ্যে কথা বলছে, তাই রানার দিকে টেরেসা তাকাচ্ছে না। 'আমি ধরে নিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই রোনডা থানা হয়ে এখানে আসছেন, তাই কথাটা জানেন।'

'তারমানে, ওগুলো যে হারিয়ে গেছে, এটা রিপোর্ট করা হয়েছে থানায়? না, রোনডা থানায় আমরা যাইনি। বলল ইন্সপেক্টর ডেকান। 'প্লীজ, আমি কি একটা ফোন করতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল টেরেসা, রানার দিকে তাকিয়ে অভয় দিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল।

টেরেসা কেন কি করছে রানা জানে না, তবে কাউন্টেসের প্রতি আস্থা আছে ওর, জানে মিথ্যেকথা বলে ধরা পড়ার ঝুঁকি সে নেবে না।

রোনডা থানায় ফোন করে ইন্সপেক্টর ডেকান জানতে চাইল, 'সিনর আলবার্তো সানসেজের হারানো পাসপোর্ট আর পরিচয়-পত্র কি খুঁজে পাওয়া গেছে?'

তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কে বলছেন, সিনর?'

ইন্সপেক্টর ডেকান নিজের পরিচয় দিল। তারপর আবার জানতে চাইল, 'ওগুলো পাওয়া গেছে?'

জবাব এল, 'জ্বী-না, এখনও পাওয়া যায়নি।'

'হারানোর খবর থানাকে কবে জানানো হয়েছে?' ডেকান জানতে চাইল।

থানা জানাল, 'গত পরশুদিন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে ডেকান বলল, 'হ্যাঁ, চলুন, এবার রওনা হওয়া যাক।'

রানা উপলব্ধি করল, একটু আগে যিনিই টেরেসাকে ফোন করে থাকুন, রাতকে দিন করার ক্ষমতা রাখেন তিনি–যদি ধরে নেয়া হয় তাঁর বুদ্ধিতেই পাসপোর্ট হারানোর কথা সিক্রেট পুলিসকে জানিয়েছে টেরেসা; থানাও তাঁর কথায় নাচতে বাধ্য হয়েছে।

তিন

রোনডা প্রদেশের মন্টানা জেলা থেকে মাদ্রিদ তিন ঘণ্টার পথ, অর্ধেক দূরত্ব পার হবার আগেই মন্ত্রীসভার সিনিয়র সদস্য, প্রভাবশালী লবিইস্ট, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য নেতা, এমন কি খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদেরও মোবাইল ফোনে ব্যস্ত করে তুলল টেরেসা। তার জেদ চেপে গেছে, অপমানের বদলা না নিয়ে ছাড়বে না। এতবড় স্পর্ধা! তার হাসিয়েন্দা থেকে প্রিয় বন্ধুকে গ্রেফতার করে আনে পুলিস! এক পর্যায়ে রানার কানে ফিসফিস করল সে, 'সবাই শুধু সময় চাইছেন। কেউ আটচল্লিশ ঘণ্টা, কেউ ছত্রিশ ঘণ্টা...'

হেসে ফেলল রানা। 'পুলিস আমাকে জেরা করার পর তার আগেই ছেড়ে দেবে, টেরেসা।'

'ছেড়ে দেবে না, বলো প্লেনে তুলে দেবে,' শুধরে দিল টেরেসা। 'কিন্তু আমি তোমাকে আমার কাছে চাই, স্পেনে, আমার হাসিয়েন্দায়। ওঁরা আমাকে কথা দিয়েছেন, যেভাবেই হোক তোমাকে বহিষ্কার করাটা ঠেকাবেন।'

'আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে,' বলল রানা। 'এ অসম্ভব কাজটা কিভাবে ওঁরা করবেন?'

'কিভাবে করবেন সেটা আমার দেখার বিষয় নয়,' জেদের সুরে বলল টেরেসা। 'বহু বছর ধরে ওঁরা আমার সাহায্য পেয়েছেন, নানা সংগঠনের নামে প্রচুর চাঁদা নিয়েছেন। বিনিময়ে এই সামান্য কাজটা করে দিতে পারবেন না, এ আমি মানতে রাজি নই।' হঠাৎ হেসে ফেলল সে।

'হাসছ যে?'

'আমি ধৈর্য ধরতে রাজি নই শুনে আমার এক আঙ্কেল কি বললেন শুনবে?' এখনও হাসছে টেরেসা। 'বললেন, আমি রাজি থাকলে মাদ্রিদে গাড়ি

পৌঁছানোর আগেই রোড ব্লকের আয়োজন করবেন তিনি, সেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র ক্যাডাররা অপেক্ষা করবে। সিক্রেট পুলিসের জীপ ও কার গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে। ওদের সবাইকে নিরস্ত্র করে তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে তারা। বাধা দিলে খুন হয়ে যাবে পুলিস। তোমাকে তোলা হবে একটা সেফহাউসে, সেখানে গোপনে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারব। ইন্টারেস্টিং, তাই না? সত্যি, আইডিয়াটা দারুণ রোমাঞ্চকর লাগছে আমার।'

'তাহলে রাজি হওনি কেন?' হাসি চেপে জানতে চাইল রানা।

রাজি হইনি তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে। রাজি হইনি ঠিক, তবে প্রস্তাবটা বাতিলও করে দিইনি। যদি দেখি সব চেষ্টা বিফলে যাচ্ছে, তখন ওটার কথা ভাবা যাবে। তার আগে দেখতে চাই বুদ্ধির প্যাঁচে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তোমাকে মুক্ত করা যায় কিনা।'

রানার বিস্মিত হবার পালা শুরু হলো মাদ্রিদে পৌঁছানোর পর জেলগেটে। মন্ত্রীরা কেউ আসেননি, তবে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে বেশ কয়েকজন লোক হাজির হয়েছেন টেরেসাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। ভিড়টা ছোটখাট নয়, সেখানে টেরেসার পরিচিত স্বনামধন্য ব্যারিস্টারের সংখ্যা পাঁচ। টেরেসার সঙ্গে অনেকেই কুশল বিনিময় করল, তাদের মধ্যে অন্তত দু'জন সচিব। পুলিস কমিশনার রিকার্ডো জেসকাও উপস্থিত। আলবার্তো সানসেজকে জেলখানায় ঢোকানোর আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা, তার নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করা, তারপর ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসাররা পৌঁছালে ইন্টারোগেট করার আয়োজন তদারক করা ভদ্রলোকের অফিশিয়াল দায়িত্ব। আনঅফিশিয়ালি তিনি অবশ্য কাউন্টেস ডি মন্টানাকে অভয় ও আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরো, টেরেসা, প্লীজ। দেখবে, সমস্যাটা এক সময় পানির মত সমাধান হয়ে গেছে।'

জেলারের অফিসে ভিড় করল সবাই। টেরেসার নিয়োগ করা ব্যারিস্টাররা রানাকে ঘিরে রেখেছেন। প্রথমেই তাঁরা গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখতে চাইলেন। সিক্রেট পুলিসের ইন্সপেক্টর বুশবেল ডেকান কাগজটা দেখাল। ব্যারিস্টারদের মুখপাত্র মাথা নেড়ে বললেন, 'ভুল!'

'কি ভুল?' ইন্সপেক্টর ডেকান ভুরু কোঁচকাল।

'আমাদের মক্কেলের নাম আলবার্তো সানসেজ নয়, এবং উনি কোন আর্মস কোম্পানির এজেন্টও নন,' বললেন ব্যারিস্টারদের মুখপাত্র। 'কাজেই এই গ্রেফতারি পরোয়ানা বৈধ নয়, ভুয়া বললেও অন্যায় হবে না।'

পুলিস কমিশনার রিকার্ডো জেসকার দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর ডেকান। কমিশনার অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব।

'আমরা দাবি করছি, উনি মাসুদ রানা,' ব্যারিস্টারদের মুখপাত্র বললেন। 'এবং সিনর মাসুদ রানা বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা। উনি স্পেনে এসেছেন একজন ট্যুরিস্ট হিসেবে, আনন্দ-ফুর্তি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তাঁর। যদি পারেন, আমাদের এই দাবির

বিরুদ্ধে প্রমাণ দাখিল করুন।' কামরার ভেতর নেমে এল নিস্তব্ধতা। 'আর যদি প্রমাণ করতে না পারেন, আমাদের মক্কেলকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দিন।'

পুলিস কমিশনারের ইঙ্গিতে সরকারী উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করল ইন্সপেক্টর ডেকান। সরকারী উকিল বলল, 'কিন্তু আমরা জানি উনি আলবার্তো সানসেজ নামেই স্পেনে এসেছেন। ওনার পাসপোর্ট অন্তত সেই কথাই বলে।'

রানা কিছু বলতে যাবে, ওকে থামিয়ে দিল টেরেসা, ফিসফিস করে বলল, 'তোমার কিছু না বললেও চলবে, শুধু দেখে যাও কি ঘটে।'

'কিন্তু তোমরা জানলে কিভাবে যে আমি মাসুদ রানা?' বিস্মিত রানাও গলা খাদে নামাল।

'সে কৃতিত্ব আমার নয়,' বলল টেরেসা। 'আমার আঙ্কেল গোষ্ঠির।' টেরেসা হাসছে।

'পরিচয় গোপন করায় আমার ওপর তোমার রাগ হচ্ছে না?'

'পরিচয় বদলে যাওয়ায় তুমি মানুষটাও কি বদলে গেছ?' মাথা নাড়ল টেরেসা। 'আমি কি তোমার পরিচয়কে ভালবেসেছি? নাকি রক্তমাংসের তোমাকে?'

'সত্যি আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব।'

বিনা নোটিশে, ঘর ভর্তি লোকের চোখের সামনে, রানাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো টেরেসা। তারপর ওর কানে কানে বলল, 'আমি যে এখনও তোমাকে ভালবাসি, বিশ্বাস হলো? হ্যাঁ, গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তো একটা থাকতেই হবে। তবে সে ব্যাখ্যা সময়মত শুনব, এখন নয়।'

রানার পক্ষে ব্যারিস্টার বললেন, 'পাসপোর্ট কি বলে তা আমরা জানব কিভাবে? ওনার পাসপোর্ট তো হারিয়ে গেছে।'

সরকারী উকিল বলল, 'পাসপোর্ট হারালেও, মাদ্রিদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন শেডের কম্পিউটারে ওই পাসপোর্টের ডিটেইল্‌স্‌ পাওয়া যাবে।'

জেলার লিয়ন খেবরন সেনাবাহিনীতে কর্নেল ছিলেন। আকার-আকৃতিতে গরিলা, গলায় বাঘের গর্জন। তিনি বললেন, 'পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আমার জেলখানায় আমি কাউকে গ্রহণ করতে পারি না।'

সরকারী উকিল সময় প্রার্থনা করল।

জেলার বললেন, 'যা করার দশ মিনিটের মধ্যে।'

সরকারী উকিল মোবাইল ফোনে কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন-এর এয়ারপোর্ট শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করল। নির্দিষ্ট একটা দিনের ফ্লাইট নম্বর উল্লেখ করে তিনি জানতে চাইলেন, 'ওই ফ্লাইটে একজন আলবার্তো সানসেজ ছিলেন। ভদ্রলোক সম্পর্কে ডিটেইল্‌স্‌ জানতে চাই।'

প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে, কম্পিউটার চেক করে, অপরপ্রান্ত থেকে

জানানো হলো, 'ওই ফ্লাইটে এ নামে কেউ ছিলেন না।'

সরকারী উকিল হতভম্ব। 'তা কি করে হয়! নিশ্চয়ই আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। ঠিক আছে, প্যাসেঞ্জার লিস্টটা পড়ে শোনান তো দেখি।'

পড়ার পর দেখা গেল ওই ফ্লাইটে আলবার্তো সানসেজ নামে সত্যি কেউ ছিল না। তবে মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন।

'এ কি করে সম্ভব?' ফিসফিস করল রানা।

'আমার বাবা সেনাবাহিনীতে মেজর জেনারেল ছিলেন, মৃদু হেসে ওর কানে কানে বলল টেরেসা। 'তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা, অর্থাৎ আমার আঙ্কেলরা, প্রভাবশালীই তো হবেন, তাই না?'

'কিন্তু এ তো দিনকে রাত বানিয়ে ফেলা!' রানার বিস্ময় নির্ভেজাল।

'তুমি নিশ্চয়ই অখুশি নও?' টেরেসার ঠোঁটে চাপা হাসি।

'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না আমার খুশি হওয়া উচিত, নাকি অখুশি। তবে একটা প্রশ্ন। এত তাড়াতাড়ি প্যাসেঞ্জার লিস্ট, কম্পিউটর হার্ডডিস্ক কিভাবে বদল হলো?'

'বোঝাই যাচ্ছে, আমার আঙ্কেলরা খুব কাজের লোক।'

রানার ইচ্ছে হলো টেরেসাকে একটা সৎ পরামর্শ দেয়—এ-সব লোকের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই বোধহয় ভাল। টেরেসার আঙ্কেলরা কাজের লোক ঠিকই, কিন্তু কাজগুলো শুভ নাকি অশুভ সেটা এখনও দেখা বাকি। তবে কিছু বলল না; আগে দেখতে হবে কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। কেন যেন মনে হচ্ছে, মহাশক্তিশালী একটা মহল ওকে নিজেদের চক্রের সঙ্গে জড়াবার চেষ্টা করছে।

কলকাঠি নেড়ে রেকর্ড বদলে ফেলা হয়েছে, বুঝতে পারল সরকারী উকিল। ম্যাজিস্ট্রেটকে ডেকে নতুন একটা গ্রেফতারি পরোয়ানা লিখিয়ে নিল সে, তাতে আলবার্তো সানসেজের বদলে লেখা হলো মাসুদ রানা, গ্রেফতারের কারণ হিসেবে দেখানো হলো, সন্দেহজনক আচরণ। বলাই বাহুল্য, কেস অনেক হালকা হয়ে গেল।

জেলারের হাতে তুলে দেয়ার আগে আরেকবার প্রকাশ্যে রানাকে চুমো খেলো টেরেসা। রানাকে ভিআইপি ট্রীটমেন্ট দেয়া হচ্ছে, জেলার নিজেই ওকে পৌঁছে দিচ্ছেন সেলে। রানা এখনও আসামী নয়, কয়েদী তো নয়ই, স্রেফ হাজতী; কিন্তু হাজতীদের জন্যে আলাদা করা সেকশনটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, কয়েকটা করিডর পার হয়ে ঢুকল জেলখানার সবচেয়ে স্পর্শকাতর সেকশনে—বিপজ্জনক কিছু কয়েদী আর মৃত্যুদণ্ডের রায় পাওয়া আসামীদের রাখা হয়। এখানে কেন? আরও কোন বিস্ময়, বিপজ্জনক বিস্ময় অপেক্ষা করছে কিনা ভেবে চিন্তিত হলো রানা।

করিডরে ম্লান আলো আছে, দু'পাশের সেলগুলো অন্ধকার। অন্ধকার, তবে খালি নয়। ভেতরে নড়াচড়ার আওয়াজ হচ্ছে। বিপজ্জনক কয়েদী বা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা যে-কোন কারণেই হোক জেলারের ওপর খুব খেপে আছে। অন্ধকার সেল থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিচ্ছিরি সব মন্তব্য ছোঁড়া

হলো।

'জেলার শালা, তোকে জন্মের শিক্ষা...'

'ওই যায় ছেলে ধরা!'

'লিয়ন বানচোত? ব্ল্যাকমেইলার? ওহ্, শিওর!'

প্রকাণ্ডদেহী লিয়ন খেবরন হাসছেন, বিশেষণগুলো তাঁকে যেন কাতুকুতু দিচ্ছে। ব্যাপারটাকে রানা হালকাভাবেই নিল, কারণ জানে প্রায় কোন জেলখানাতেই জনপ্রিয় ব্যক্তি নন জেলার।

করিডরের শেষ মাথার একটা সেলে ঢোকানো হলো ওকে। উল্টোদিকের বা আশপাশের বেশ কয়েকটা সেল খালি বলেই মনে হলো। জেলার দু'জন সশস্ত্র প্রহরীকে নিয়ে ফিরে গেলেন, যাবার সময় বলে গেলেন, 'ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে ইন্টারোগেট করতে আসবে ওরা। নিজেকে স্বভাবতই আপনি মাসুদ রানা বলে দাবি করবেন, সিনর।' হাতঘড়ি দেখলেন। 'রাতটা যা একটু কষ্ট করতে হবে, সকালে অবশ্যই আপনি মুক্তি পেয়ে ফিরে যাবেন কাউন্টেসের হাসিয়েন্দায়।'

'ধন্যবাদ।'

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে ওরা এল আধঘণ্টা পর। এল চারজন, জেলারকে নিয়ে পাঁচজন, একজন বাদে বাকি সবাই করিডরে পাহারায় থাকল; জেলারকে সবিনয়ে অনুরোধ করা হলো তিনি যাতে নিজের অফিসে ফিরে যান। সেলের ভেতর যিনি ঢুকলেন তাঁকে চিনতে পেরে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। সন্দেহটা আরও বাড়ল, ওকে নিয়ে যা কিছু ঘটছে তার মধ্যে বিশেষ কোন তাৎপর্য না থেকেই পারে না। তা না হলে স্পেনের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের চীফ স্বয়ং জেলখানার ভেতর ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন না।

রানা সেলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন দেখে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি, সিনর আলফাঁস টেমপো? আপনাকে তো আমি এখানে আশা করিনি।'

'একবারই তো দেখা হয়েছিল, তাই না?' রানার হাতটা ধরে ঝাঁকালেন আলফাঁস টেমপো। 'বছর তিনেক আগে, জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের এক মীটিঙে। আপনার স্মরণশক্তির প্রশংসা করতে হয়, সিনর রানা।'

রানা উত্তর দেবে, ঠোঁটে আঙুল রেখে থামিয়ে দিলেন সিনর টেমপো। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'এখানে নয়, অন্য একটা সেলে কথা বলব আমরা।'

অন্ধকার সেলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে ওরা। আলোকিত করিডরে পায়ের শব্দ হলো। সাদা পোশাক পরা একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে দেখা গেল, পকেট থেকে চাবি বের করে উল্টোদিকের একটা সেলের তালা খুলছে। কাজ সেরে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল পাহারা দিতে।

করিডরে বেরিয়ে এলেন আলফাঁস টেমপো, রানার একটা হাত ধরে আছেন। উল্টোদিকের খালি সেলটায় ঢুকে রানার হাতে পানির দাগ লাগা একটা লেদার এনভেলাপ গুঁজে দিলেন।

'কি ঘটছে বলুন তো?'

'প্রথমে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, সিনর রানা,' বললেন স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'আপনাকে কাউন্টেস টেরেসার বেডরুম থেকে তুলে আনতে হলো, সেজন্যে সত্যি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। নিন, এটাও রাখুন,' রানার হাতে একটা পেন্সিল টর্চ গুঁজে দিলেন। 'চিঠিটা প্রথমে পড়ুন, তারপর বিপদের কথাটা খুলে বলছি।'

'বিপদ, সিনর টেমপো?'

'মহাবিপদ, সিনর রানা। স্পেনকে দুশো বছর পিছিয়ে দেয়া হবে। পুড়িয়ে ছাই করা হবে আফ্রিকা আর ইউরোপকে। সবই বলব, তার আগে চিঠিটা আপনি পড়ুন, প্লীজ।'

এনভেলাপ থেকে কাগজটা বের করল রানা। টর্চের আলোয় দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, কাগজটা পানিতে ভিজে গিয়েছিল, ফলে অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। হারানো বা অস্পষ্ট অনেক শব্দ নতুন করে লেখা হয়েছে, সম্ভবত কোন ল্যাবরেটরিতে বসে। চিঠিটা পড়তে শুরু করল রানা।

> '...নির্ভর করবে এফ এবং এইচ নিশ্চিহ্ন হওয়ার ওপর...কোবরাকে প্রথম কিস্তির টাকা দেয়া হয়েছে...কাজ শেষ হলে বাকি টাকা দেয়া হবে...সহযোগিতা...সন্দেহের কোন কারণ নেই...কোবরা কখনও ব্যর্থ হয়নি...ইয়েমেনে শেখ শাহাদাতকে, নিকারাগুয়ায় কর্নেল পেরেজকে, মালয়েশিয়ায় বিরোধীদলের নেতা আশরাফকে, পাকিস্তানে কওমী মুভমেন্টের নির্ভীক আহ্বায়ককে, উগান্ডার পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে...দীর্ঘ তালিকা, প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য...কোবরার পরিচয়, কাজের আগে বা পরে, কেউ জানতে পারবে না। এফ এবং এইচ নিপাত যাক। এফ একজন বিশ্বাসঘাতক। এইচ একজন প্রতিপক্ষ। দু'জনকে যেহেতু একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে, এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না...'

'এফ আর এইচ, তারা যে-ই হোক,' এনভেলাপটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'তাদেরকে খুন করার জন্যে ভাড়াটে খুনী ঠিক করা হয়েছে।'

'আর কি?'

'কোবরা প্রফেশন্যাল খুনী। কখনও মুখোমুখি হইনি, তবে তার সম্পর্কে শুনেছি আমি,' বলল রানা। 'যতটুকু জানি, সে কারও সাহায্য নেয় না, একাই কাজ সারে। এফ আর এইচ, এদের পরিচয়?'

'ভাবছেন ওগুলো কোডনেম? আসলে তা নয়। দুই নামের প্রথম অক্ষর এফ এবং এইচ। ঠিক এক মাস আগে জিব্রাল্টার প্রণালীতে ছোট একটা প্লেন ক্র্যাশ করে, আরোহীরা সবাই মারা যায়, তাদেরই একজনের পকেট থেকে এই লেদার এনভেলাপটা পাওয়া গেছে। তারপর, মাত্র দু'হপ্তা আগে,

মেডিটারেনিয়ানে টহল দিতে বেরোয় একটা ইসরায়েলি ডেস্ট্রয়ার, আমরা ওটার মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করছিলাম, তখনই এই শর্টওয়েভ কমিউনিকেশন আমরা রেকর্ড করি। কাগজটা আমি সঙ্গে করে আনিনি, তবে মেসেজটা মুখস্থ বলতে পারব—"কোবরা" পৌঁছেছে। মাসের শেষদিকে অপারেশন সফল হবার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। টি.এ.বি., এম.এ.বি., আর.এন.বি., সি.জেড.পি. নিয়ন্ত্রণে আনার প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়েছে। হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ার নির্দেশ দেয়ার জন্যে এসএস তৈরি। এফ এবং এইচকে মরতেই হবে"।'

অকস্মাৎ উত্তেজনা বোধ করল রানা, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মরক্কোর বাদশা হাসান স্পেন সফরে আসছেন। 'ওহ্, গড! ওরা আপনাদের প্রেসিডেন্ট ফ্রেডারিক আর মরক্কোর বাদশা হাসানকে খুন করতে চাইছে!'

'শুধু ইন্টেলিজেন্স-এর আমরা কয়েকজন মাত্র এই প্লট সম্পর্কে জানি। প্রেসিডেন্টকে বলা হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত কোন রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে রাজি নন তিনি।' আলফাঁস টেমপো বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু কারা তারা, প্রেসিডেন্টকে খুন করতে চাইছে?'

'সরকারী দলের ভেতরই অন্তত বারোটা সিক্রেট সোসাইটি রয়েছে, কয়েকটা সোসাইটি রাজতন্ত্র কায়েম করতে চায়, বাকিগুলো গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেশটাকে কোন স্বৈরাচারীর হাতে তুলে দিতে চায়। উদ্দেশ্য আলাদা হলেও, একজোট হয়ে নিজেদের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে তারা। সত্যি কথা বলতে কি, এই জোট অদম্য, এমন কি সেনাবাহিনীও শক্তি-পরীক্ষায় তাদের সঙ্গে পারবে না।'

'বলেন কি!'

'তার ওপর সেনাবাহিনীর একটা অংশ ওদেরকে সাহায্য করছে,' বললেন আলফাঁস টেমপো। 'সমাজের প্রতিটি স্তরে ওদের এজেন্ট আছে, কিন্তু তাদেরকে আমরা চিনি না বা এখনও শনাক্ত করতে পারিনি। দুশো লবিইস্ট-এর একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করার উপায় নেই। সিনর রানা, নিতান্ত অসহায় বোধ না করলে আপনাকে আমরা...'

'বুঝলাম, প্রেসিডেন্টের শত্রু থাকতে পারে। কিন্তু মরক্কোর বাদশা কি দোষ করলেন?'

'সিক্রেট সোসাইটিগুলো একটা ব্যাপারে একমত, তা হলো—জিব্রালটার প্রণালীর ওপারটা দখল করা, অর্থাৎ মরক্কোকে স্পেনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতে চায় তারা। ফ্রান্সে যেমন একদল উগ্রপন্থী আছে, আজও তারা আলজিরিয়াকে ফ্রান্সের উপনিবেশ হিসেবে ফিরে পেতে চায়, তেমনি স্পেনের সিক্রেট সোসাইটিগুলোও চায় মরক্কোকে কলোনি বানাতে। মরক্কোর বিদ্রোহী নেতা শোকর বদরুদ্দিন দেশ থেকে বিতাড়িত হবার পর এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সোসাইটিগুলোতে আরও আছে জার্মান ওঅর

ক্রিমিন্যালদের পরবর্তী প্রজন্ম। তাদের প্রভাব এতই বেশি যে জোটের নাম দেয়া হয়েছে এসএস–এমন ভঙ্গিতে আঁকা বা লেখা হয়, ঠিক যেন এক জোড়া বজ্র।'

হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল রানা। 'মাই গড! ইনিশিয়ালগুলো! টি.এ.বি.–মানে হলো, টোরিয়ন এয়ার বেস, মাদ্রিদের বাইরে। জেড.এ.বি.–জারাগোজা এয়ার বেস। এম.এ.বি.–মোরন এয়ার বেস। আর.এন.বি.–রোটা ন্যাভাল বেস। সি.জেড.পি–ক্যাডিজ টু জারাগোজা পাইপলাইন। সর্বনাশ! এ তো ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র! এ-সব দখল করার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যুদ্ধ বাধানো।'

'এখন বুঝতে পারছেন তো, কেন আপনাকে কাউন্টেসের বেডরুম থেকে তুলে আনা হয়েছে?' তিক্ত হাসি ফুটল আলফাঁস টেমপোর ঠোঁটে।

'না, সিনর টেমপো, ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়,' বলল রানা। 'নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করার কারণটাও আমার বোধগম্য হয়নি।'

'আমাদের কোন লোককে এসএস জোটে ঢোকানো সম্ভব নয়,' বললেন ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'এমন কি আমাদের মধ্যেও ওদের এজেন্ট আছে, কিন্তু চিনি না। আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্যেই প্রেসিডেন্টকে নতুন আইন জারি করাতে রাজি করিয়েছি আমরা।'

'উদ্দেশ্য?'

'এসএস জোটের দৃষ্টি আপনার দিকে আকৃষ্ট করা,' বললেন আলফাঁস টেমপো। 'ওরা এখন জানে আপনি একজন অস্ত্র বিক্রেতা। এরপর স্বভাবতই আপনার কাছ থেকে ওরা অস্ত্র কিনতে চাইবে। আমাদের কাছে খবর আছে, ওদের প্রচুর অস্ত্র দরকার।'

'কিন্তু আমাকে স্পেন থেকে বের করে দেয়া হলে...'

'স্পেন থেকে কারা আপনাকে বের করতে চাইছে? আমরা। কিন্তু আমাদের চেয়ে ওদের ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। একবার যখন আপনার ওপর ওদের নজর পড়েছে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ঠিকই আপনাকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ওরা, অস্ত্র কেনারও প্রস্তাব দেবে। অর্থাৎ ওদের জোটের ভেতর ঢোকার সুযোগ পাবেন আপনি। আমরা চাইছিও তাই।'

'তারমানে...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্টেলিজেন্স চীফ বললেন, 'তারমানে, সিনর রানা, আমরা নিরুপায় হয়ে আপনার সাহায্য চাইছি। প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে খুন করতে পারলে দুই দেশে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তার সুযোগ নিয়ে মরক্কো দখল করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে এসএস জোট। কাজেই যে-কোন মূল্যে কোবরাকে ঠেকাতে হবে। প্লীজ, সিনর রানা...'

'কিন্তু এরইমধ্যে আমার আসল পরিচয় ওরা জেনে ফেলেছে,' বলল

রানা। 'এখন ওরা জানে আমি কোন আর্মস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির এজেন্ট নই...'

'তথ্যটা শুধু আমরা জানতাম। ইন্টেলিজেন্স-এ লিক আছে বলেই ওরাও এখন জানে। তা জানলেও, আপনার কাভারটাকেও ওরা গুরুত্ব দেবে, অন্তত আপনাকে বাজিয়ে দেখার সুযোগটা হাতছাড়া করবে না। সেই সুযোগটাই নেবেন আপনি।'

'কিন্তু আপনারা কি আমাকে পাহাড় ঠেলতে বলছেন না? গোটা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, এমন কি ইন্টেলিজেন্স পর্যন্ত যেখানে থই পাচ্ছে না, সেখানে একা আমি কি করব?'

'আপনার একটা প্লাস পয়েন্ট আছে, আমাদের যেটা নেই,' বললেন আলফাঁস টেমপো। 'সেটা হলো, ওদের সাহায্য নিয়ে আপনি বিপদমুক্ত হবেন। কাজেই ওরা আশা করবে, আপনি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। ওরা আপনাকে সন্দেহ নয়, বরং বিশ্বাস করবে।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'যারা আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে, তাদের সম্পর্কে বলুন। এদের পরিচয় কি? এরা সবাই কি এসএস জোটের সদস্য?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমরা জানি না। আমরা শুধু দুশো লবিইস্ট-এর তালিকা তৈরি করতে পেরেছি, তারা প্রচলিত পদ্ধতিতে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। এদের সবাই যে এসএস জোটের পক্ষে কাজ করছে, এমন না-ও হতে পারে। সন্দেহ করা যায় এমন লোকের তালিকা তৈরি করতে গিয়ে আমাদেরকে হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে, কারণ নামের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল, অথচ বিভিন্ন সূত্র থেকে তখনও হাজার হাজার নাম আসছিল। না, সিনর রানা, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না কে বা কারা এসএস জোটের সদস্য।'

'কাউন্টেস টেরেসা ডি মন্টানা সম্পর্কে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট কি বলে?'

আলফাঁস টেমপো মাথা নাড়লেন। 'আমাদের সন্দেহের তালিকায় তাঁর নাম আসেনি। তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না, সিনর রানা। কে জড়িত আর কে জড়িত নয়, এটা আপনাকেই জেনে নিতে হবে।'

'মরক্কোর বাদশাকে আপনারা সাবধান করেননি?'

'হ্যাঁ, সাবধান করা হয়েছে। কিন্তু তিনিও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন; বলছেন, শত্রুর ভয়ে ঘরের কোণে বসে থাকতে পারবেন না। শত্রু বলতে তিনি শোকর বদরুদ্দিনকে বোঝাতে চেয়েছেন। বদরুদ্দিন বাদশাকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়ে এসএস জোটের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সে মরক্কো সেনাবাহিনীর জেনারেল ছিল, আর্মিতে খানিকটা জনপ্রিয়তাও আছে।'

'শোকর বদরুদ্দিন এখন কোথায়?'

'স্পেনে। জোট তাকে মাদ্রিদেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।'

ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠছে রানা। 'এবার কোবরা সম্পর্কে কি জানেন বলুন।'

'কোবরা কে তা জানি না, তবে আমরা তার রেকর্ড চেক করেছি। দু'বছর আগে ইয়েমেনে শেখ শাহাদাত নামে এক লোককে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়, তার ফলশ্রুতিতে ভেলে ভাসমান এক আমিরাত রাজ্যের রাজা হন তাঁর ভাই। নিকারাগুয়ায় গাড়িবোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় মারা যান কর্নেল পেরেজ, দেড় বছর আগে। ভদ্রলোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, আন্দোলনের হুমকি দিলেই শ্রমিক নেতাদেরকে জেলে এনে ভরতেন। তিনি নিহত হবার পর আর কেউ তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে সাহস পায়নি। গত বছর নিখোঁজ হয়ে যান মালয়েশিয়ার বিরোধীদলের নেতা আশরাফ, চীনা ট্রাইয়্যাডের সঙ্গে ড্রাগস বিক্রির টাকা ভাগাভাগি নিয়ে গোলমাল বাধার পর। পাকিস্তানে কওমী মুভমেন্টের আহ্বায়ক নাসির খানকে পুড়িয়ে মারা হয় তাঁর বাড়িতে। উগান্ডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে শ্যাম্পেনের সঙ্গে বিষ খাওয়ানো হয়েছে চলতি বছরই। কোন কেসেরই মীমাংসা হয়নি, খুন হবার সময় এদের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরা ছিল। কোবরা যে-ই হোক, আন্ডারওয়ার্ল্ডে সেই বর্তমানে সবচেয়ে দক্ষ প্রফেশন্যাল কিলার।'

'এবার সংক্ষেপে এবং স্পষ্ট করে বলুন, আমার কি সাহায্য চান আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'কোবরাকে নিয়ে সমস্যা হলো, তাকে মনিটর করা যাচ্ছে না। আমার বিশ্বাস, তাকে থামাবার একটাই উপায় আছে—সে যেহেতু সাপের মত পিচ্ছিল, গর্ত আর ঘাসের আড়ালে একা লুকিয়ে থাকে, তাকে ধরতে হলে প্রতিদ্বন্দ্বীকেও নিঃসঙ্গ সাপ হতে হবে। তা হবার যোগ্যতা, আমার জানামতে, একমাত্র আপনারই আছে। প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে নিশ্ছিদ্র প্রটেকশন দেয়া হবে, তবে আর্মার-এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও খুদে একটা ফুটো দেখতে পেয়েছে সে, তা না হলে এত তাড়াতাড়ি সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিত না। আপনার কাজ হবে ওই ফুটো খুঁজে বের করা, এবং কোবরাকে ঠেকানো।'

'প্রেসিডেন্ট, বাদশা, পুলিস ও সেনাবাহিনীর কোন রকম সাহায্য ছাড়াই?'

'হ্যাঁ, বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই। প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি নিশ্চয়ই এসএস জোটের লোকজন আছে। আপনি তাদের কাছ থেকে কোবরার হদিশ পাবেন না, তবে জোটকে তারা আপনার গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্ট করবে।'

'আপনি আমাকে খড়ের গাদা থেকে হারানো সুই খুঁজে দিতে বলছেন।'

'হ্যাঁ, কাজটা সত্যি কঠিন, প্রায় অসম্ভবই বলা যায়,' নরম সুরে বললেন আলফাঁস টেমপো। 'কিন্তু আপনার ফাইল আমি খুঁটিয়ে দেখেছি, তাতে বলা হয়েছে অসম্ভবকে সম্ভব করাই আপনার বৈশিষ্ট্য।'

'এই কাজে আমার অফিশিয়াল স্ট্যাটাস কি হবে?'

'অফিশিয়ালি আপনাকে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে,' বললেন ইন্টেলিজেন্স চীফ, পকেট থেকে লেদার মোড়া একটা পরিচয়-পত্র

বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন। 'একজন সিনিয়র মন্ত্রীর পদমর্যাদা। ভাল কথা, দায়িত্ব পালনের সময় যা-ই আপনি করুন, কোন কিছুর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না। কার, হেলিকপ্টার, মোটরবোট, প্লেন–যখন যা দরকার চাইলেই পাবেন। অস্ত্রও। টাকার প্রয়োজন হলে সোজা ব্যাংকে চলে যাবেন।' পকেট থেকে একটা চেক বই বের করে বাড়িয়ে ধরলেন রানার দিকে।

'আপনারা ধরেই নিয়েছেন, আমি রাজি হব?'

'কি ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে মরক্কোর ইন্টেলিজেন্সকে খানিকটা আভাস দিয়েছি আমরা। মরক্কো আর বাংলাদেশ মিত্র রাষ্ট্র, সেই সূত্রে ওদের ইন্টেলিজেন্স চীফ বিসিআইএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ঢাকা থেকে তিনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, সব কথা বুঝিয়ে বলা হলে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হবেন।'

'হুম।' গম্ভীর হলো রানা। 'ঠিক আছে, দেখা যাক এসএস জোট আমাকে নিয়ে কি করে।'

'জেল থেকে বেরুবার পর আপনাকে কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে,' বললেন ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'আপনার বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে প্রশ্ন করাবে ওরা, জানতে চেষ্টা করবে আমার সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছে। সাবধান, সিনর, আপনাকে ওরা সার্চও করবে।'

স্বনামধন্য পাঁচ ব্যারিস্টার বিশেষ কোনও কারণে কয়েক ঘণ্টা দেরি করলেন; কথা ছিল সকাল দশটায় কোর্টে তোলা হবে কেসটা, তার বদলে বেলা দুটোয় রানাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তাঁরা। তাঁদের প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব এতই প্রবল, ভাব দেখে মনে হলো বিচারকই আসন ছেড়ে না দাঁড়িয়ে পড়েন। সরকার পক্ষের উকিল যথারীতি অভিযোগ উত্থাপন করল, তবে ম্লান মুখে স্বীকার করল যে তাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। ব্যারিস্টাররা অভিযোগ অস্বীকার করে জানালেন, তাদের মক্কেলের পরিচয় মাসুদ রানা, আলবার্তো সানসেজ নয়। মাসুদ রানার পাসপোর্টও কোর্টে পেশ করা হলো: বাংলাদেশ সরকার ইস্যু করেছে, মাদ্রিদ এয়ারপোর্টের কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন শেডে নিয়ম মাফিক সীল-ছাপ্পড়ও পড়েছে। বলা হলো, পাসপোর্টটা হারিয়ে গিয়েছিল, আজ সকালে কাউন্টেস ডি মন্টানার হাসিয়েন্দায় ওটা খুঁজে পাওয়া গেছে–ক্লায়েন্টকে দেরি করে কোর্টে হাজির করার সেটাই কারণ। এরপর কি হবে সবারই তা জানা ছিল। বিচারক পুলিসের অযোগ্যতা ও গাফিলতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ গরম একটা বক্তৃতা দিলেন, সবশেষে বিদেশী অতিথিকে হয়রান করা হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন, এবং রায় দিলেন–বেকসুর খালাস।

টেরেসার রোলস-রয়েসে চড়ে কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, জিজ্ঞেস করল, 'মাত্র একরাতের মধ্যে তোমরা আমার নকল পাসপোর্ট বানিয়ে ফেললে? তোমার আঙ্কেলরা সত্যি জাদু জানে।'

'জাদু তুমিও কম জানো না,' বলল টেরেসা, হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

'মানে?'

'ছিলে আলবার্তো সানসেজ, রাতারাতি বদলে গিয়ে হলে মাসুদ রানা। এখন এই মাসুদ রানাকে নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন করছে ওরা। কি কি জানতে চাইছে শুনলে তোমার ভাল লাগবে না। আসলে তুমি কে, রানা?'

'খুলে বলো, টেরেসা। কি প্রশ্ন, কারা করছে?'

'তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব দেয়াটা কঠিন নয়, দ্বিতীয়টার উত্তর আমি নিজেই জানি না।' বোতাম টিপে কাঁচের পার্টিশন তুলল সে, ড্রাইভার এখন আর ওদের কথা শুনতে পাবে না। 'ওরা জানতে চাইছে, কেন তুমি পরিচয় বদলে স্পেনে এসেছ। সানসেজ যদি তোমার কাভার নেম হয়, আর্মস কোম্পানির সঙ্গে তোমার সম্পর্কও মিথ্যে কিনা। তোমাকে ওরা একটা বিপদ থেকে বাঁচাল, বিনিময়ে তুমি ওদের কোন উপকারে লাগবে কিনা।'

'এসব প্রশ্ন কারা করছে, টেরেসা?'

'পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলে তুমিও বুঝতে পারবে, আসলে ওদেরকে আমি চিনি না,' বলল টেরেসা। 'হাসিয়েন্দায় তোমাকে গ্রেফতার করার জন্যে যখন পুলিস এল, টেলিফোনে সবাইকে আমি অস্থির করে তুলি। উপকার আমার পাওনা ছিল, তাই ওঁরা কেউ আমাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, কি যেন বলতে চান ওঁরা আমাকে, শুনে আমি হতাশ হব ভেবে বলতে চাইছেন না। তারপর হঠাৎ পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তোমার ব্যাপারে আমার চেয়ে ওঁরাই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ওঁরাই যা করার করেছেন, তবে প্রকাশ্যে নয়, আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে। তারপর, কাল রাত থেকে, অচেনা শুভানুধ্যায়ীদের ফোন আসতে শুরু করল। তারা নিজেদের পরিচয় দিল না, শুধু বলল আমার আঙ্কেলদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে সবাই। কি চাই? চাই মাসুদ রানা সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য।'

'তুমি কি বললে?'

'তারা এমন কি এ-ও জানে যে কাল রাতে জেলখানায় তোমার সঙ্গে ইন্টেলিজেন্স চীফ আলফাঁস টেমপো দেখা করেছেন,' বলল টেরেসা। 'আজ সকালেও টেলিফোন করা হয়েছে আমাকে। সিনর টেমপোর সঙ্গে কি কি বিষয়ে কথা হয়েছে জানতে চাইছে ওরা। তোমাকে তিনি কিছু দিয়েছেন কিনা, তোমার সঙ্গে কোন বিষয়ে সমঝোতা হয়ে থাকলে তার বিশদ বিবরণ...'

'যাদেরকে তুমি চেনো, তোমার আঙ্কেলদের কথা বলছি, তাঁরা সরাসরি কেউ কিছু জানতে চাননি?'

মাথা নাড়ল টেরেসা। 'আমি কয়েকজনকে ফোন করেছিলাম। সব শুনে ওঁরা বললেন, তোমাকে বিপদমুক্ত করতে অনেক প্রভাবশালী লোকজনের সাহায্য নিতে হয়েছে, সাহায্যের বিনিময়ে এখন তারা যদি দু'একটা তথ্য জানতে চায়, তাতে দোষের কিছু নেই।'

'এখন তুমি তাহলে কি করবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার কাছ থেকে তথ্যগুলো জেনে নিয়ে ওদেরকে বলবে?'

'যখন বুঝতে পারলাম যে তুমি আলবার্তো সানসেজ নও, তখন একটাই চিন্তা আসে আমার মাথায়। তুমি কি চোর-ডাকাত বা খুনী-বদমাশ? তারপর যখন জানতে পারলাম যে তুমি মাসুদ রানা, বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মকর্তা, আমার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। নতুন করে তোমার সম্পর্কে কিছুই আমার জানার নেই। কাউকে কিছু জানাবার গরজও আমার নেই। তবে তুমি কোন সিক্রেট সোসাইটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছ দেখলে আমি ভয় পাব।'

'সে ভয় আছে নাকি? জড়িয়ে পড়ার?'

'আগেই তো বললাম, যারা তোমার সম্পর্কে এত সব প্রশ্ন করছে, তাদেরকে আমি চিনি না,' বলল টেরেসা। 'মাদ্রিদকে বলা হয় সিক্রেট সোসাইটির স্বর্গ। তাদের গোপন অনেক প্ল্যান আর কর্মসূচি থাকে। ওদের কেউ যদি তোমাকে জেলখানা থেকে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে, এখন নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে কোন ফায়দা আদায়ের চেষ্টা করবে।'

'এখন তাহলে আমার কি করা উচিত?'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জানো?' হেসে উঠে বলল টেরেসা। 'যাচ্ছি তোমার নামে বুক করা শেরাটনের একটা স্যুইটে। আমিও ওই হোটেলে উঠেছি। দিন কয়েক পালা করে নিজেদের স্যুইটে বিশ্রাম নেব আমরা। দেখা যাক কিছু ঘটে কিনা। যদি কিছু ঘটে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। তুমি যদি চাও, পাবলো তোমার নিরাপত্তার দিকটা দেখবে–কয়েকজন বডিগার্ড সারাক্ষণ তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখবে।'

'তার কোন দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না,' বলল টেরেসা। 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, ছুটির যে-ক'টা দিন স্পেনে আছ অন্তত সে-ক'টা দিন নিজের পাশে চাই। কিন্তু যদি দেখি স্পেন তোমার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমি নিজেই তোমাকে ফিরে যেতে বলব।' হাতব্যাগ খুলে একটা রিভলবার বের করল, গুঁজে দিল রানার হাতে। 'এটা রাখো, কাজে লাগতে পারে।'

'আমাকে দেখে কি মনে হয় তোমার, ভয় পেয়ে পালাব?' রিভলবারটা চেক করল রানা–লোডেড।

'ওরা যে কী ভয়ঙ্কর, তুমি জানো না, রানা।' টেরেসাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'তার ওপর, কিছুদিন ধরে কানে আসছে, ওরা একটা জোট পাকিয়েছে। কি ঘটতে যাচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানে না। তবে যাই ঘটুক, তোমার নিরাপত্তা আমি নষ্ট হতে দেব না।'

'এই জোট সম্পর্কে তুমি কি জানো, টেরেসা? কারা জড়িত?'

হাতজোড় করে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি করল টেরেসা। 'প্লীজ, রানা, এ-সব

কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। কারা জড়িত মানে? মাদ্রিদের প্রায় প্রতিটি বাসিন্দাই কোন না কোন সিক্রেট সোসাইটির সদস্য। ঠিক জানি না, তবে ধরে নিতে পারো আমার আঙ্কেলরাও ইনভলভড্। প্লীজ, রানা, এ-বিষয়ে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল।'

কালো আকাশের গায়ে ততোধিক কালো একটা দুর্গ দেখা যাচ্ছে, রক্তাক্ত শিকারকে নিয়ে সেদিকে উড়ে যাচ্ছে একটা ডাইনী। নিজ সন্তানদের এক এক করে ফেড়ে ফেলছে প্রকাণ্ড এক দৈত্য, তারপর টুকরোগুলো টপাটপ গিলে ফেলছে। এক পাল ছাগল, শয়তান আর ডাইনী নিস্তব্ধ রাতে জড়ো হয়েছে গভীর জঙ্গলের ভেতর, ক্যাম্পফায়ারের আলোয় ভৌতিক ছায়া তৈরি হচ্ছে। এরকম আরও অনেক পশু ও প্রাণী সরকারী আর্ট মিউজিয়ামের একটা ঘরে ভিড় করেছে, ভয়ালদর্শন প্রতিটি চিত্রকর্ম মাস্টার পেইন্টার গয়া-র সৃষ্টি। গয়া মারা গেছেন লেড পয়জনিঙে। লেড পেইন্টের বিশাল সব ভ্যাট নিয়ে রাতদিন ছবি আঁকার কুফল। এই বিষক্রিয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো চরম বিষণ্ণতার সঙ্গে রোমহর্ষক দুঃস্বপ্ন। আজ, সোয়াশো বছর পরও, গয়ার দুঃস্বপ্নের ভাগ নিতে পারে ভিজিটররা। আলফাঁস টেমপোর সঙ্গে এখানেই পরের বার দেখা হওয়ার কথা রানার।

নিজের শেরাটন স্যুইটে উঠে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে রানা, রুম-সার্ভিসকে দিয়ে লাঞ্চ আনিয়ে টেরেসাকে সঙ্গে নিয়ে খেয়েছে, তারপর লম্বা একটা ঘুম দিয়ে দু'জন একসঙ্গে বেরিয়েছে শহরটা ঘুরেফিরে দেখার জন্যে। বাথরুমে ঢোকার আগে আলফাঁস টেমপোর দেয়া পরিচয়-পত্র আর চেক বই একটা এনভেলাপে ভরে জ্যাকেটের পকেটে রেখেছিল। ওগুলো ওকে রাখতে দেখেছে টেরেসা, তবে কোন প্রশ্ন করেনি। রানাও কিছু বলেনি। তারপর ও বেরিয়ে আসার পর টেরেসা যখন বাথরুমে ঢুকল, জ্যাকেটের পকেট থেকে এনভেলাপটা বের করে পরীক্ষা করল দ্রুত। কাগজের ভাঁজে আধ ইঞ্চি লম্বা কয়েকটা চুল ছিল, সব আগের মতই আছে।

আর্ট মিউজিয়াম দেখতে আসার আগ্রহটা রানারই ছিল। জায়গাটা চিনে রাখা আর কি। তবে ঘুরেফিরে সবটুকু দেখা হলো না, টেরেসা বলল বীভৎস ছবিগুলো তাকে অসুস্থ করে তুলছে। সে-ই প্রস্তাব দিল, 'চলো, প্লাজা মেয়র-এ যাই।'

প্লাজা মেয়র ইউরোপের সবচেয়ে সুদর্শন চৌরাস্তা। আর ওখানে আজকের সবচেয়ে সুন্দরী নারী টেরেসা ডি মন্টানা। ধবধবে সাদা ড্রেস পরেছে সে, যেন আকাশ থেকে পরী নেমে এসেছে। আকাশের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কফি খেলো ওরা। কফির সঙ্গে ব্র্যান্ডি মেশাতে বলল টেরেসা। রানা বলল, 'আমারটায় নয়। সানসেজ মদ খেত, আমি খাই না।'

'তাহলে তো দেখছি মাসুদ রানাকে নতুন করে চিনতে হবে আমার।' হেসে উঠল টেরেসা। 'নাম বদলের সঙ্গে সঙ্গে আর কি বদল হলো? তোমার শোয়া, চুমো খাওয়া, আদর কাড়ার ফন্দি, হালকা নাক ডাকার অভ্যাস, সবই

কি পাল্টে গেছে?'

'এক কথায় উত্তর দিই, কেমন? তোমার যদি দেখার চোখ থাকে, কোন মিলই খুঁজে পাবে না।'

'যাহ্, বাজে কথা! দু'জনের চেহারা তো একটুও বদলায়নি, হুবহু একই রকম লাগছে।'

'রানা এই মুহূর্তে সানসেজের চেহারা নিয়ে আছে, তাই কোন অমিল দেখতে পাচ্ছ না।'

দু'জন একসঙ্গে হেসে উঠল।

সাততলা রেস্তোরাঁ থেকে নেমে এসে হাত ধরাধরি করে আলোকিত রাস্তায় অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল ওরা। মাঝে মধ্যে রানার কাঁধে মাথা রাখছে টেরেসা। রানা তার মধ্যে কোন রকম টেনশন লক্ষ করছে না। টুকটাক আলাপ হচ্ছে, একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন করে। রাস্তা পেরুবার সময় বা কোন লাইটপোস্টের তলায় মাঝে মধ্যে যখন থামছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে। 'এসো,' এক সময় প্রস্তাব দিল টেরেসা, 'ভিড় নেই এরকম একটা কাফে খুঁজে বের করি। ওখানেই আমরা খাব।'

চৌরাস্তা থেকে সরু গলিতে ঢুকল ওরা। উনিশ শতকে মাদ্রিদের এই অংশটাকে 'দা কেইভস' বলা হত, সে-সময় এলাকাটা ছিল ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য, দেখামাত্র গুলি করত পুলিসকে। সময় বদলেছে, তবে এলাকার বৈশিষ্ট্য খুব একটা বদলায়নি। এখনও কিছু কিছু কাফেতে যে ফ্লেমেঙ্কো সঙ্গীতের চর্চা করা হয় তা শুধু মাদ্রিদে বা স্পেনে নয়, গোটা দুনিয়ায় নাম করেছে।

এক কাফে থেকে আরেক কাফেতে উঁকি মারল ওরা, এক ঘণ্টা পর অবশেষে মনের মত একটা রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল; তামার একটা বিশাল ভ্যাট থেকে স্যাংগ্রিয়া পরিবেশন করা হচ্ছে—জিনিসটা রেড ওয়াইন, চিনি আর লেবুর রস মেশানো—খদ্দেররা সবাই শ্রমিক, ব্যথায় কাতর গায়কের গলা থেকে এমন সব আক্ষেপ ও বিলাপধ্বনি বেরুচ্ছে যে মনে হলো প্রকৃতি এখুনি না ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। জানালার বাইরে সত্যি সত্যি বিদ্যুৎ চমকাল বার কয়েক। গায়ক ও গিটারিস্ট স্প্যানিশ জিপসি, গাঢ় লেদার রঙের মুখ, কালো বোতামের মত চোখ। ওরা গাইছে, ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টেবিলে মাটির কাপ ঠুকছে খদ্দেররা। দেখাদেখি রানাও।

'মাসুদ রানার আত্মা আছে,' মন্তব্য করল টেরেসা, 'সে আত্মা ফুর্তিবাজও বটে।'

'কি রকম ফুর্তিবাজ জানতে চাইলে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

'খাবে না?' জিজ্ঞেস করল টেরেসা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' টেবিলের ওপর যতটুকু দেখা যায়, টেরেসার শরীরে চোখ বোলাল রানা। 'সবটুকু।'

টেরেসার চোখের পাতা কেঁপে উঠল; সামান্য একটু লালচেও হলো

মুখ। 'না, মানে, আমি ডিনারের কথা বলছি।'

'ও, হ্যাঁ, তা-ও খাব।'

টেরেসাই অর্ডার দিল। প্রথমে এল মুরগির আস্ত একজোড়া রোস্ট, সঙ্গে দু'গ্লাস স্যাংগ্রিয়া। রানা কিছু বলার আগে টেরেসা বলল, 'জিপসিরা এমনিতেই স্পর্শকাতর। অর্ডার দিইনি, তবু স্যাংগ্রিয়া দিয়ে গেল—এখন যদি আমরা না খাই, ওরা অসম্মান বোধ করবে।' একটু থেমে পরামর্শ দেয়ার সুরে আবার বলল, 'ফুর্তিবাজ আত্মাটাকে যদি খুশি করতে চাও, আইডেনটিটি বদলে কিছুক্ষণের জন্যে আবার সানসেজ হয়ে যাও—আমি কিছু মনে করব না।'

খাওয়াদাওয়া সেরে, গান-টান শুনে ওরা যখন বার থেকে বেরুল রাত তখন গভীর। সময়টা যেভাবেই কাটাক, রানার মনে সারাক্ষণ হাজির ছিল কোবরা। স্যাংগ্রিয়া খাওয়ায় সামান্য একটু টলমল করছে পা, তবে টলছে ওরা দু'জনেই, আর আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য ও মজাই তো এখানে। কাফে থেকে বেরিয়ে অন্ধকার গলি ধরে হাঁটছে ওরা। প্রথম বাঁক ঘুরতেই একজোড়া ছুরির ফলা ঝিক করে উঠতে দেখল রানা।

একটা দোরগোড়া থেকে দু'জন জিপসি বেরিয়ে এসে ওদের পথ আটকাল। ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে আছে, গলায় বহুরঙা রুমাল বাঁধা। বাঁকা ঠোঁটে তাচ্ছিল্যভরা হাসি, চোখের দৃষ্টিতে অকারণ ঘৃণা। স্প্যানিশ জিপসিরা ছুরি চালাতে খুব ওস্তাদ। কোন কারণ ছাড়াই, স্রেফ মজা করার জন্যে, নিঃসঙ্গ লোককে ধরে হাত-পা ভাঙে, কিংবা মাথা ফাটিয়ে দেয়। 'ট্যুরিস্ট হয়ে এত রাতে বাইরে বেরিয়েছ কোন সাহসে, অ্যাঁ? ঠিক আছে, আমরা তোমাদেরকে প্রটেকশন দেব,' বলল একজন, সে-ই রানার কাছাকাছি রয়েছে। হাতের ছুরি বাতাসে বৃত্ত তৈরি করছে। হাসছে বলেই মুখের ভেতর সোনায় বাঁধানো কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে আছে। তার সঙ্গীর মুখে সোনার দাঁত নেই, তবে কানের ইয়ারিং জোড়া সোনার।

রানা ভাবল, আলফাঁস টেম্পোর ধারণাই কি তাহলে সত্যি হতে যাচ্ছে? এসএস জোট ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছে ওকে সার্চ করার জন্যে? শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখার আগ্রহ জাগছে, তাই রিভলভারটা বের করল না। জিজ্ঞেস করল, 'প্রটেকশন কিসের বিনিময়ে, শুনি?' তাছাড়া, রানা ভাবল, গুলির শব্দ হলে পুলিসও ছুটে আসতে পারে।

'এলাকাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক,' দ্বিতীয় জিপসি বলল। 'রাত একটু বেশি হলে এমন কি পুলিসও এখানে নিরাপদ বোধ করে না, তাই কেটে পড়ে। তোমার উচিত আমাদেরকে ভাড়া করা। সঙ্গে যা আছে সব দিয়ে দাও, বহাল তবিয়তে ফিরে যেতে পারবে।'

'তোমরা তাহলে ট্রাভেলার্স চেক নেবে না?'

খালি হাত দিয়ে নিজেদের উরুতে চাপড় মারল তারা, গলা ছেড়ে হেসে উঠল। 'যা আছে সব নেব, সিনর।'

এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে তারা, ফলে পিছাতে পিছাতে

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল ওদের। আশপাশের ক্যাফেগুলো থেকে কেউ বেরুচ্ছে না। জিপসিদের পিছনে, গলির শেষ মাথায়, ঝকঝকে একটা ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে যে-ই থাকুক, ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে আসছে না। টেরেসার হীরে বসানো ইয়ারিং লক্ষ করে ছোঁ দিল একজন জিপসি, এক টানে টেরেসাকে সরিয়ে নিল রানা।

'না, বোকামি কোরো না,' সাবধান করল জিপসিটা, রানার চিবুকের নিচে ছুরি ধরল। 'একদম গাছ হয়ে থাকো, তা না হলে ঘাড়ের ওপর নতুন একটা মাথা বসিয়ে দেব।'

'রানা, যা বলছে শোনো,' ফিসফিস করল টেরেসা। 'এরা খুনী।'

খুনী যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়ায় যেখানে যত জিপসি আছে, বলা হয় তাদের মধ্যে স্প্যানিশ জিপসিরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু এরা কি খুন করতে এসেছে? 'ঠিক আছে, আমার সব টাকা নিয়ে কেটে পড়ো,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বলল রানা।

আর ঠিক তখনই প্রথম জিপসি টেরেসার বুকে হাত রেখে চাপ দিল। আর কি সহ্য করা যায়! দ্বিতীয় জিপসি পাহারা দিচ্ছে রানাকে, তবে তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি টেরেসার বুকের ওপর। ছুরি ধরা হাতের কব্জি ওপর দিকে ঠেলে দিল রানা, অপর হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল গলার নিচে বুকে। শুকনো লাঠির মত মট করে ভেঙে গেল ব্রেস্টবোন, ছিটকে নর্দমার মধ্যে পড়ল সে।

মুখে চব্বিশ ক্যারাট হাসি, প্রথম জিপসি অকস্মাৎ উপলব্ধি করল তার সঙ্গী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কোণঠাসা বিড়ালের মত ক্ষিপ্রবেগে রানাকে লক্ষ করে লাফ দিল সে, ছুরির ফলা তাক করেছে ওর চোখে। ফলার নিচে মাথা নোয়াল রানা, খপ্ করে চেপে ধরল কব্জি, ধেয়ে আসার ঝোঁক কাজে লাগিয়ে তুলে নিল রাস্তা থেকে, ঠেলে দেয়ায় সরাসরি পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খেলো মাথাটা। দেয়ালটা পাথর, কিন্তু মাথাটাও নিশ্চয়ই ইস্পাত, তা না হলে বাড়ি খেয়ে ফুটবলের মত ফিরে আসত না, হ্যাঁচকা ঝাঁকি দিয়ে কব্জিটাও ছাড়িয়ে নিতে পারত না। আরেকবার ঝিক করে উঠল ছুরির ফলা, জ্যাকেট চিরে দু'ফাঁক করে দিল, ভেতরের পকেটে রিভলভার থাকায় মাংসের নাগাল পেল না।

সরু গলিতে পরস্পরকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ওরা। লোকটা সুযোগের সন্ধানে রয়েছে, ছুরির ডগা শূন্যে তৈরি করছে বাংলার চার, অর্থাৎ ইংরেজির আট।

'এখন আমি তোমার লাশ হাতড়ে টাকা নেব, ট্যুরিস্ট,' হিসহিস করল সে। 'তারপর তোমার সঙ্গিনীকে ধরব।'

লোকটা আরও কিছু বলত, মুখটা বন্ধ করে দিল অকস্মাৎ ছোঁড়া লাথি। লাথির পরপরই দু'হাত এক করে হাতুড়ি বানাল রানা, সেই হাতুড়ি দিয়ে আঘাত হানল ওর কিডনিতে। প্রতিপক্ষ সিধে হয়ে ছুরির খেলা দেখাবার

আগেই পিছিয়ে আসতে পারল।

জিপসি বদমাশ ফিকফিক করে হাসছে। 'আরে, খেলা তো দেখা যাচ্ছে জমবে! ট্যুরিস্ট হয়ে এত ওস্তাদি জানো? ব্যাপারটা এখন আর শুধু টাকা-পয়সার নয়, দোস্ত—মান-মর্যাদার। সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে তোমাকে আমার খুন করতে হবে।'

এ হলো পুরানো স্প্যানিশ ব্যাধি বা গর্ব। রানার উরুসন্ধি লক্ষ্য করে ছুরি চালাবার ভান করল সে, তারপর যে-ই রানা লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল, অমনি পিছু নিল ফলাটা, আধ ইঞ্চির জন্যে হাঁটুতে লাগল না। 'ওস্তাদি তুমিও কম জানো না,' স্বীকার করল রানা।

ইস্পাতের ছয় ইঞ্চি ধারাল ফলা শূন্যে বারবার ডিগবাজি খাচ্ছে, ছুরিটা যতবার হাতবদল করছে লোকটা। ধীরে ধীরে পিছাতে বাধ্য হচ্ছে রানা। এটা আসলে টোপ। প্রতিপক্ষ আশা করছে ছুরিটাকে লক্ষ্য করে লাথি মারবে ও। যে-ই শূন্যে উঠবে পা, অমনি ফলাটা ওর যৌনজীবনের ইতি টেনে দেবে।

লাথি মারার প্রস্তুতি নিল রানা, তাকিয়ে আছে যেখানে মারবে, মারার জন্যে পা-ও খানিকটা তুলল, কিন্তু মারল না। উরুসন্ধিতে লক্ষ্যস্থির করে ছুরি চালাল জিপসি। এক পায়ে ভর দিয়ে শরীরটাকে মোচড় খাওয়াল রানা, ফলে ফলাটা লাগল না। ওর ঘুসি লোকটার চোয়ালের হাড় গুঁড়িয়ে না দিলেও, নির্ঘাত ফাটিয়ে দিয়েছে। হোঁচট খেলো জিপসি, তবে হাতের ছুরি হাতেই আছে, ঘুরে গিয়ে ছুটল টেরেসাকে লক্ষ্য করে।

পিছন থেকে তার শার্টের কলার খামচে ধরল রানা, অপরহাতে ধরল বেল্ট, হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলল মাথার ওপর। তারপর কাছাকাছি দাঁড়ানো একটা গাড়ির দিকে ছুঁড়ল। লোকটার হাতের ছুরি ছেড়ে দেয়া কবুতরের মত উড়ে গেল আরেকদিকে। গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ছে সে। লাথি মেরে আবার তাকে শূন্যে ওঠাল রানা, ধরল দু'হাতে, এবার আরও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যস্থির করায় সরাসরি ঢুকিয়ে দিতে পারল গাড়ির জানালার ভেতর। গাড়ির ভেতর অবশ হয়ে পড়ে থাকল সে, ভাঙা কাঁচের ভেতর থেকে পা দুটো বাইরে বেরিয়ে আছে।

অপর জিপসি নর্দমা থেকে ধীরে ধীরে উঠল, হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাচ্ছে।

'ওটাকে আরও দু'চার ঘা লাগাও,' রানার কানে ফিসফিস করল টেরেসা। 'উচিত শিক্ষা হোক।'

রানা নড়ল না, কারণ এতক্ষণে দেখা যাচ্ছে ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে ঝকঝকে ক্যাডিলাক। উত্তেজনায় টগবগ করছে, গাড়ির ড্রাইভার লাফ দিয়ে নিচে নামল, চোখ-মুখে রাজ্যের উদ্বেগ। শরীরটা বিশাল, চর্বির ভাগটাই বেশি, চোখ দুটো নিষ্প্রভ, মুখে লাল ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। বিশাল ভুঁড়ি ঢাকা তার ড্রেস নিশ্চয়ই মাদ্রিদের সেরা দর্জিকে দিয়ে বানানো। মোটা মোটা আঙুলে পরা আঙটিগুলোয় হীরে আর ল্যাপিস ল্যাজুলাই ঝিলিক মারছে। দামী সেন্টের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। লোকটা টেরেসার ঘনিষ্ঠ

বন্ধুদের অন্যতম জেনে যারপরনাই বিস্মিত হলো রানা।

'পৌঁছে দেখি জিপসি দুটোকে আপনি বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন,' বলল লোকটা। 'আরও একটু আগে পৌঁছাতে পারলে খুশি হতাম।'

'আমিও,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

লাল দাড়ির নাম ইমপল এস্তাদা। টেরেসা জানাল, এস্তাদা একজন নামকরা ও প্রভাবশালী শিল্পপতি। নামকরা ও প্রভাবশালী বলায় লোকটা খিকখিক করে হাসতে লাগল। 'আর ইনি, সুপারম্যান ভদ্রলোক?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমার তো ধারণাই ছিল না যে ছুরি হাতে থাকলে কোন জিপসিকে ঠেকানো যায়। তা-ও আবার একজনকে নয়, দু'জনকে। ওহ্, গড! আপনার দেখছি রক্ত পড়ছে! আমি কি বোকা, এ-সময়ে এত সব প্রশ্ন করছি। প্লীজ, অ্যালাউ মি।' ওরা যেন একই মায়ের পেটের ভাই, হাত ধরে ক্যাডিতে উঠতে রানাকে সাহায্য করল সে। মাদ্রিদের প্রতিটি অলিগলি মুখস্থ এস্তাদার, এক মিনিটের মধ্যে 'দা কেইভস' থেকে বেরিয়ে এল ওরা, থামল একটা এক্সট্রা-পশ রেস্তোরাঁর সামনে। স্পেনের অনেক মজার একটা হলো, রেস্তোরাঁগুলো প্রায় সকাল পর্যন্ত খোলা থাকে। ভেতরে ঢোকার পর ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিজের প্রাইভেট টেবিলে নিয়ে এল এস্তাদা, হেড ওয়েটার ছুটে এসে ব্র্যান্ডির অর্ডার নিয়ে গেল। একটা ক্রিস্টাল গবলিট থেকে ঝরে পরা পানি দিয়ে রানার ছোট্ট ক্ষতটা পরিষ্কার করে দিল টেরেসা।

'এখন কেমন বোধ করছেন, সিনর?' জানতে চাইল এস্তাদা।

'নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডি মরা মানুষ ছাড়া আর সবাইকেই তাজা করতে পারে।'

'খাঁটি কথা,' বলে রানার গ্লাসটা আরেকবার ভরে দিল এস্তাদা। 'এবার, সুপারম্যান, নিজের পরিচয় ফাঁস করুন।'

'ও মাসুদ রানা, বাংলাদেশ থেকে আসছে,' বলল টেরেসা। 'ট্যুরিস্ট…'

'থাক, থামো…,' নিজের কপালে টোকা দিল এস্তাদা। 'ইনিই কি তিনি, পুলিস যাকে তোমার হাসিয়েন্দা থেকে গ্রেফতার করে এনেছিল…কি যেন নামটা…আলবার্তো সানসেজ? একটা সুইস আর্মস কোম্পানির এজেন্ট?'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'সান্ধ্য সংস্করণে প্রতিটি দৈনিকে খবরটা ছাপা হয়েছে,' বলল এস্তাদা, রানার দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'পুলিস ভুল করে গ্রেফতার করেছিল ওকে,' বলল টেরেসা। 'আসলে…'

হাত ঝাপটা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল এস্তাদা। 'ব্যাপারটার সঙ্গে তোমার নাম জড়িত, কাজেই পুলিস কমিশনার রিকার্ডো জেসকা সহ কয়েকজনকে ফোন করি আমি। ওদের কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে এরকম মনে করার কারণ আছে যে উনি আসলেই মাসুদ রানা, তবে আলবার্তো সানসেজ নামটা সত্যি উনি ধার করেছিলেন, অর্থাৎ এই নামেই স্পেনে বেড়াতে এসেছেন উনি। ঠিক কিনা?'

অপ্রস্তুত দেখাল টেরেসাকে। কি বলবে ভেবে না পেয়ে রানার দিকে

তাকাল।
'আপনি যদি এরকম ধরে নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে দোষ দেয়া যায় না,' বলল রানা।
'আমাদের টেরেসার যে কানেকশন, আপনাকে ঝামেলামুক্ত করতে তার যে প্রায় কোন সময়ই লাগেনি, এতে আমি এতটুকু অবাক হচ্ছি না। তবে কৌতূহল হচ্ছে।' এস্তাদা বিরতি না নিয়ে বলে চলেছে। 'নামটা বদলেছে, ভাল কথা। কিন্তু নামের সঙ্গে কাভার হিসেবে যে পেশার কথা বলা হয়েছিল, সেটাও কি বদলেছে? আমি জানতে চাইছি, আপনি কি একটা সুইস আর্মস কোম্পানির এজেন্ট নন?'
ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, ওই রকম একটা কোম্পানি আনঅফিশিয়ালি আমাকে তাদের পক্ষে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে।'
'কিছু যদি মনে না করেন, জানতে পারি, কোন্ কোম্পানি?'
'সুইস ইউনিভার্সাল। ওদের হেডকোয়ার্টার জুরিখে, ওখানেই ওদের বেশিরভাগ ক্লায়েন্টের টাকা থাকে।'
'এত কথা জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে আমাদের কিছু অপারেশনে অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয়,' বলল এস্তাদা। 'কিন্তু সুইস ইউনিভার্সাল...এই নামটা তো আগে কখনও শুনিনি।'
'কোম্পানিটা নতুনই বলতে হবে।'
'স্মল আর্মস?' ভুরু কুঁচকে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে রানাকে লক্ষ করছে এস্তাদা।
'স্মল আর্মস,' বলল রানা। 'আরও আছে পারসনেল ক্যারিয়ার, ফিল্ড পীস, ট্যাঙ্ক, প্রপেলার প্লেন, জেট। অনুরোধ করা হলে ওরা উপদেষ্টাও ধার দেয়।'
'অদ্ভুত,' মন্তব্য করল এস্তাদা। প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করল সে, রানাও আর টেনে লম্বা করল না। এস্তাদা এরপর অমায়িক ভঙ্গিতে মাদ্রিদ কেমন লাগছে জানতে চাইল। দু'একটা প্রশ্ন রানাও করল। নিজের সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা দিয়ে বলল, সে আসলে 'উন্নয়ন'-এর সঙ্গে জড়িত। রানা বিল দিতে চাইলে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল, হেডওয়েটারকে ডেকে বিলে সই করে টেবিল ছাড়ল।
এস্তাদা রানাকে শেরাটনে পৌঁছে দিতে চাইল, কিন্তু স্প্যানিশ ডিকোরাম জানা থাকায় প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল ও, হোটেলে ফিরল একটা ট্যাক্সি নিয়ে।
ওদের সঙ্গে যতক্ষণ ছিল এস্তাদা, টেরেসা কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। ট্যাক্সিতে ওঠার পর খুব কম কথা বলছে সে, অন্যমনস্ক। ইচ্ছে করেই তাকে কিছু জিজ্ঞেস করছে না রানা। হোটেলে রানার স্যুইটেই ফিরল ওরা। রানাকে বিছানায় তুলে দিয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এল টেরেসা, কাপড়চোপড় খুলে চেয়ারের পিঠে ভাঁজ করে রাখল। 'আমার কেন যেন মনে হলো, আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে বেশ খানিকটা ঈর্ষা বোধ করছিল

ইমপল,' বলল সে। 'ব্যবসা-বাণিজ্যে ভালই খোলে তার মাথা, কিন্তু আপত্তিকর হলো আকার-আকৃতি—আমার রীতিমত অভব্য লাগে।'

'তুমি যদি বিছানায় ওঠো, আপাতত ইমপল এস্তাদার কথা ভুলে যেতে হবে।'

বিছানায় যখন ব্যস্ত সময় কাটছে, এস্তাদার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা নিজেও। কিন্তু পুরোপুরি সফল হওয়া গেল না। খানিক পর প্রসঙ্গটা অবশ্য টেরেসাই আবার তুলল। 'একটা জিনিস তুমি বোধহয় লক্ষ করোনি, রানা,' বলল সে। 'এর আগে এস্তাদাকে আমি কখনও সই করতে দেখিনি, আজই প্রথম।'

'তো?'

'তোমাকে একটা জোটের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল টেরেসা। 'সিক্রেট সোসাইটিগুলো একটা জোট বেঁধেছে। ওই জোটের নাম এসএস। এস্তাদা বিলে নিজের নামই সই করল, কিন্তু সই-এর আগে আরও দুটো অক্ষর লিখল—এসএস।'

রানা আর বলল না যে সে-ও ব্যাপারটা লক্ষ করেছে।

চার

খুব ভোরে মন্টানার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে টেরেসা, জরুরী কাজে নিজের হাসিয়েন্দায় ফিরতে হবে তাকে: অনেক বেলা করে বিছানা ছাড়ার পর শেরাটনের ডাইনিং রূমে একাই ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছে রানা। ও যেমন ইমপল এস্তাদাকে ভুলতে পারেনি, দেখা গেল সে-ও ওকে মনে রেখেছে। ওয়েটার একটা টেলিফোন সেট দিয়ে গেল ওর টেবিলে।

'আজ সকালে কেমন বোধ করছেন, সিনর?' অমায়িক এস্তাদার গলায় যথেষ্ট আন্তরিকতা।

'পায়ে শুধু বেয়াড়া টাইপের একটু ক্র্যাম্প, ধন্যবাদ।'

'ও একটু হাঁটাহাঁটি করলেই সেরে যাবে। কি জানেন, আমাদের বান্ধবী টেরেসাকে আপনি যেভাবে রক্ষা করলেন, সত্যি আমি একাধারে কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ। কাকতালীয় আরও একটা ব্যাপার হলো, ভাল কিছু স্মল আর্মস খুঁজছি আমি। আকাশ পথে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে যাবেন নাকি?'

'কোথায় বলুন তো?'

'এই তো কাছেই, স্প্যানিশ সাহারায়। মাত্র দিন কয়েকের ব্যাপার। আপনার যদি বেচার ইচ্ছা থাকে...'

কাভারটা যেহেতু রানা অস্বীকার করেনি, অস্ত্র বেচার ইচ্ছা না থাকাটাই বরং অদ্ভুত শোনাবে। মনে মনে হিসাব কষে দেখল ও, বাদশার সফর শুরু হতে এখনও এক হপ্তা দেরি আছে, কাজেই ধরে নেয়া চলে এই এক হপ্তা

প্রেসিডেন্টও নিরাপদ থাকবেন। আর সত্যি সত্যি এস্তাদাকে অস্ত্র বিক্রি করার ব্যাপারেও ওর কোন দুশ্চিন্তা নেই। জুরিখে আসলেও সুইস ইউনিভার্সাল নামে একটা ফার্ম আছে, এবং এস্তাদাও ইতিমধ্যে তা জেনে নিয়েছে। 'অস্ত্র বেচা আমার সাইড বিজনেস, কাজেই আমি আগ্রহ বোধ করছি। আপনার কি ধরনের কি দরকার? বললে আমি কিছু নমুনা নিয়ে যাব। তবে, আশা করি, নতুন আইনটার কথা মনে রেখেই আপনি অস্ত্র কেনার কথা ভাবছেন।'

'আমার দরকার অটোমেটিক রাইফেল। আজ বিকেল তিনটের সময় গাড়ি পাঠিয়ে দেব, ড্রাইভার আপনাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসবে। তারপর আমরা একসঙ্গে প্লেনে উঠব। আইন নতুনই বলুন আর পুরানো, তৈরিই হয় ভাঙার জন্যেই।' হেসে উঠল ইমপল এস্তাদা। 'ভয় নেই, সিনর, আমার ইচ্ছা নয় আপনি নতুন কোন ঝামেলায় পড়ুন। আপনার কাছ থেকে আমি যদি অস্ত্র কিনি, সেগুলো সম্ভবত স্পেনে ডেলিভারি নেব না। তো সেই কথাই রইল, কেমন?'

'ঠিক আছে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে ইমপল এস্তাদা। ও যদি এখন কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে, এস্তাদা সেটা ঠিকই জানতে পারবে। তা জানুক, রানার জন্যে সেটা কোন সমস্যা নয়। সে আশা করছে, সুইস ইউনিভার্সাল-এর সেলস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ও, ও করবেও তাই।

রানার সমস্যা অন্যখানে। ওকে জানতে হবে, নারীঘটিত ব্যাপারে এস্তাদা স্রেফ ওর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, নাকি সেই সঙ্গে কোবরাকে খুঁজে বের করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্রও বটে। হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক যে জিপসিরা যখন ওর অঙ্গহানি ঘটাবার চেষ্টা করছিল সে তখন নীরব দর্শক সেজে মজা দেখছিল। কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। ঝামেলায় জড়াতে চায় না এমন যে-কোন লোক এই আচরণ করবে। আর হোটেলের বিলে সই করার সময় এসএস লেখার কোন তাৎপর্য না-ও থাকতে পারে, ব্যাপারটা হয়তো স্রেফ কাকতালীয়। সেক্ষেত্রে স্পেন ত্যাগ করে তার সঙ্গে সাহারায় যাওয়াটা নেহাতই বোকামি হয়ে যাবে।

জুরিখে ফোন করল রানা। রানা এজেন্সির যে ইনফরমার সুইস ইউনিভার্সালে চাকরি করে তার কথা শুনে মনে হলো রানাকে সে ওই কোম্পানির এজেন্ট হিসেবেই চেনে, নিজে সামান্য একজন করণিক ছাড়া অন্য কিছু নয়। স্মল আর্মস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

আধঘণ্টা পর হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ও। দুটো বাঁক ঘোরার পরই পিছনের ফেউটাকে শনাক্ত করতে পেরে স্বস্তি অনুভব করল। তবে সামনে আরেকজন থাকতে বাধ্য, সেটাকে যতক্ষণ না চিনতে পারল ততক্ষণ রানা এজেন্সির মাদ্রিদ শাখা থেকে দশ মাইল দূরে থাকল ও। রাস্তায় ভেসপা স্কুটারের ছড়াছড়ি, স্পেনে তৈরি খুদে ফিয়াটও চারদিকে ছুটোছুটি করছে।

রাস্তার ধারে ফুটপাথেই আর্ট গ্যালারি আর পারফিউম শপ সাজানো হয়েছে, ট্যুরিস্টরা কিনছেও ধুমসে। প্লাজাডেল সোল-এ পৌঁছে একটা ভেসপা চুরি করল রানা, ফেউ দু'জনকে বোকা বানিয়ে ঢুকে পড়ল সরু একটা গলির ভেতর। গলি থেকে বেরুবার পর নোংরা একটা ডোবা পড়ল ডান পাশে, কচুরিপানায় ঢাকা। ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটাল, ঢালু পাড় থেকে গড়িয়ে ডোবায় নেমে গেল ভেসপা, শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে ঢালে পড়ল নিজে। লোকজন সাহায্য করতে ছুটে আসার আগেই সিধে হতে পারল, পা চালিয়ে ঢুকে পড়ল একটা আর্ট গ্যালারিতে।

কাঁচ লাগানো জানালা দিয়ে ফেউ দু'জনকে দেখতে পেল রানা, দু'জন দুটো ভেসপা নিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে এল, একজন গেল ডান দিকে, ডোবার দিকে ভুলেও তাকাল না; আরেকজন চলে গেল বামদিকের রাস্তা ধরে।

আর্ট গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এসে এক মুদি দোকানদারকে এক হাজার পেসেইটার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, ভেসপাটা ডোবা থেকে তুলে গলির উল্টোদিকের মাথায় রেখে আসতে হবে। দোকানদার মহা খুশি, কারণ কাজটায় তার খরচ পড়বে খুব বেশি হলে দুশো পেসেইটা।

গলি থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল রানা। সোজা চলে এল প্লাজা দে সান মার্টিন-এ। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আশপাশটা শেষবার ভাল করে দেখল, তারপর রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল এক পানশপ বা পোদ্দারের দোকানে। এখানে মূল্যবান দ্রব্য বন্ধক রেখে টাকা ধার দেয়া হয়। রাজনৈতিক কারণে মাদ্রিদে রানা এজেন্সির শাখা গুটিয়ে ফেলা হয়েছে, ফলে প্রকাশ্যে কাজ করার উপায় নেই, তার বদলে এই পানশপের মাধ্যমে গোপনে ও সীমিত পর্যায়ে কিছু কিছু কাজ করা হয়। দোকানের কাউকেই রানা চেনে না, তারা কেউ বাঙালীও নয়।

'আপনার জন্যে কি করতে পারি, সিনর?' প্রৌঢ় এক লোক জানতে চাইল।

'আমার রসিদটা হারিয়ে গেছে,' বলল রানা। 'তবে মনে আছে কি রেখে গেছি এখানে।'

লোকটা পুরোপুরি টেকো, তবে গোঁফ জোড়া বিশাল, মোম দিয়ে একজোড়া ছোরার আকৃতি বানিয়ে রেখেছে। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনি এখানে কিছু রেখে গেছেন? কই, আমার তো মনে পড়ছে না।'

'একটা কুঠার, হাতলে ক্রশ চিহ্ন খোদাই করা আছে।'

'ও, আচ্ছা, ওই কুঠারটার কথা বলছেন।' গোঁফে মোচড় দিল লোকটা। 'হ্যাঁ, এখুনি এনে দিচ্ছি।'

বরাবরের মতই, রানা এজেন্সির নেটওঅর্ক এক্ষেত্রেও দক্ষতা দেখিয়েছে। ফোনে রানার সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখার পরপরই সুইস ইউনিভার্সাল-এর করণিক মাদ্রিদের এই পানশপের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিয়েছে রানার কি দরকার। রানা যখন ফেউ খসাতে ব্যস্ত ছিল,

পানশপের মালিক দ্রুত বাজার থেকে প্যাকেজটা সংগ্রহ করে দোকানে এনে রেখেছে।

'আশা করি সব ঠিকঠাকই আছে,' বলল লোকটা। লম্বা প্যাকেজটা কাউন্টারের ওপর রাখল সে।

মোড়কটা খুলে দেখল রানা। জিনিসটা কুঠার নয়, তবে সব ঠিকঠাকই আছে। 'দু'চার দিন পর এখান থেকে আরেকটা প্যাকেট নিয়ে যাব আমি,' বলল ও। 'ইমপল এস্তাদা সম্পর্কে সম্ভাব্য সব তথ্য।'

'কিন্তু আপনি যদি নিতে না আসেন?'

'সেক্ষেত্রে আমি চাইব ওই লোক যেন বেঁচে না থাকে।'

'শুনেছি অস্ত্র বেচা আসলে একটা গলাকাটা ব্যবসা,' সকৌতুকে মন্তব্য করল ইমপল এস্তাদা।

তার লিয়ার জেট মেডিটারেনিয়ান-এর ওপর দিয়ে ছুটছে, রানা বসে আছে জানালার ধারে একটা সীটে, হাতে এস্তাদার দেয়া হুইস্কির গ্লাস। এখনও তাতে চুমুক দেয়নি ও, দেবে কিনা সন্দেহ। 'আরে না,' আশ্বস্ত করল ও। 'বীমার পলিসি বিক্রির মতই সহজ একটা কাজ।'

ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে হেসে উঠল এস্তাদা, হাসির দমকে বিশাল ভুঁড়ি কেঁপে উঠল। 'আপনি আসলে নিজের গুণ আর দাম কমিয়ে দেখাচ্ছেন, সিনর রানা। ফাইটিং বুলের সঙ্গে কিভাবে লড়েছেন, টেরেসার কাছে শুনলাম। শুনুন, এমন অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে যারা সৈনিক হলেও বিপুল টাকা-পয়সার মালিক। আমার ধারণা, আপনি তাদের মতই একজন।'

'এক সময় হয়তো তাই ছিলাম, কিন্তু খরচের হাত লম্বা হবার পর থেকে আমি আর তাদের দলে নেই।'

'সুস্বাদু, সুস্বাদু,' আবার দাড়িতে হাত বুলাল এস্তাদা। 'এরকম রসালো কৌতুক টনিকের কাজ করে, সিনর। বোঝাই যাচ্ছে, আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবসা হবে আমার।'

অলটিচ্যুড না কমিয়ে আফ্রিকান উপকূল রেখা পেরিয়ে এল ওরা।

প্রশ্ন করতে হলো না, এস্তাদা নিজে থেকেই শুরু করল। 'স্প্যানিশ সাহারায় আমি একটা কনসোর্টিয়াম চালাই, সিনর রানা। বেশিরভাগই উলফরাম আর পট্যাশ। এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে আপনার জানা আছে তো?'

'উলফরাম থেকে টাংস্টান আর পট্যাশিয়াম থেকে পট্যাশে। ল্যাম্প, ড্রিল, অ্যামিউনিশন, পেইন্ট আর পট্যাশিয়াম সায়ানাইড। আরও অনেক আছে, মাত্র কয়েকটার নাম বললাম।'

'আপনি অনেক জানেন। সে যাহোক, সবগুলোই মূল্যবান জিনিস। আমাদের দখলে আর নিয়ন্ত্রণে থাকায় অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলো খুব হিংসা করে, কাজেই তথাকথিত গেরিলা স্যাবেটারদের ঠেকাবার জন্যে

সারাক্ষণ পাহারার ব্যবস্থা রাখতেই হয়। সে কাজে বেশ বড় একটা বাহিনী পুষতে হয় আমাকে। ওই বাহিনীর জন্যেই উন্নতমানের ইকুইপমেন্ট দরকার আমার। বিশেষ করে আমাদের অপারেশন যেহেতু আকারে বড় হচ্ছে।'

'বড় হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। মনে আছে কি, স্প্যানিশ সাহারা অর্থাৎ মরক্কোয় যাবার কথা বলেছিলাম আপনাকে? ওখানে পট্যাশের সন্ধানে এক্সপ্লোর করছি আমরা। মাইনিং অপারেশন শুরু করতে সময় লাগবে, তা লাগুক, তার আগে পর্যন্ত আমাদের হোল্ডিংটাকে আমি গার্ডদের ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করছি।'

'ক্যাম্প? তাহলে তো বেশ বড় একটা বাহিনী।'

ইতিমধ্যে তাঞ্জিয়ার পার হয়ে এসেছে ওরা, সামনে দেখা যাচ্ছে অ্যাটলাস পর্বতমালা।

'আমেরিকানদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে, আমার খুব পছন্দ,' এমন সুরে বলল এস্তাদা, ওরা যেন গোপন কোন শলা করছে। 'কথাটা হলো, "থিঙ্ক বিগ"। আপনারও খুব পছন্দ, কি বলেন?'

'অবশ্যই। এর মানে হলো খুব বড় একটা অর্ডার দেবেন আপনি।'

পট্যাশ না ছাই! যে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল প্রাইভেট জেট তার আশপাশে কোথাও পট্যাশ পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আটলান্টিক উপকূল থেকে ষাট মাইল দূরে পাহাড় কেটে স্ট্রিপটা তৈরি করা হয়েছে, মরক্কান শহর রাবাত ও ফেজ-এর মাঝখানে অত্যন্ত দুর্গম আর কর্কশ একটা জায়গা। এখানে আসার অর্থ হয়তো এই নয় যে কোবরার কাছাকাছি পৌঁছাবে রানা, তবে ও প্রায় নিশ্চিত যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ল্যান্ড করার সময় যা চোখে পড়ল, সেটাকে রীতিমত মিলিটারি ক্যাম্পই বলতে হবে, অন্তত দশ হাজার লোককে এখানে ট্রেনিং দেয়া সম্ভব।

অভ্যস্ত পাইলট নিখুঁতভাবে ল্যান্ড করল। পিছনে ধুলো আর ধোঁয়ার রেখা তৈরি করে প্লেনের দিকে ছুটে এল একটা জীপ। রানার মনে হলো, ও না থাকলে হুইলে বসা ক্যাপটেন ইমপল এস্তাদাকে অবশ্যই সামরিক কায়দায় স্যালুট করত।

'সিনর রানা এখানে ব্যবসার কাজে এসেছেন। তবে কোন তাড়া নেই, ওসব কাল হবে।'

জীপ ওদেরকে গেস্টহাউসে পৌঁছে দিল। পাহাড়ের এক পাশে সেটা, ক্যাম্পের দিকে মুখ করা। সান্ধ্যভোজে রানাকে সম্মানীয় প্রধান মেহমানের মর্যাদা দেয়া হলো, বোরকা পরা তরুণীরা পরিবেশন করল রোস্ট করা আস্ত ছাগল, মাটির চুলোয় সেঁকা আটার রুটি, খোরমা-খেজুর, ছাগলের দুধ, ঝাল মুরগি আর বাসমতি চালের ভাত। অন্যান্য মেহমানরা সবাই ইমপল এস্তাদার প্রাইভেট আর্মির সদস্য।

'আপনার আশ্চর্য লাগছে, এখানে আমরা আরবী কেতা কায়দা অনুসরণ

করছি দেখে?' এস্তাদা জিজ্ঞেস করল। প্লেন থেকে নেমে গেস্টহাউসে ঢোকার পরপরই সুট খুলে আলখেল্লা পরেছে সে।

'আশ্চর্য হই বা না হই, আরবী আলখেল্লা আমার অপছন্দ নয়।'

'ভুলে গেলে চলবে না যে আরবরা সাতশো বছর স্পেনকে শাসন করেছে,' বলার ভঙ্গি দেখে মনে হলো মুখস্থ বলে যাচ্ছে এস্তাদা, কিংবা হয়তো কথাগুলো এতই প্রিয় যে অন্তর থেকে উঠে আসছে। 'স্পেনের প্রতিটি শহরে একটা করে দুর্গ আছে, কিন্তু কি নাম সেগুলোর? আলকাজার–একটি আরবী শব্দ। জেনারালিসিমো ফ্রাঙ্কোর এত যে খ্যাতি বা কুখ্যাতি হয়, সেটা তিনি কোত্থেকে অর্জন করেছিলেন? সাহারায়, স্প্যানিশ ফরেন লীজান-এর সাহায্যে। স্প্যানিশ সিভিল ওঅর মোড় পরিবর্তন করল কি কারণে? মুরদের নিয়ে ফ্রাঙ্কো পৌঁছানোর ফলে। উপসংহার? স্পেন আর উত্তর আফ্রিকা অবিচ্ছেদ্য। বুঝতে পেরেছেন?'

প্রাইভেট সেনাবাহিনীর অফিসাররা মাথা দুলিয়ে এস্তাদাকে সমর্থন করল। এদের মধ্যে নাৎসী অপরাধীরা নেই, তবে তাদের বংশধররা আছে; আর আছে চরমপন্থী ফ্রেঞ্চ টেরোরিস্টরা, তবে বেশিরভাগই স্প্যানিশ ও আরব। শেষ দু'দলের মধ্যেই ফ্যানাটিসিজম-এর লক্ষণ দেখতে পেল রানা, তাদের অপলক চোখে আগুনের শিখা নাচছে।

একজন আরব, মুখটা কোদালের মত, উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া করে বলল, 'কল্পনা করতে পারেন, স্পেন আর উত্তর আফ্রিকা এক হলে কি প্রচণ্ড একটা শক্তি তৈরি হবে? ওই শক্তি গোটা উইরোপ আর আফ্রিকাকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করবে।'

'আইডিয়াটা উত্তেজক ও লোভনীয়,' মন্তব্য করল এস্তাদা। 'তবে এখানে, এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী নন।'

টেবিল পরিষ্কার করার পর পরিবেশিত হলো গড়গড়া বা হুঁকো। ধোঁয়ায় মিষ্টি গন্ধ, রানা বুঝতে পারল তামাকের সঙ্গে হ্যাশিশ মেশানো হয়েছে। বিতাড়িত বা নির্বাসিত সামরিক অফিসাররা সাধারণত এ-ধরনের নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

পর্দানশীন তরুণীদের বদলে এবার এল নাচুনে মেয়েরা, তবে কাসাব্লাঙ্কার নাইট ক্লাবে অর্ধনগ্ন যাদেরকে দেখা যায় এরা সেরকম নয়। সিল্ক গাউনে পুরোপুরি ঢাকা একদল পরী, রতিক্রিয়ার এমন কোন ভঙ্গি নেই যা তারা দেখাতে পারল না। তবে নিয়মটা বলে না দিলেও পালন করা হলো, দেখা যাবে কিন্তু ছোঁয়া একদম নিষেধ।

বিউগল বাজিয়ে সঙ্কেত দেয়া হলো সকাল সাতটায়। বিউগলের সঙ্গে মার্চ করার শব্দ। নর্তকীদের একজন রানার কামরায় ঢুকে বারান্দার দিকে সবগুলো দরজা খুলে দিল। বারান্দার দেয়ালে সেঁটে আছে বুগানভিলিয়ার কমলা-লাল ঝোপ, তার পাশে বসে হাতে সেঁকা রুটি, মাখন আর ডিম পোচ

দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল রানা। খাওয়া শেষ হবার আগেই কুশল জানতে এল এস্তাদা।

'আপনার সঙ্গে খেতে না বসায় ক্ষমা করবেন,' বলল সে। 'আসলে, অফিসারদের সঙ্গে বসে খাওয়াটাকে একটা অভ্যাসে পরিণত করেছি। বুঝতেই পারছেন, তাতে ওরা অনুপ্রাণিত হয়।'

শিল্পপতি এস্তাদাকে জেনারেলের ভূমিকায় বেমানান বলা যাবে না। বিজনেস সুট নয়, নয় আলখেল্লাও, আজ সকালে সে খাকি ইউনিফর্ম আর কমব্যাট বুট পরেছে, বুকের ওপর পদক আর মেডেলের ছড়াছড়ি, কাঁধে সোনার তৈরি জোড়া বজ্র আকৃতির এসএস। রানা দেখেও না দেখার ভান করল।

রানাকে নিয়ে মাইনিং সাইট ট্যুর করতে বেরুল এস্তাদা। জীপে করে যেতে হলো, ক্যাম্প থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ পুরোদমে চলছে, সংখ্যায় অস্বাভাবিক বেশি হেভী ক্রেট মাইনের মুখে লাইন দিয়ে সাজানো। 'ড্রিলস আর বোরিং ইকুইপমেন্ট,' ব্যাখ্যা করল এস্তাদা।

বিশাল প্রিফ্যাব্রিকেটেড মেস হলে লাঞ্চ খেলো রানা, এবারও ওদের সঙ্গে অফিসাররা বসল। এস্তাদার সৈনিকদের এখানেই প্রথম ভাল করে দেখার সুযোগ হলো রানার। সৈনিক হলেও, বিপুল টাকা-পয়সার মালিক এমন লোককে চেনে, বলেছিল এস্তাদা। সে আসলে মার্সেনারিদের কথা বলতে চেয়েছিল। তার দাবি মিথ্যে নয়। লাঞ্চে যারা উপস্থিত হলো তাদের মধ্যে আলজিরিয়া, কাতাঙ্গা, বে অব পিগস, মালয়েশিয়া ও ইয়েমেনের ভাড়াটে সৈনিক রয়েছে। এ যেন ভাড়াটে খুনীদের একটা সমাবেশ। এরা কেউই হয়তো কোবরার শ্রেণীতে পড়ে না, তবে এস্তাদার সাম্রাজ্যে বাইরের কেউ অনুপ্রবেশ করলে তার ছাল ছাড়াবার যোগ্যতা এদের আছে।

'আপনি যেন কোন্ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বলে দাবি করছিলেন?' হাতে হুইস্কির গ্লাস ধরিয়ে দেয়ার সময় একজন জার্মান মেজর জিজ্ঞেস করল রানাকে।

'সেরকম কিছু আমি বলিনি।'

'রাখ-ঢাক করে আর লাভ কি, সিনর। এখানে ওরা যারা রয়েছে তাদের মধ্যে এক-আধজনকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন,' সহাস্যে বলল এস্তাদা। 'একটু ভাল করে দেখুন, পুরানো কোন বন্ধুও বেরিয়ে পড়তে পারে।'

তার কৌশলটা রানা ধরতে পারল। ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান ছাড়া ওর অন্য কোন স্ট্যাটাস আছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে। রানা যদি অস্ত্র বিক্রেতা হয়, ধরে নেয়া হবে ওগুলো মাঝে মধ্যে ব্যবহারও করেছে। টেবিলে উপস্থিত সবার মনোযোগ ওর দিকে ঘুরে গেল। গ্লাসে চুমুক দেয়ার সময় রানার হাত একটুও কাঁপল না। 'পুরানো বন্ধু? এখানে? দেশে আমি একজন পুলিস অফিসারের দায়িত্ব পালন করি, সোলজার হবার সৌভাগ্য আমার

হয়নি।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ ছাড়ল মেজর। তার নাক প্রায় চৌকো, খুদে চোখ জোড়া নীল। পেশীবহুল হাতটা টেবিলে চাপড়াতে উল্কিতে ঢেউ উঠল। 'পুলিস! সাধারণ একজন ফুলিস পুলিস আমাদের কাছে অটোমেটিক রাইফেল বেচতে চায়? আমি এমন একটা পুলিশও দেখিনি যে খরগোশের গু দিয়ে তৈরি নয়।'

সম্মানীয় মেহমানকে যদি অপমান করা হয়েও থাকে, এস্তাদা সেটা গ্রাহ্য করল না, বরং জার্মান মেজরকে উৎসাহ দিল সে। 'তোমার তাহলে ধারণা, শেডার, সেলসম্যান হিসেবে সিনর রানা গ্রহণযোগ্য নন?'

'কথা বলার আগে তাকে সে-বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে,' বলল মেজর শেডার। 'একজন পুলিস শুধু বেশ্যাকে চড়-থাপ্পড় মারতে আর লাঠি ঘোরাতে জানে। রাইফেল সম্পর্কে তার তো কিছু জানার কথা নয়।'

গোটা মেস হলের দৃষ্টি এখন অফিসারদের টেবিলের ওপর।

'তো, সিনর রানা, আপনি কি বলেন?' এস্তাদা জিজ্ঞেস করল। 'মেজর শেডার আপনার সম্পর্কে অত্যন্ত নিচু ধারণা পোষণ করছে। আপনি অপমানবোধ করছেন না?'

রানা শ্রাগ করল। 'ক্রেতা সব সময় ঠিক কথা বলে।'

কিন্তু এত সহজে ছাড়বে না এস্তাদা। 'সিনর রানা, এখানে আপনার সম্মানই শুধু হুমকির মুখে পড়েনি। মেজর বলছে, আপনি রাইফেল সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এখন প্রশ্ন হলো, আমি যদি আপনার কাছ থেকে রাইফেল কিনি, স্বভাবতই জানতে চাইব রাইফেল সম্পর্কে আপনি সত্যি কিছু জানেন কিনা।'

'পরীক্ষা দিন, প্রমাণ করুন,' গলা চড়িয়ে বলল মেজর শেডার। 'চলুন, প্যারেড গ্রাউন্ডে যাই।'

শেডারের প্রস্তাব শোনামাত্র গোটা মেস হল খালি হতে শুরু করল, উৎসাহী সৈনিকরা, কে কার আগে প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছাবে তারই প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। গোটা নাটকটা ভালই সাজিয়েছে এস্তাদা। রানার কেস একটা টেবিলে অপেক্ষা করছে, ধুলো-ধূসরিত মাঠের মাঝখানে অনেক আগেই আনা হয়েছে সেটা। রানাকে কেস খুলতে দেখছে শেডার, ঠোঁটে শিয়ালের ধূর্ত হাসি। হাজার হাজার সৈনিক বিশাল এক বৃত্ত তৈরি করে বসে পড়ল। সবার চোখে-মুখে অধীর আগ্রহ আর টান টান উত্তেজনা।

রাইফেলটা কেস থেকে বের করে মাথার ওপর তুলল রানা, সবাই যাতে দেখতে পায়। 'এটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রিকয়েল-অপারেটেড উইপন। জি-থ্রী। এটা ন্যাটোর স্ট্যান্ডার্ড ৭.৬২ এমএম ক্যালিবার কার্তুজ ফায়ার করে। এই অ্যামুনিশন সংগ্রহ করা কোন সমস্যা নয়।'

জি-থ্রী আসলেও খুব ভাল একটা অস্ত্র। আমেরিকান এম-সিক্সটিন এটার চেয়ে অনেক হালকা, এটা জ্যামও হয় কম। সন্দেহ নেই, ওর কথা যারা শুনছে তারা এটা নিজেদের অপারেশনে ব্যবহারও করেছে।

'কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়?' জিজ্ঞেস করল মেজর শেডার, সে যেন আদর্শ ছাত্র হিসেবে নাম কিনতে চায়।

জি-থ্রীর মেকানিজম কিভাবে কাজ করে সবিস্তারে তা ব্যাখ্যা করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল রানা। চুপ করল, হাততালি শোনার অপেক্ষায়; তার বদলে নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে শেডার বলল, 'ভেরি গুড, ভেরি গুড। ভালই মুখস্থ করে এসেছেন। এবার হাতে-কলমে প্রমাণ করুন, চালিয়ে দেখান।' অ্যামিউনিশন বক্স থেকে এক মুঠো কার্তুজ নিয়ে ম্যাগাজিনে ভরল, জি-থ্রী রানার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হাত তুলে প্যারেড গ্রাউন্ডের একপ্রান্তে খাড়া করা ডামিগুলোকে দেখাল। ওগুলো বেয়নেট প্র্যাকটিসের জন্যে ব্যবহার করা হয়, একটা র‍্যাক থেকে ঝুলছে। 'ওখানে তিনটে ডামি রয়েছে। আপনি চারটে গুলি করে সব কটাকে মাটিতে ফেলে দেবেন। না পারলে প্রমাণ হবে আপনি মিথ্যেবাদী, আমাদের পা চাটার যোগ্যতাও আপনার নেই।'

'আর যদি ফেলতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তখন তোমাকে কি বলা হবে, শেডার? কুত্তার বাচ্চা?'

রক্ত উঠে আসায় টকটকে লাল হয়ে গেল মেজরের মুখ। হিপ হোলস্টারে হাত ঘষল সে। হোলস্টারে ল্যাগার গ্রোসার রয়েছে। গ্রোসারের মত বড় আকৃতির হ্যান্ডগান আর বোধহয় তৈরি করা হয়নি, বেশিরভাগ লোক এটাকে রাইফেলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে।

মাঝখান থেকে এস্তাদা ফোড়ন কেটে বলল, 'ব্যাপারটা প্রতি মুহূর্তে উপভোগ্য হয়ে উঠছে।'

'ফায়ার!' হুঙ্কার ছাড়ল শেডার।

রানা ও ডামির মাঝখানে অনেক সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল, গুলির পথ থেকে দ্রুত সরে গেল তারা। রানা ও র‍্যাকের মাঝখানে প্রায় একশো গজ দূরত্ব, দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াল তারা।

জি-থ্রীতে হাত বোলাচ্ছে রানা, ওজনে অভ্যস্ত হয়ে নিচ্ছে। গোটা মাঠ স্তব্ধ, কেউ কোন শব্দ করছে না। রাইফেলের স্টক কাঁধে ঠেকাল ও, সাইট স্থির করল ডানপাশের ডামিতে।

রানার প্রথম গুলি নিস্তব্ধতা গুঁড়িয়ে দিল। ডামিটা অলস ভঙ্গিতে দুলে উঠল।

'রশির কাছাকাছিও যায়নি!' হেসে উঠল শেডার। 'এই উজবুক জীবনে কখনও রাইফেল চালায়নি!'

'আশ্চর্যই বলতে হবে,' রানার ব্যর্থতায় হতাশ মনে হলো এস্তাদাকে। 'উনি মিথ্যে গর্ব করছেন, এ আমি কল্পনাও করিনি।'

আসলে রানা ব্যর্থ হয়নি। ডামিটার ঠিক মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করেছিল ও। ফুটোটা তৈরি করেছে ঘড়ির কাঁটা ঠিক যেখানে তিনটে বাজার সময় থাকে তার এক ইঞ্চি দূরে। লক্ষ্যে গুলি করার আগে হাতের টিপ ঠিক আছে কিনা দেখে নিল।

সৈনিকরা হাততালিতে ফেটে পড়ল, বলাই বাহুল্য যে তারা ধরে নিয়েছে মেজর শেডার জিতেছে। পেশী শিথিল হয়ে গেল, একটা চুরুট ধরাল এস্তাদা। রানার পিঠ চাপড়ে দিল শেডার, কর্কশ গলায় হেসে উঠে বলল, 'গুলি করো, সেলসম্যান। আরও তিনটে গুলি করো। ডামিগুলো ফেলতে পারলে সবার আগে আমিই প্রথমে নিজেকে গাধা বলে সম্বোধন করব।'

'কথা দিচ্ছ?'

'পাকা কথা দিচ্ছি।'

ঝট করে আবার কাঁধে রাইফেল তুলল রানা। দু'বার নিঃশ্বাস ফেলতে শেডারের যে সময় লাগল তার মধ্যেই পরপর তিনবার ট্রিগার টানল ও। চোখের পলকে দেখা গেল মাটিতে পড়ে আছে দুটো ডামি। একটু সময় নিয়ে তৃতীয় রশিটা দু'ভাগ হলো। সবগুলো ডামি ধুলোয় পড়ে আছে।

শেডারের দিকে একবারও না তাকিয়ে রাইফেলটা এস্তাদার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'ক'টা চাই আপনার?'

স্প্যানিয়ার্ড শিল্পপতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেজরের দিকে। 'প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই, মেজর শেডার। সেলসম্যান তোমাকে বোকা বানিয়েছেন। আমরা অপেক্ষা করছি, কথাটা তুমি স্বীকার করবে।'

'কিন্তু ডামি তো পাল্টা গুলি করে না!' তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করল নাৎসীজমের সমর্থক জার্মান কুলাঙ্গার। 'মানলাম, রাইফেল চালাতে জানে ও। যে-কোন কাপুরুষ গুলি করতে পারে একটা ডামিকে।' সমর্থনের আশায় চারদিকে চোখ বোলাল। কিন্তু শুধু বস একা নয়, এমন কি তার অধীনস্থ সৈনিকরাও নীরবে অপেক্ষায় থেকে বুঝিয়ে দিল যে তারা চাইছে নিজের পরাজয় স্বীকার করুক শেডার। 'আমার হাতে ছেড়ে দেয়া হোক ওকে, দু'সেকেন্ডের মধ্যে মা-মা করে ডাকতে বাধ্য করব—আদৌ যদি তার কোন মা থাকে।'

বেয়াদবি সহ্য করার একটা সীমা আছে। রানার মনে হলো, শেডার সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 'ঠিক আছে, নিজেকে তুমি যখন কুত্তার বাচ্চা বলতে রাজি নও, তোমাকে আমি বুলেটই খাওয়াব। মাঠ পরিষ্কার করুন, সিনর এস্তাদা। সত্যিকার একটা ডেমানস্ট্রেইশন হয়ে যাক, ওর যখন এতই শখ।'

প্রতিযোগিতার শর্ত ব্যাখ্যা করল রানা। শেডার ও রানা, দু'জনেই যে যার অস্ত্রের প্রতিটি পার্ট বিচ্ছিন্ন করবে—শেডার গ্রোসারের, রানা জি-থ্রীর। তারপর দেখা যাবে কে কার চেয়ে আগে গুলি করতে পারে। পরস্পরকেই টার্গেট করবে ওরা।

'কিন্তু আপনার অস্ত্র তো ওর অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি জটিল,' এস্তাদা বলল। 'জোড়া লাগাতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে আপনার। ব্যাপারটা ঠিক ফেয়ার হচ্ছে না।'

'সেটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, সিনর।'

রানার আত্মবিশ্বাস দেখে হাসল শেডার। দু'জন পিছিয়ে গিয়ে মাঝখানে

ত্রিশ গজ দূরত্ব সৃষ্টি করল। কয়েকজন অফিসার ওদের অস্ত্র দুটো বিচ্ছিন্ন করছে। গোটা প্যারেড গ্রাউন্ডে উৎসব উৎসব আমেজ। সৈনিকরা যতটা আশা করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি মজা পাচ্ছে।

মাঠে উবু হয়ে বসল শেডার, ল্যুগারের সহজ দশটা টুকরো এক করার জন্যে পেশল হাত দুটো তৈরি হয়ে আছে। রানার পাশে স্প্রিঙের একটা স্তূপ–স্টক, ব্রীচ ব্লক, ম্যাগাজিন, হ্যান্ড গার্ড, ফ্রেইম অ্যারেস্টার, ব্যারেল, ট্রিগার মেকানিজম, গ্রিপ, সাইটস, ফায়ারিং পিন, হ্যামার ও জি-থ্রীকে এক করে রাখার জন্যে নানা আকারের ত্রিশটা স্ক্রু।

সাইডলাইনে সৈনিকদের মধ্যে বাজি ধরার হিড়িক পড়ে গেছে। রানার পক্ষে একজন বাজি ধরলে, বিপক্ষে ধরছে এগারোজন।

'রেডি?' এস্তাদা জিজ্ঞেস করল।

ব্যগ্র ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল শেডার। তারপর রানাও।

'গো!' সঙ্কেত দিল এস্তাদা।

দক্ষ হাতে ল্যুগারটা জোড়া লাগাতে শুরু করল শেডার। হাতলে ম্যাগাজিন। ট্রিগার, ট্রিগার লেভেল, রোলার ও ক্যাচ ব্রীচ ব্লকে। ওপর থেকে নেমে এসে খপ করে জায়গা করে নিল হ্যামার। সিধে হলো শেডার, লক্ষ্যস্থির করছে।

জি-থ্রীর ভারী বুলেট তার বুকের মাঝখানটা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে দশ ফুট দূরে ছিটকে পড়ল শেডার নয়, তার লাশ; হাঁটু জোড়া উঁচু হয়ে দু'দিকে ছড়িয়ে থাকল, যেন কোন নারী তার প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছে।

রানার হাতে ধরা রয়েছে ব্যারেলের খালি টিউব, ব্রীচ ব্লক আর আলগা স্প্রীঙ–স্প্রীঙটাকে ব্যবহার করেছে হ্যামার ফিরিয়ে আনার কাজে। রাইফেলের বাকি অংশ এখনও পড়ে রয়েছে মাটিতে। ডামিতে গুলি করার পর অটোমেটিক অ্যাকশন যেহেতু ব্রীচে একটা কার্তুজ ভরে রেখেছিল, ম্যাগাজিনটা ওকে ব্যবহারই করতে হয়নি।

'আমার কথাই ঠিক–ব্যাপারটা ফেয়ার ছিল না,' বলল এস্তাদা। 'তবে ফেয়ার ছিল না শেডারের জন্যে। কপাল মন্দ ছাড়া কি আর বলা যায়–ভাল একজন অফিসার ছিল সে।'

'নির্বোধ। আমি অন্তত গর্দভ ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নই।'

'শেডার আসলে আপনাকে ছোট করে দেখেছে, সিনর রানা। কথা দিচ্ছি, এই ভুল আমি কখনও করব না।'

ঘটনাটা ওদের সফর সংক্ষিপ্ত করে তুলল। এস্তাদা সন্দেহ করল, শেডারের বন্ধুরা প্রতিশোধ নিতে পারে। সে চায় না তার আর কোন অফিসার মারা যাক।

রানাও ফেরার জন্যে অস্থির। দু'জন সৈনিককে একটা খবর নিয়ে আলাপ করতে শুনল ও, স্পেনের প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করায় মরক্কোর বাদশা স্পেন সফরের তারিখ বদলাতে রাজি হয়েছেন। সফর পিছায়নি, এগিয়ে

এসেছে : বাদশাকে নিয়ে স্পেন ট্যুর করতে বেরুবেন প্রেসিডেন্ট। খুন করার চেষ্টা হবে, সম্ভবত এই গুজব মিথ্যে প্রমাণিত করার জন্যে ট্যুর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

সাপার-এর আগেই রানাকে নিয়ে প্লেনে চড়ল এস্তাদা। পাশাপাশি সীটে বসে আছে ওরা, অথচ এস্তাদা যেন এ জগতেই নেই। গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, হঠাৎ সে রানার হাত দুটো চেপে ধরল। 'সেলসম্যান হিসেবে কত টাকা কামান আপনি, সিনর? আপনি যদি শেভারের জায়গায় আসেন, ওটা আমি দ্বিগুণ করে দেব। আপনার মত যোগ্য লোক খুবই দরকার আমার।'

'না, ধন্যবাদ। এরকম দুর্গম এলাকায় সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করে আমি মজা পাব না। অ্যাকশন না হলে কি জমে, আপনিই বলুন।'

'আমার ওপর আস্থা রাখুন, সিনর। এই পরিবেশ বেশিদিন থাকবে না। অ্যাকশন যখন শুরু হবে, দম ফেলারও ফুরসত পাবেন না। তারচেয়েও বড় কথা, আপনি যতটা কল্পনা করবেন, পুরস্কারটা তারচেয়ে অনেক বড়।'

'আমি সম্মানিত বোধ করছি। তবে, ব্যাপারটা আরও খুলে বলতে হবে আপনাকে। আমি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার লোক নই।'

'ছুঁচো? সিনর, আমরা বাঘ-ভালুক-সিংহ মারার প্ল্যান করেছি, বিলিভ মি! শুনুন তাহলে, আমরা এমন অ্যাকশন শুরু করতে যাচ্ছি, গোটা দুনিয়া কেঁপে উঠবে। তার আর বেশি দেরিও নেই। তবে, দুঃখিত, এরবেশি এখুনি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

পাহাড় টপকে মেডিটারেনিয়ানের ওপর চলে এল জেট।

'সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ব্যাপারটা আমাকে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে,' বলল রানা। এস্তাদা জানিয়েছে, অ্যাকশন শুরু করতে আর বেশি দেরি নেই। কথাটা শুনেই বুঝে নিয়েছে ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় কেন সে ঘাঁটিটা তৈরি করেছে। নকল পট্যাশ মাইন থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে সিডি ইয়াহিয়ায় রয়েছে আমেরিকানদের গোপন কমিউনিকেইশন সেন্টার। তার বাহিনী এক ছুটে পৌঁছে দখল করে নিতে পারে ওটা। তারমানে সিক্সথ ফ্লিটের সঙ্গে ওয়াশিংটনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই মুহূর্তে যেটা মেডিটারেইনিয়ান টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ইমপল এস্তাদা শুধু স্পেনকে টার্গেট করেনি, একই সঙ্গে টার্গেট করেছে মরক্কোকেও, উদ্দেশ্য মেডিটারেইনিয়ানটা নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা। এস্তাদা একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইছে, সে বিস্ফোরণে কোবরাকে স্রেফ একটা প্রাইমার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ওই একই বিস্ফোরণ এস্তাদাকে এনে দেবে নতুন একটা সাম্রাজ্য।

পাঁচ

মেহমান বাদশাকে নিয়ে প্রথমেই প্রেসিডেন্ট যাত্রাবিরতি করবেন সেভিল-এ। স্প্যানিশ ক্যালেন্ডারে সেভিল'স ফেরিয়া, অর্থাৎ বসন্ত উৎসব বিরাট ঘটনা, এক মাস আগেই শহরের সব হোটেল রুম রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।

দিনের বেলা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা সিনোরিটারা উৎসবে সামিল হতে বেরিয়েছে আরবী ঘোড়ায় টানা ক্যারিজে চেপে। প্যাভিলিয়নে দলে দলে ভিড় করে লোকজন ফ্ল্যামেঙ্কো নাচ দেখার লোভে, এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যার হাতে শেরি বা সাংগ্রিয়া ভর্তি গ্লাস নেই।

'খোদ প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত না এসে পারেন না,' গর্বভরে বলল টেরেসা। রোনডা থেকে সেভিল খুব একটা দূরে নয়, নিজ এলাকার উৎসব হওয়ায় তার আবেগ একেবারে উথলে উঠছে।

'আর আমার ব্যাপারটা হলো, আমিও তোমার কাছে ফিরে না এসে পারলাম না। আমার কাছে ইমপল এস্তাদার চেয়ে তোমার আকর্ষণ অনেক বেশি।'

'আচ্ছা!'

একটা প্যাভিলিয়নে রয়েছে ওরা, প্রখর আন্দালুসিয়ান রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে। এক ওয়েটারের ট্রে থেকে ছোঁ দিয়ে শেরির একটা গ্লাস তুলে নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল টেরেসা। উঁচু ড্যান্সিং প্ল্যাটফর্মে হাইহিল লাগানো ফ্ল্যামেঙ্কো ও মেঝেতে হাতুড়ি পিটছে।

'ইমপলকে তোমার কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল টেরেসা। 'তার আগে বলে নিই, সে আমার বন্ধু হলেও, তার ব্যবসা বা রাজনৈতিক বিশ্বাস ও তৎপরতা সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না। এ-কথা আমার প্রায় সব বন্ধু সম্পর্কেই সত্যি। আরও যদি খুলে বলতে হয়, যতই ঘনিষ্ঠতা থাকুক, অনেক বিষয়েই আমি ওদেরকে বিশ্বাস করি না। তুমি হুট করে তার সঙ্গে চলে যাওয়ায় আমি শুধু অবাক হইনি, খানিকটা চিন্তাতেও ছিলাম।'

'তার সম্পর্কে কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। সে আমাকে একটা কাজের প্রস্তাব দিয়েছে, তবে সব কথা খুলে বলেনি। তাছাড়া, আমি কারও অধীনে কাজ করতে পছন্দ করি না। সে কি চায়, তোমার কোনও ধারণা আছে?'

'নাহ্!' মাথা নেড়ে বলল টেরেসা। 'আমার ধারণা শুধু বুল আর সাহসী মানুষ সম্পর্কে। ইমপল কি ভাবছে বা কি করতে চায়-আমি জানিও না, জানতে চাইও না।'

টেরেসার জবাবে সন্তুষ্টবোধ করল রানা। মাদ্রিদ থেকে সেভিলে আসার

আগে পোদ্দারের দোকান থেকে সিনর ইমপল এস্তাদা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে ও। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অভিজাত অথচ কপর্দকহীন এক পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান ছিল সে। তারপর ভাগ্য ফেরাতে কঙ্গোয় যায় একটা মাইনিং করপোরেশনে চাকরি নিয়ে। দু'বছর চাকরি করার পর কোম্পানির চেয়ারম্যানের মেয়েকে বিয়ে করে। ছ'মাস পর স্ত্রী ও শ্বশুর একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, এস্তাদা রাতারাতি মালিক বনে যায় ওই কোম্পানির। কোম্পানিটা সে রাখেনি, বিক্রি করে দিয়ে সব টাকা জমা করে সুইটজারল্যান্ডে। এরপর সে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ধরে, সেই সঙ্গে রাজনীতিতে নাম লেখায়। পরে আবার সে মাইনিং ব্যবসাতে ফিরে আসে, এবার স্প্যানিশ সাহারার একটা কোম্পানির শেয়ার কেনে। শোনা যায়, কোম্পানির চেয়ারম্যানকে ব্ল্যাকমেইল করা হত। ভদ্রলোক আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পান। বর্তমানে এস্তাদা স্পেনের অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন শিল্পপতি। তবে তার রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। সন্দেহ করা হয়, সম্প্রতি স্পেনের সিক্রেট সোসাইটিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কঠিন দায়িত্বটা সে-ই পালন করে।

এস্তাদার সঙ্গে মরক্কোয় গিয়ে কি দেখেছে, কি শুনেছে, সবই আলফাঁস টেমপোকে রিপোর্ট করেছে রানা। রিপোর্ট পেয়ে সেভিলে চলে আসার কথা তাঁর।

কান পেতে কি যেন শোনার ভঙ্গি করল টেরেসা। 'রানা, তুমি কি সত্যি ছুটি কাটাতে এসেছ? আমি তোমার পাশে, অথচ তুমি সব সময় অন্য কি যেন ভাবছ। একজন কাউন্টেস তোমার প্রেমে পড়ে গেছে, এটা কি তোমার ভুলে থাকা উচিত?'

'তোমার জন্যে আমার জান কোরবান, কাউন্টেস...'

খিলখিল করে হেসে উঠল টেরেসা।

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হয়ে আসতেই শুরু হলো উৎসবের মূল অনুষ্ঠান—শহর জুড়ে এক হাজার ধর্মীয় সংগঠনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সদস্যরা কেইপ আর বহুরঙা মুখোশ পরা। প্রত্যেকের হাতে একাধিক মোমবাতি, শহরটাকে রূপকথার রাজ্যে পরিণত করল।

যাদের হাতে মোম নেই তারা বহন করছে মূর্তি—যীশুর, ভার্জিন মেরির, বিভিন্ন সেইন্টের। সেভিল ক্যাথেড্রাল-এর সিঁড়ি থেকে মেহমানকে পাশে নিয়ে প্রেসিডেন্টও শোভাযাত্রা দেখছেন। দর্শকদের দৃষ্টিতে মিছিলটাকে মোমবাতির নদী বলে মনে হচ্ছে। তারপর শুরু হলো আতসবাজি পোড়ানো, গোটা আকাশ দৃষ্টি নন্দন বহুরঙা নকশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। দর্শকরা করতালিতে ফেটে পড়ল।

তবে রানা নয়। কারণ ও জানে হাজার হাজার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে কোবরা। কিন্তু কোথায় সে, তাকে চেনার উপায় কি? ক্যাথেড্রালের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট হাসছেন, হাসছেন

প্রৌঢ় বাদশাও, দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন দু'জন; আচরণে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। দেহরক্ষীরা আছে, তবে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে।

'আগে কখনও এরকম উৎসব দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল টেরেসা।

'না।'

চার্চের ওপর বিস্ফোরিত হলো একজোড়া হাউই, সেগুলোর রঙ গোলাপী আর নীল; তারপর আরও এক জোড়া, সবুজ আর বেগুনি। রানার আশঙ্কা, যে-কোন মুহূর্তে অন্য এক ধরনের বোমা ফাটবে চার্চের ধাপের ওপর। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সব সিগারেট ফেলে দিল ও। 'যাহ!'

'মাটি লেগে নষ্ট হয়ে গেছে ওগুলো,' বলল টেরেসা।

'কিন্তু সিগারেট না হলে আমার চলবে না। যাই, দেখি, কোথাও পাই কিনা...'

'এখন নয়, রানা!' দ্রুত বলল টেরেসা। 'দেখছ না, ফ্লোটগুলো মাত্র আসতে শুরু করেছে?'

ফ্লোট মানে এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম, শোভাযাত্রার সদস্যরা দলবদ্ধভাবে বা একা বহন করছে, মেঝেতে বসানো রয়েছে যীশু, মেরি বা কোন সেইন্টের মূর্তি। 'এখুনি আসছি,' বলে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল রানা, উদ্দেশ্য, ভাল কোন জায়গা থেকে শোভাযাত্রার ওপর নজর রাখা।

একটা ফ্লোট ক্যাথেড্রাল ধাপের সামনে থেমেছে, ছাদে কালো ম্যাডোনা। দর্শকদের মধ্যে থেকে এক লোক কাতর বিলাপের সুরে ম্যাডোনাকে লক্ষ্য করে গান গাইতে শুরু করল, সমর্থনসূচক আবেগময় উল্লাসে বিস্ফোরিত হলো শ্রোতারা। এমন কি স্বয়ং প্রেসিডেন্টও আবেগে আপ্লুত হলেন। রাস্তার মাঝখানে দেখা গেল মুসলমানদের মিছিল, তারাও বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। ক্যাথেড্রালের পাশেই বিশাল এক মসজিদ, তবে সেটা খালি। মিছিলে রয়েছে হাতে আঁকা বাদশা হাসানের প্রতিকৃতি, মক্কা-মদিনার দৃশ্যাবলী, পবিত্র কাবার চিত্র। বাদশা হাসান সেদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন।

কোবরার খোঁজে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে রানা। ওর সামনে কম করেও বিশটার মত ফ্লোট দেখা যাচ্ছে, সবগুলো চেক করে দেখার কোন উপায় বা সময় নেই।

'ওই ফ্লোটটা দেখছ?' রানার পাশ থেকে এক মহিলা ফিসফিস করল। 'বলতে পারো, ওটা কোন চার্চের?'

তার সঙ্গী জবাব দিল, 'ওটা আমার কাছে একদম নতুন লাগছে। চিনি না।'

ফ্লোটটা এগিয়ে আসছে। অন্যগুলোর চেয়ে আকারে এটা বড়। প্ল্যাটফর্মে সেইন্ট ক্রিস্টোফারের প্রকাণ্ড মূর্তি, ক্রিস্টোফার শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছেন। লাল আলখেল্লা পরা একদল বাহক চার্চের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফ্লোটটাকে।

'প্রতিটি ফ্লোটই তো ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারে তৈরি হবার কথা, তাই না?' মহিলাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।' চোখে ক্যামেরা তুলল মহিলা। 'চুপ করুন, সিনর, আগে আমি একটা ছবি তুলে নিই।'

রানা অবশ্য ছবিটা পেয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে সেইন্ট ক্রিস্টোফার ফ্লোটের পিছনে চলে এল ও। প্রতিটি ফ্লোট ক্যাথেড্রালের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থামছে, ফ্লোট বাহকরা নিজেদের লেখা গান গেয়ে শোনাচ্ছে প্রেসিডেন্টকে, তারপর পিছনের ফ্লোটকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে।

এবার সেইন্ট ক্রিস্টোফার ফ্লোটের পালা। লাল আলখেল্লা পরা বাহকরা সামনে এগোতে শুরু করল। ভিড়ের মধ্যে থেকে পিছলে ফ্লোটটার পিছন দিয়ে তলায় ঢুকে পড়ল রানা, ক্রল করে সামনের দিকে এগোচ্ছে।

রানার দু'পাশে লাল আলখেল্লায় ঢাকা পাগুলো খসখস শব্দ করে প্রেসিডেন্ট আর বাদশার দিকে এগোচ্ছে। উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাতে অসংখ্য দর্শক আর পুলিসের ব্যস্ত পা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না ও। ফ্লোটের তলায় ও-ই শুধু একা, আর কেউ নেই। আলখেল্লা পরা বাহকদের পায়ের গতিকে হার মানিয়ে ক্রল শুরু করল ও, এভাবে এক সময় সেইন্ট ক্রিস্টোফারের মূর্তির সরাসরি নিচে চলে এল।

মূর্তি বা স্ট্যাচুটা ফাঁপা, আর সেই খালি জায়গায়, একটা কাঠের অবলম্বনের ওপর বসে রয়েছে কোবরা। বুকের সঙ্গে চেপে একটা সাবমেশিন গান ধরে আছে সে, চোখ সাঁটিয়ে রেখেছে সেইন্ট ক্রিস্টোফারের বুকে তৈরি সরু একটা ফাটলে। রানা জানে, ঠিক মুহূর্তটিতে স্ট্যাচুর বুক খুলে যাবে, এবং তারপরই শহরবাসী এমন একটা আতসবাজির খেলা চাক্ষুষ করবে যা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না।

এরইমধ্যে দর্শকদের পা পিছিয়ে পড়েছে, ফ্লোটের বাহক ও রানা এখন চৌরাস্তায়, সরাসরি ক্যাথেড্রালের সামনে। কোবরার হাত সাবমেশিন গানের চারদিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে। বাহকরা তাদের গান শুরু করল, তাতে গলা মেলাল ভিড় থেকে শ্রোতারা, সেই সঙ্গে চারদিকে ব্যাকুল দৃষ্টি ফেলে হারানো প্রেমিককে খুঁজতে শুরু করল টেরেসা।

ফাঁপা স্ট্যাচুর ওপরদিকে খানিকটা উঠে কোবরার পা আঁকড়ে ধরল রানা। যেমনটি আশা করেছিল, বয়স তার চেয়ে কম। পা ধরায় হকচকিয়ে গেল সে, অপর পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করল, না ছেড়ে আরও জোরে নিচের দিকে টান দিল রানা।

ধস্তাধস্তি শুরু হতে স্ট্যাচু দোল খেতে শুরু করল। অবলম্বনে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরটা মোচড় খেলো, সাবমেশিন গানের ব্যারেল ঘুরিয়ে রানার দিকে তাক করতে চাইছে। ইতিমধ্যে আরও একটু ওপরে উঠে রাইফেলটাকে ঘুরিয়ে দিল রানা, দুই শরীরের মাঝখানে আটকা পড়ল ওটা, নিচের দিকে মাজল।

'বাস্টার্ড!' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে কোবরা। 'কে তুমি?'

'হার মানো।'

এ যেন কফিনের ভেতর লড়াই। দু'জনের কেউই নড়াচড়ার জায়গা পাচ্ছে না। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে রানার গলাটা দু'হাতে চেপে ধরল কোবরা। দুই শরীরের মাঝখানে আটকে থাকল রাইফেল। রানা তার কিডনিতে ঘুসি চালাল। কোঁত করে আওয়াজ বেরুল কোবরার নাক থেকে, গলা ছেড়ে রানার চোখে আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করল। সঙ্গে ছুরি ও রিভলবার থাকলেও, জায়গার অভাবে ওগুলোর নাগাল পাচ্ছে না রানা, তার বদলে মাথাটাকে অস্ত্র বানিয়ে সজোরে ঢুকে দিল লোকটার বুকে, ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে আসায় প্রায় নেতিয়ে পড়ল প্রতিপক্ষ।

কিন্তু তারপরই কোত্থেকে কে জানে কোবরার হাতে একটা ক্ষুর বেরিয়ে এল। ক্ষুরটা নয়, ক্ষুরে লাগা আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল রানা, দেখামাত্র অল্প একটু জায়গার ভেতর কুঁকড়ে নিজেকে যতটা সম্ভব ছোট করে নিল রানা। ক্ষুরের ফলা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো, ছিটকে পড়ল কাঠের খানিকটা ছাল।

নিজেকে রক্ষার জন্যে মাথার ওপর হাত তুলতে পারছে না রানা। ওর গলা কাটার জন্যে বারবার ক্ষুর চালাচ্ছে কোবরা, প্রতিবার আধ কি সিকি ইঞ্চির জন্যে লাগাতে পারছে না। এভাবে হবে না, বুঝতে পেরে খালি হাতটা দিয়ে রানার ঘাড় ধরল সে, গলাটা যাতে স্থির থাকে, তারপর আবার ক্ষুর চালাল। প্রায় সেই মুহূর্তেই তাকে ছেড়ে দিল রানা, স্ট্যাচুর ভেতর থেকে খসে রাস্তার ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল। কোবরা জিতে গেছে।

সাবমেশিন গানের ব্যারেল ঘুরিয়ে রানার ওপর লক্ষ্যস্থির করল সে। মরিয়া হয়ে পা ছুঁড়ল রানা। ট্রিগারে চেপে বসেছিল আঙুল, ওই অবস্থায় ব্যারেল আবার তার দিকে ঘুরে গেল। বোঝা গেল, অটোমেটিক ফায়ারে ছিল ওটা।

রক্ত আর কাঠের টুকরো বৃষ্টির মত নেমে আসছে, শরীরটাকে একপাশে গড়িয়ে দিয়ে গা বাঁচাল রানা। একটা হাত ও একটা পা অসাড়ভাবে ঝুলছে ওর মাথার ওপর। স্ট্যাচুর ভেতরের দেয়াল আর লাশের মাঝখানে আটকে আছে সাবমেশিন গান। খুনী কোবরার বুক খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে, মাথাটাকেও এখন আর কোন মানুষের বলে চেনার উপায় নেই।

একদল পুলিস ছুটে আসবে, গুলি করে সাঙ্গ করে দেবে ওর ভবলীলা, এরকম একটা আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। কিছুই ঘটল না। তারপর উপলব্ধি করল, স্ট্যাচুর বাইরে অনবরত আতসবাজির বিস্ফোরণ ঘটছে; রাইফেলের বিকট আওয়াজ কেউ আসলে শুনতেই পায়নি।

'আগে বাড়ো!' আতসবাজির বিস্ফোরণ কমে আসতে একজন প্যারেড মার্শাল হুঙ্কার ছাড়ল।

বেশ কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করার পর আলখেল্লা পরা বাহকরা আবার সচল হলো। ফ্লোটটা লোকে লোকারণ্য রাস্তায় ফিরে আসতে, আবার সেই

পিছন দিক থেকেই বেরিয়ে এল রানা, মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। ও জানে, কোবরা কেন কাজ সারেনি জানার জন্যে লাল আলখেল্লা পরা বাহকদের মধ্যে থেকে কেউ একজন ক্রল করে ফ্লোটের তলায় ঢুকবে। তার আগেই ওর কেটে পড়া দরকার।

ছয়

সেভিল মিউজিয়ামের প্রধান প্রহরীর ফোন পেয়ে তারই ছোট্ট অফিস রুমে হাজির হয়েছেন ইন্টেলিজেন্স চীফ আলফাঁস টেমপো কোবরা মারা যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই। বসন্ত উৎসব এখনও পুরোদমে চলছে, রাস্তাঘাটে ভিড় আরও বেড়েছে।

'ফ্লোট ছেড়ে সবাই পালাবার চেষ্টা করেছিল, ভেতরে যেন বোমা রয়েছে,' বললেন টেমপো। 'সবাই ব্যাপারটাকে খারাপ চোখেই দেখেছে। সেইন্ট ক্রিস্টোফারের স্ট্যাচু কাত হয়ে পড়ে গেল, তাঁর অসম্মান করা হলো। তবে কেউ পালাতে পারেনি, ঘেরাও করে সব ক'টাকে আমরা ধরেছি। তবে, সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব হতাশ হয়েছি।'

'কেন?'

'না, মানে, আমি অন্য কিছু আশা করেছিলাম। ওরা স্রেফ একদল চরমপন্থী, প্রফেশন্যাল খুনী নয়। তবে প্ল্যানটা মন্দ ছিল না। আপনি ওখানে না থাকলে সর্বনাশ হয়ে যেত। তবে, সিনর রানা, অফিশিয়াল রিপোর্টে বলা হবে কোবরাকে আমি হত্যা করেছি, আপনি নন।'

রানা হাসল। 'তাতে আমি মন খারাপ করব না।'

'আপনার কাজ কিন্তু শেষ হয়নি, সিনর রানা,' বললেন টেমপো। 'ওদের প্ল্যান "এ" ব্যর্থ হয়েছে, এরপর হয়তো "বি, সি, ডি"–অর্থাৎ একের পর এক আঘাত আসতে থাকবে। অফিশিয়াল রিপোর্টে সেজন্যেই আপনার নাম রাখতে রাজি নই আমি। যতই গোপন করা হোক, রিপোর্টটায় চোখ বুলাবার সুযোগ এসএস পাবেই। আপনি ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন জানতে পারলে এরপর প্রথমে ওরা আপনাকেই সরাবার চেষ্টা করবে। আরেকটা কথা, সিনর–'

'বলুন।'

'বহুদিন ধরে আমার কানে কথাটা আসছে, কিন্তু কোন প্রমাণ পাইনি।'

'কি কথা?'

'সিক্রেট সোসাইটির জোট এসএস-এ নাম লেখাতে রাজি নয়, এমন অনেক ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। তারা সবাই সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি। কেউ প্রশাসনের উচ্চ পদে আছেন, কেউ বিচারক বা মন্ত্রী। কিভাবে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে জানেন? টেলিফোনে হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে, জোটে

যোগ না দিলে তাদের ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। হুমকিটা কে দেয় তা জানা যায়নি। নিজেকে সে ছেলেধরা বলে পরিচয় দেয়। মিথ্যে হুমকি দেয় না, দৃষ্টান্ত হিসেবে বেশ কিছু ছেলেকে চুরি করা হয়েছে। বেশিরভাগই শিশু বা কিশোর। নিয়ে যাওয়ার পর আবার ছেড়েও দেয়া হয়, তবে সেই সঙ্গে জানিয়ে দেয়া হয় জোটে যোগ না দিলে আবার তুলে নেয়া হবে, এবং এরপর ছাড়া হবে না, খুন করে গুম করে ফেলা হবে লাশ।'

রানা অন্যমনস্ক। পেশীতে টান অনুভব করল ও। ছেলেধরা? সেন্ট্রাল জেলের কয়েদীরা ব্ল্যাকমেইলার ও ছেলে ধরা বলে কাকে গালিগালাজ করছিল? জেলার লিয়ন খেবরনকে নয়?

ঘটনাটা ইন্টেলিজেন্স চীফকে খুলে বলল ও। শুনে কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন আলফাঁস টেমপো। 'বলেন কি! লিয়ন খেবরন? তার গায়ে তো টোকা দেয়ারও সাধ্য নেই কারও। এ লোক প্রেসিডেন্টের নিকট আত্মীয় যে। ওহ্, গড!'

রানা বলল, 'গায়ে টোকা পরে দেবেন, আপাতত নজর রাখার ব্যবস্থা করবেন। নজর রাখার তালিকায় আরও কয়েকজনের নাম টুকে নিন। পুলিস কমিশনার রিকার্ডো জেসকা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ইফালাফা সিন্ডিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট দুসমন্তে আর ইমপল এস্তাদা।'

নামগুলো লিখে নিলেন টেমপো। 'ধন্যবাদ, সিনর রানা। ভাল কথা, মরক্কোয় তো গেলেন, ওখানে শোকর বদরুদ্দিনকে দেখেননি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওখানে সে যদি থাকেও, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি।'

'এখন সে নিশ্চয়ই আবার স্পেনে ফিরে এসেছে। সে যাই হোক, আপনার ছুটি তো এখনও শেষ হয়নি, তাই না, কাজেই আমি অনুরোধ করব...'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'সমস্যার সমাধান না দেখে আমি ফিরছি না, অন্তত বাদশা নিরাপদে মরক্কোয় না ফেরা পর্যন্ত।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, সিনর রানা। ভাল কথা, দুশো লবিইস্ট-এর ওপরও কড়া নজর রাখছি আমরা। গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পেলে আপনাকে জানাব।'

রাত একটু গভীর হতে টেরেসার প্রিয় নাইট ক্লাবেই ওকে পাওয়া গেল।

'কোথায় ছিলে তুমি?' ঠোঁট ফোলাল কাউন্টেস। 'এরকম রহস্যময় আচরণের মানেই বা কি?'

'না, মানে, ভিড়ের মধ্যে এক লোককে দেখে মনে হলো পরিচিত,' বলল রানা। 'তাকে ধরতে গিয়েই মানুষের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলি। ভুল, চেহারা খানিকটা মিললেও এ সে লোক নয়।'

'রানা, আমি সিরিয়াস। যা জিজ্ঞেস করব, তুমিও সিরিয়াসলি উত্তর দেবে। তুমি কি বোকার মত ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছ? জোটের সঙ্গে?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'হঠাৎ নয়, রানা। বেশ কদিন থেকেই তোমার হাবভাব দেখে কেমন

যেন লাগছে আমার। আমাদের সিক্রেট সোসাইটি সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। বললে বিশ্বাস করবে না, এই সোসাইটিগুলো এমন কি মানুষ পর্যন্ত বলি দেয়!' খপ করে রানার হাত ধরল টেরেসা। 'রানা, তোমার কিছু হলে নিজেকে তো আমি ক্ষমা করতে পারবই না, এমন কি সে কষ্ট সহ্য করার মত শক্তিও আমার নেই। তোমাকে না পাই না পাব, কিন্তু তবু চাইব প্রাণ নিয়ে অন্য কোথাও বেঁচে থাকো তুমি। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ তো? তুমি বরং আমাকে ছেড়ে, স্পেন ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যাও, কিন্তু বোকার মত ওদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ো না।'

'আরে না, তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ...'

'শুধু শুধু ভয় পাচ্ছি? তা হলে ইমপল তোমাকে এমন গরু-খোঁজা করছে কেন?'

'তাই নাকি? কোথায় সে?'

'তুমি নেই দেখে চলে গেল,' বলল টেরেসা, চোখ দুটো ছলছল করছে। 'ভাল কথা, তুমি জানলে কিভাবে আমি এখানে?'

'সন্ধ্যার সময় তুমিই তো বললে, সেভিলের এই নাইট ক্লাবটাই তোমার সবচেয়ে প্রিয়, তাই ঢুঁ মেরে দেখতে এসেছিলাম এখানে তুমি আছ কিনা।' চেয়ার ছাড়ল রানা। 'চলো!'

'কোথায়?' টেরেসা অবাক।

'কোথায়—সে পরে ভাবা যাবে। এস্তাদা আবার এসে পড়ার আগে এখান থেকে পালাই চলো।'

খুশি হয়ে উঠল টেরেসা। 'সেই ভাল। পালাতে আমার মজাই লাগে।'

পালিয়ে কোথায় যাওয়া যায় চিন্তা করছিল ওরা, এই সময় সেভিলের অন্যতম প্রাচীন ও অভিজাত এক পরিবারের তরফ থেকে রানা সহ টেরেসাকে বসন্ত-উৎসব উপলক্ষে দেয়া পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হলো। রানা কিছু বলার আগেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বসল টেরেসা, তারপর রানার মতামত জানতে চাইল। কিন্তু মতামত দেবে কি, তার আগেই গড্ডলিকা প্রবাহ গ্রেফতার করে ফেলল রানাকে—ইটালিয়ান প্রিন্সেস, রুমানিয়ান ডাচেস আর ফ্রেঞ্চ আর্মির সাবেক জেনারেল-পত্নীদের ছোটখাট একটা ভিড়। প্রকাণ্ড একটা রোলস-রয়েসে প্রায় পাঁজাকোলা করে তোলা হলো ওকে, ঝড়ের বেগে অন্ধকারে প্রবেশ করল গাড়ি। প্রায় কোলে বসা এক রুমানিয়ান ডাচেস-এর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা সারাটা পথ, প্রতিটি ঝাঁকিতে বিশাল দুই স্তন ওর নাক-মুখ ঢেকে দিচ্ছে।

'টেরেসা, এরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা, টেরেসা বসেছে সামনের সীটে।

'জেরেজ। আমরা জেরেজে যাচ্ছি।'

জেরেজ? হায় আল্লাহ, জেরেজ তো সেভিল থেকে অনেক দূরের পথ। রানার বিশ্বাস হচ্ছে না ডাচেসের সুগন্ধি আলিঙ্গন অতক্ষণ সহ্য করতে পারবে ও। 'শোনো, টেরেসা, আমাদের আসলে প্রাইভেসি দরকার ছিল...'

'একবার পৌঁছাই তো, প্রাইভেসির কোন অভাব হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, জায়গাটা সত্যি দেখার মত, তোমার ভাল লাগবে। এটাই সম্ভবত একমাত্র জায়গা যেখানে ইমপলকে দেখতে পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। যিনি পার্টি দিচ্ছেন, একজন মারকুইস, তাঁর সঙ্গে ইমপলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক।'

জায়গাটা যে দেখার মত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক হাজার একর ভিনিয়ার্ড-এর মাঝখানে বিশাল এক গথিক ম্যানশন দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িপথের দু'পাশে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ থেকে আসা অভিজাত পরিবারের সদস্যরা গিজগিজ করছে। লর্ড আর লেডিরা পার্টি উপলক্ষে বেপরোয়া হয়ে ওঠার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। অ্যাডমিরাল ও জেনারেলদের দেখা গেল এক পাশে, উদ্দাম মিউজিকের তালে তালে নাচছেন।

'এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে আমাকে! এখানে আমি স্বস্তিবোধ করব বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'কেন, মেহমানরা বেশিরভাগ বুড়ো, তাই?'

ওদের হোস্ট হাজির হলেন। ভেলভেট জ্যাকেট পরা মারকুইস এভেইদোর গালে সাদা দাড়ি।

'রানা একঘেয়েমির শিকার,' তাঁকে বলল টেরেসা। 'আপনি ওকে ওয়াইন সেলার থেকে ঘুরিয়ে আনছেন না কেন?'

রানা ভাবল টেরেসা কৌতুক করছে, কিন্তু মারকুইস এভেইদোর প্রতিক্রিয়া হলো দারুণ উত্তেজক। 'আ গ্রেট প্লেজার! এরকম পুরানো ওয়াইন সেলার গোটা স্পেনে দ্বিতীয়টি নেই। এখানে যে-ই আসে, ওই সেলারের মদ খেয়ে গায়ের সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যাপারটা সত্যি আমি পছন্দ করি না।'

'তাহলে এদেরকে দাওয়াত দেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি দাওয়াত দিই?' মাথা নাড়লেন মারকুইস এভেইদো। হাত তুলে উৎসবমুখর পার্টির বাকি অংশ দেখালেন। 'টেবিলের ওপর কোমর দুলিয়ে ওই যে নাচছে, ওকে দেখছেন? ও হচ্ছে আমার মেয়ে, অন্তত আমার স্ত্রী তাই বলেন, ও নাকি আমারই সন্তান। তো কি রকম সন্তান, শুনবেন? আমি যাদের দুচোখে দেখতে পারি না, বেছে বেছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, হৈ-হল্লা করার জন্যে ডেকে আনে ভিলায়।'

একের পর এক কয়েকটা ডাইনিং রুমকে পাশ কাটিয়ে প্রকাণ্ড একটা কাঠের দরজার সামনে এসে থামল ওরা, দু'পাশের দেয়ালে সশস্ত্র প্রাচীন যোদ্ধাদের মূর্তি খোদাই করা। মান্ধাতা আমলের লোহার চাবি বের করলেন মারকুইস। 'ভিনিয়ার্ড থেকে আরেক দরজা দিয়ে ওয়াইন সেলারে ঢোকা যায়, তবে এটাই সব সময় ব্যবহার করি আমি।'

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ওদেরকে পথ দেখালেন তিনি। পাথুরে মেঝেতে নেমে আসার পর আলো জ্বাললেন। ভিলার নিচে সেলারটা সত্যি দেখার মত। কাঠের বিশাল সব ব্যারেল সারির পর সারি, যত দূর দেখা

যায়, সাজানো রয়েছে। এটা একটা গুহা, এত বড় যে খালি করে দিলে ফুটবল খেলা যাবে। মারকুইস বললেন, 'এখানে আমরা শেরি তৈরি করি।'

'এখানে কি পরিমাণ ওয়াইন আছে?'

'প্রতিটি কাস্ক-এ পঞ্চাশটা ব্যারেল ধরে। সব মিলিয়ে এক লাখ কাস্ক আছে। অর্ধেক তার রপ্তানীর জন্যে। বেশিরভাগই ওলোরোসো, মানে, মিষ্টি। বাকিটা ফাইনো, মানে ফাইন শেরি। এই যে, দেখুন।'

একটা কাস্ক-এর সামনে দাঁড়াল ওরা, আকারে ছোট হাতির মত। ট্যাপ-এর মুখে একটা কাপ ধরলেন মারকুইস, সেটা স্বচ্ছ হলদেটে ওয়াইনে ভরে উঠল। 'যত বেশি সময় দেয়া হবে, শেরি ততই মূল্যবান হয়ে উঠবে। চেখে দেখুন কেমন লাগে।'

আপত্তি তুলে টেরেসা বলল, 'রানা তো এ-সব খায় না...'

'নেশা করার জন্যে খাওয়া নিষেধ,' বাধা দিয়ে বললেন মারকুইস। 'জিভে নিলেই চলবে, না গিললেই হলো।'

জিভেই নিল রানা। 'সত্যি ভাল।'

'হতেই হবে। আমার পরিবার এটায় একশো বছর হাত দেয়নি।'

এই সময় একজন মেইড সার্ভেন্ট এসে বলল, মারকুইসকে তাঁর ছেলে ডাকছে। ওদেরকে তিনি বললেন, 'ইচ্ছে হলে থাকুন আপনারা, ঘুরেফিরে দেখুন।'

মারকুইস চলে যাবার পর টেরেসা মুখ টিপে হাসল। 'কি, তোমার আশা পূরণ হলো? পেলে প্রাইভেসি?'

'ঠিক এরকম প্রাইভেসি চাইনি আমি।'

ঘুরতে ঘুরতে সেলারের শেষ প্রান্তে চলে এল ওরা, বসল উঁচু একটা র‍্যাম্পে। এই র‍্যাম্প ধরেই সম্ভবত ভিনিয়ার্ডে বেরিয়ে যাওয়া যায়। 'ঠিক আছে, এরকম প্রাইভেসি তুমি চাওনি। তবে এ-কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে ইমপলের কাছ থেকে সত্যি আমরা পালাতে পেরেছি।'

'তা হয়তো পেরেছি,' বলল রানা। মনে মনে অবশ্য অন্য কথা ভাবছে—ওর কাছ থেকে কে পালাতে চায়?

অকস্মাৎ একটা আওয়াজ পেল রানা। ভিলা থেকে সেলারে নামার দরজাটা যেন কেউ বন্ধ করে দিল। সম্ভবত মারকুইস ফিরে আসছেন। কিন্তু না, তিনি নন।

একজন নয়, ওরা দু'জন। পেশী ফুলে আছে, চেহারাই বলে দেয় গুণ্ডা-পাণ্ডা। এত দূর থেকেও সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। ধাপে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে তারা, দু'জনের হাতে একটা করে তলোয়ার। 'টেরেসা,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমি কি তোমার বন্ধুদের কাউকে অপমানকর কিছু বলেছি?'

'না, রানা। তবু আমার খুব ভয় করছে। এরা কি চায় বলো তো?'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা, প্যাসেজ ধরে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ড পর ওদেরকে চিনতেও পারল রানা। যে দুটো

গাড়িতে চড়ে মেহমানদের সঙ্গে ওরা ভিলায় এসেছে, সেগুলো এরাই চালিয়ে এনেছে। রানা ও টেরেসাকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল তারা, ছুটে আসছে।

'থামো!' গর্জে উঠল রানা, ল্যুগারটা বের করার জন্যে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল। কিন্তু সেটা নেই। কে দায়ী তা বুঝতে বাকি থাকল না! ঝাঁকির সুযোগ নিয়ে যখন আলিঙ্গন করছিল তখনই ওটা চুরি করেছে ডাচেস। ওটা যে ওর সঙ্গে নেই ড্রাইভাররাও তা জানে, তা না হলে পকেটে হাত ভরতে দেখেই থমকে দাঁড়াত। এখনও ওরা পাঁচ ফুট লম্বা তলোয়ার দুটো মাথার ওপর তুলে ছুটে আসছে।

'টেরেসা, র‍্যাম্প বেয়ে উঠে যাও, ভিনিয়ার্ডে বেরিয়ে যাবার দরজাটা পেয়ে যাবে—যাও, পালাও!'

'প্রশ্নই ওঠে না!' ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে টেরেসার শরীরে। 'তোমাকে ছেড়ে কোথাও...'

'কোন কথা নয়! আগে নিজে বাঁচো, তারপর লোকজন ডাকো। জলদি!'

র‍্যাম্প বেয়ে উঠে যাচ্ছে টেরেসা, লোকদুটোর মুখোমুখি হবার প্রস্তুতি নিল রানা। সঙ্গে ছুরিটা আছে, ওটাই এখন একমাত্র ভরসা। কিন্তু, মুশকিল হলো, ওদের তলোয়ারের নাগালের মধ্যে পৌঁছে ছুরিটা ব্যবহার করার উপায় নেই। কাছের লোকটা যখন দশ ফুট দূরে, রানার হাত থেকে উড়াল দিল ছুরি। লক্ষ্যস্থির করেছিল তার হৃৎপিণ্ডে, লাগলও সেখানে, কিন্তু বিদ্ধ না হয়ে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল। আর্মার্ড ভেস্ট পরে আছে; প্রস্তুতিতে কোন খুঁত রাখেনি ওরা। জবাই হবার ঝুঁকি না নিয়ে ডাইভ দিয়ে একজোড়া কাস্ক-এর মাঝখানে পড়ল রানা, ক্রল করে পাশের প্যাসেজে চলে এল।

'ভিনিয়ার্ডের দিকে দরজাটা বন্ধ করে দাও, বার্লো,' বলল একজন। 'তারপর ধীরেসুস্থে আড়াল থেকে বের করব শালাকে।'

মোজা গুটিয়ে নিচে নামাল রানা, টেপ দিয়ে গোড়ালিতে আটকানো গ্যাস বোমাটা হাতে নিল। মনে মনে একরকম ধরেই নিয়েছে পার্টি ছেড়ে কেউ ওকে সাহায্য করতে আসছে না।

'এই যে শালা এখানে!'

রানার কাঁধ লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল লোকটা। লাফিয়ে সরে গেল রানা ঠিকই, তবু তলোয়ারের ভোঁতা দিকটা ওর বাহুতে ঘষা খেলো। মেঝেতে ড্রপ খেতে খেতে নাগালের বাইরে চলে গেল গ্যাস বোমা।

এবার একপাশ থেকে লোকটা ওর কোমর লক্ষ্য করে তলোয়ার চালিয়েছে, যেন কেটে দু'ভাগ করবে ওকে। ঝট করে বসে পড়ল রানা, ফিনকি দিয়ে শেরি বেরুচ্ছে কাস্ক থেকে। খুনীটা ওর পায়ে কোপ মারল, লাগল না, লাফ দিয়ে কাস্কটার ওপর চড়ে বসেছে ও। তলোয়ার এরপর শুধু পা দুটোকেই টার্গেট করছে, রানাও লাফ দিয়ে এক কাস্ক থেকে আরেক কাস্কে চলে যাচ্ছে।

'কে বলল খুনী? এ ব্যাটা তো ব্যালেরিনা!' ড্রাইভারদের একজন হেসে

উঠল।

রানা ভাবছে, কার কি ক্ষতি করল ও যে খুন করার জন্যে এদেরকে পাঠানো হলো?

এবার কাস্কটার দু'পাশে পজিশন নিল দু'জন। রানা যখন লাফ দিয়ে আরেক কাস্কে চলে যাচ্ছে, দুটো তলোয়ার পরস্পরকে আঘাত করল, একরাশ লাল ফুলকি দেখতে পেল ও।

'এই নাচ তুমি শালা কতক্ষণ নাচবে, চাঁদ? তারচেয়ে নিচে নেমে এসে আমাদের কাজ সহজ করে দাও, তুমিও বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাও।'

লোক দু'জন কাস্ক ধরে ঝাঁকাচ্ছে। রানা ভান করল পাশের কাস্কে লাফিয়ে পড়বে, তা না পড়ে নেমে এল মেঝেতে, সেখান থেকে আরেক কাস্কের মাথায় চড়ল। চড়ল ঠিকই, কিন্তু কিনারা থেকে পিছলে গেল পা, সেগুলো পেন্ডুলামের মত দোল খাচ্ছে। ভাগ্য নেহাতই বিরূপ, পাশের স্তূপ থেকে একটা কাস্ক ঢলে পড়ল ওর গায়ে। পড়ছে দেখতে পেয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলেও, সফল হলো না; বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল আধ টন বোঝা।

'পেয়েছি শালাকে!' তলোয়ার চালাল একজন।

হাতটা সরিয়ে নিল রানা। একটু আগে যেখানে ওর কব্জি ছিল সেখানকার কাঠ দু'ফাঁক হয়ে গেল। আরেক দিক থেকে দ্বিতীয় তলোয়ারটা ওর উরুর কাছাকাছি কোপ মারল। এভাবে কি মৃত্যুকে ঠেকানো যায়? আর হয়তো এক কি দু'সেকেন্ড বেঁচে আছে রানা। অথচ কেন মরতে হচ্ছে জানা নেই!

যেভাবেই হোক পা দুটো তুলতে পারল রানা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে লোক দু'জন হাসছে। আসলে এই সুযোগে দম নিচ্ছে। হাত ও পায়ের সমস্ত শক্তি এক করে বুক থেকে কাস্কটাকে সরাতে চেষ্টা করছে রানা। ওর পিছনের কাস্কটা গোঙাচ্ছে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে; ওটা প্রায় খালি, ভেতরে কলকল শব্দ করছে শেরি। অনুপ্রাণিত রানা ফুসফুসে অক্সিজেন ভরল, হাত দুটোয় আরও শক্তি যুগিয়ে চাড় দিল আবার। পিছনের কাস্ক স্থানচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর থেকে কাত হয়ে পড়ে গেল বোঝাটা, রানার পা মেঝের নাগাল পেয়ে গেল। অবিশ্বাস্য ঘটনা, দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে শত্রুরা, তা না হলে এতক্ষণে শরীর থেকে ওর পা দুটো আলাদা করে দিতে পারত।

'আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এত শক্তি শুধু কোবরার আছে,' ড্রাইভারদের একজন বলল।

প্যাসেজের উল্টোদিকের আরেক সারির কাস্কে চড়ল রানা, লাফ দিয়ে লোকটার মাথার ওপর দিয়ে তৃতীয় সারিতে পড়ল। একটা তলোয়ার পিছু ধাওয়া করলেও, দেরি করে ফেলায় ওর নাগাল পেল না। মেঝেতে নামার পর ছুরিটা কুড়িয়ে নিতে ভোলেনি রানা, পালাবার সময় ভাবছে আবার

কিভাবে ওটা ব্যবহার করা যায়।

'ধাওয়া করে দরজার দিকে নিয়ে চলো, ভিনিয়ার্ডের দিকে,' একজনকে বলতে শুনল রানা।

বুক থেকে কাস্ক সরাবার সময় হাত ও পায়ের পেশীতে বড় বেশি টান পড়েছে, এখন সেগুলো থরথর করে কাঁপছে। ওগুলোকে একটু বিশ্রাম দেয়া দরকার। ঋপ করে একটা কাস্কের ওপর বসে পড়ল রানা। খুনীদের একজন তলোয়ার চলিয়েছে হিসাব কষে, এরপর রানা যেখানে পা ফেলবে। ও বসে পড়ায় কোপটা লাগল সামনের কাস্কে। বসে না পড়ে লাফ যদি দিত, অন্তত একটা পা বিচ্ছিন্ন হতই।

কাস্কে গেঁথে গেছে তলোয়ারের ফলা, ছাড়াতে সময় লাগছে। ওগুলো অসম্ভব ভারী, কাজেই খুনীরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের মন্থর গতির সুযোগ নিয়ে ছুটল রানা। র‍্যাম্প বেয়ে ওপরে উঠছে ও, যাচ্ছে ভিনিয়ার্ড ডোর-এর দিকে, ঠিক যেখানে ওরা তাকে কোণঠাসা করতে চাইছে।

দরজার তালায় ছুরি বাধিয়ে চাড় দিল রানা, কিন্তু কাজ হলো না।

'তুমি নেমে আসবে, নাকি আমাদেরকে ওপরে উঠতে হবে?' র‍্যাম্পের নিচে থেকে জানতে চাইল একজন।

'উঠে এলেই ভাল হয়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। সহজ হিসাব, প্রতিবার একজনের সঙ্গে লড়লে জেতার সম্ভাবনা বাড়ে।

'ঠিক আছে।' একজনের পিছনে একজন, র‍্যাম্প বেয়ে উঠে আসছে খুনীরা। এখন আর হাসছে না, হাঁপাচ্ছে।

এক পা পিছাল রানা, কাস্কগুলোকে বেঁধে রাখা রশিটা এক হাতে ধরল। দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, ধরে নিয়েছে ভয়ে মরে যাচ্ছে রানা।

রশিটা কেটে দিল ও। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎগতি সাপের মত ছুটল রশি, পুলি হয়ে কাস্কগুলো থেকে নিজেকে ছাড়াচ্ছে। লোক দু'জন হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। ব্লক থেকে কাত হয়ে পড়তে শুরু করল কাস্ক।

'না!'

র‍্যাম্প বেয়ে ছুটে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল ওরা। ভারী তলোয়ার ফেলে দিলে বাঁচার একটা সম্ভাবনা হয়তো ছিল, কিন্তু তা তারা ফেলেনি। এক হাজার পাউন্ড ওজনের একটা কাস্ক ঢাল বেয়ে যখন নামে, প্রতি মুহূর্তে গতি শুধু বাড়তেই থাকে। খুনীরা সেটার নিচে চাপা পড়ে গেল, তলোয়ার দুটো উড়াল দিল দেশলাইয়ের কাঠির মত। গড়িয়ে নামার সময় কাস্কটা ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে, জোড়া আর্তনাদ ভোঁতা শোনাল। খুনীদের চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে দিল ওটা। হাড় গুঁড়িয়ে গেছে, দলা পাকানো মাংস শেরিতে ভিজে হলদেটে হয়ে উঠল।

মেঝেতে প্রবাহিত শেরিতে আঙুল ডুবিয়ে চাখল রানা। ধারণা করল, কম করেও একশো দশ বছরের পুরানো।

সাত

'কিন্তু কি কারণে ওরা 'তোমাকে খুন করতে চাইবে?' জানতে চাইল টেরেসা।

'ভাল প্রশ্নই করেছ,' বলল রানা। ভোরের দিকে সেভিলে, নিজেদের নিরাপদ হোটেল রুমে ফিরে এসেছে ওরা। শাওয়ার নিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরেছে, দু'জনের সামনে এখন ধূমায়িত কফি।

'তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী? সে-ও ইমপলের কাছে অস্ত্র বেচতে চায়?' আবার জিজ্ঞেস করল টেরেসা।

'মনে হয় না। কে জানে, ওরা হয়তো আমাকে অন্য কেউ বলে ধরে নিয়েছিল।' রানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'তুমি জানলে কিভাবে এস্তাদা আমার কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে চায়?'

'কি মনে করো তুমি আমাকে?' রেগে উঠল টেরেসা। 'তোমাকে ভালবাসব অথচ তোমার সম্পর্কে কোনও খবরই রাখব না? তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যথা থাকবে না? ইমপলকে আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছি, কেন সে তোমাকে আমার অনুমতি ছাড়া মরক্কোয় নিয়ে গেল। সত্যি কথাই বলেছে সে–অস্ত্র কিনতে চায়। মিথ্যে কথা বললে ধরা পড়ে যেত, কারণ খোঁজ নিয়ে সত্যি কথাটা জানার সোর্স আমার আছে তা সে ভাল করেই জানে। রানা, তোমাকে আমি আবার বলছি, আমি চাই না তুমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো।'

রানা কথা বলছে না।

'বলছ মিসটেকেন আইডেনটিটি। তোমাকে তারা কে মনে করেছিল?'

'তুমি শুধু প্রশ্নই করছ, টেরেসা। এমন সব প্রশ্ন, যার উত্তর আমার জানা নেই।'

অবশ্য কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তরও টেরেসার কাছ থেকে পাওয়া গেছে। যেমন, দু'জন লোক ওয়াইনসেলারে ওকে খুন করছে শোনার পরও পার্টির লোকজন ব্যাপারটাকে কৌতুক বলে ধরে নেয়, টেরেসা অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। মারকুইস আর তার ছেলে জরুরী কি একটা কাজে ভিলা ছেড়ে কোথায় যেন গিয়েছিল, অনেক খুঁজেও তাদেরকে পায়নি টেরেসা। সেলার থেকে ক্লান্ত রানা বেরিয়ে আসার পর ভিলার চাকরবাকরদের নিয়ে আবার ওখানে নেমেছিল সে, কিন্তু জীবিত বা মৃত কাউকেই সেখানে দেখেনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে লাশ দুটো কিভাবে সরাল, কোথায় সরাল, কে সরাল, এ-সব প্রশ্নের অবশ্য কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। শুধু জানা গেছে রোলস-রয়েসের ড্রাইভার দু'জনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'আমার ঘুম দরকার।' হাত ধরে রানাকে বিছানায় তুলল টেরেসা।

আধ ঘণ্টা কাটল, তারপরও জেগে আছে টেরেসা। রানার কানে ফিসফিস করছে সে। 'তোমার ছুটি তো এক সময় শেষ হবে। আমি তখন হ্যাসিয়েন্দায় অথবা মাদ্রিদে ফিরে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, এ-কথা বলার সাহস বা অধিকার কোনটাই আমার নেই। ধরে রাখার শক্তি যখন নেই, তোমাকে হয়তো বিদায় জানাতে হবে আমার। তারপর, দু'তিন বছর অপেক্ষা করব। যখন দেখব তুমি আমার কাছে ফিরছ না, বোকাসোকা দেখে কোন লর্ডকে হয়তো বিয়ে করব আমি। হয় কোন লর্ডকে, নয়তো কোন ধনকুবেরকে।'

'এস্তাদার মত কাউকে?'

'তার প্রস্তাব অনেক আগেই পেয়েছি।'

'এতদিন পর সেটা তুমি গ্রহণ করবে?'

'তুমি ভাল করেই জানো, রানা, আমি তাকে আমার স্বামী হবার উপযুক্ত বলে মনে করি না। চর্বিসর্বস্ব ভালুক আমার পছন্দ নয়।'

বেলা এগারোটার দিকে টেরেসার ঘুম না ভাঙিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। রাস্তার ওপারে, গোয়াডাল কুইভার নদীর তীরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'এখান থেকে বাদশাকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট কোথায় যাবেন?'

'আমাদের পরবর্তী যাত্রাবিরতি মাঞ্চা। মেহমানকে নিয়ে শিকার করবেন উনি। শিকার করার খুব শখ ওনার। কেন, সিনর রানা?'

'কাল রাতে দু'জন লোক আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে।'

'বোঝাই যাচ্ছে ব্যর্থ হয়েছে তারা।'

'তা হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বেঁচে নেই তারা, কাজেই কারণটা তাদের জিজ্ঞেস করতে পারছি না।'

'আমি তদন্ত করে দেখছি।'

'এ-ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন নই, সিনর টেমপো,' বলল রানা। 'আমার ধারণা কোবরা এখনও বেঁচে আছে।'

ইন্টেলিজেন্স চীফ মাথা নাড়লেন। 'সে মারা গেছে, সিনর। আপনি তাকে নিজের হাতে মেরেছেন।'

'যে ফ্লোটের ভেতর ছিল, সে মারা গেছে। লোকটা যদি মারা না যেত, প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে যদি খুন করতে পারত, তারপর পালিয়ে যাবার কতটুকু সম্ভাবনা ছিল বলে মনে করেন আপনি?'

'কোন সম্ভাবনা ছিল না। ওটা তার সুইসাইড মিশন ছিল।'

'ঠিক। এবার জবাব দিন, ঠাণ্ডা মাথার ক'জন প্রফেশনাল সুইসাইড মিশন হাতে নেয়? একজনও নয়। কবরে তো আর আয় করা টাকা খরচ করার উপায় নেই।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে। কোবরা বেঁচে আছে, এ-ধারণার পিছনে আর কি যুক্তি?'

'কাল রাতে দু'জন খুনী যখন আমাকে কোণঠাসা করে ফেলে, আমি

একজোড়া ক্যাঙ্ক-এর মাঝখানে আটকা পড়েছিলাম। নিজেকে মুক্ত করলাম, দেখে ওদের একজন মন্তব্য করল, "আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এত শক্তি শুধু কোবরার আছে"। এর মানে হলো, কোবরা বিপুল শারীরিক শক্তির অধিকারী। এবার ওই লোকটা সম্পর্কে বলুন, ফ্লোটের ভেতর যার লাশ পেয়েছেন। তার আকার-আকৃতির বর্ণনা দিন।'

'পাঁচ ফুট নয় কি দশ। ভাল স্বাস্থ্য।'

'কিন্তু হারকিউলিস নয়।'

চিন্তিত হলেন আলফাঁস টেমপো। 'মানলাম, তা নয়। কিন্তু কোবরা বিপুল শারীরিক শক্তির অধিকারী, এরকম একটা মন্তব্য শুনে এ-কথা ধরে নেয়া চলে না যে সে বেঁচে আছে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির শরীরেও প্রচণ্ড শক্তি থাকতে পারে।

'কাল রাতের ঘটনারও একটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি। কাউন্টেস ডি মন্টানা আপনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এটা ইমপল এস্তাদার ভাল লাগছে না। ওই লোক টাকার কুমির, ক্ষমতারও কোন অভাব নেই। দুশো লবিইস্ট যেমন তার হাতের পুতুল, তেমনি আন্ডারগ্রাউন্ডের খুনীরাও তার কথায় ওঠে-বসে। এবার আপনার কমনসেন্স ব্যবহার করুন। টেরেসার কাছ থেকে আপনাকে সরাবার সহজ উপায় আর কি আছে খুন ছাড়া? এটা স্পেন, সিনর, এ-ধরনের ঘটনা এখানে হরহামেশা ঘটছে।'

এ-প্রসঙ্গে রানা আর কিছু বলল না। তবে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, বলুন তো, স্পেন আর উত্তর আফ্রিকা কি বিশেষ কোন বাঁধনে জড়িয়ে আছে? আমি জানতে চাইছি, স্পেনের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার মিল বেশি, নাকি ইউরোপের?'

আলফাঁস টেমপো কৌতুক বোধ করলেন। 'আপনি জানেন না, এই নদীটার আসল নাম কি ছিল? এটার নাম ছিল ওয়াদি এল কিবির। সেটাকে বদলে আমরা রেখেছি, গোয়াডালকুইভার। কেন, আমাদের প্রায় প্রতিটি চার্চ আসলে পরিবর্তিত মসজিদ। স্পেনকে অল্প একটু খুঁড়লেই আফ্রিকাকে পেয়ে যাবেন আপনি।'

'হুম।'

'আমাদের গাড়ির বহর একটু পরই রওনা হবে, সিনর,' বললেন ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'কাল রাতের ঘটনাটা তদন্ত করার দায়িত্ব অন্য একজনকে দিয়ে যাচ্ছি আমি। মাদ্রিদে ফিরে রিপোর্ট পাব বলে আশা করি। গুড লাক, সিনর।'

রানা বুঝতে পারছে, ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। কোবরা মারা যায়নি, ওকে সেটা প্রমাণ করতে হবে। দশ মিনিট পর রানাও ধাপ বেয়ে রাস্তায় উঠে এল। দেখল রাস্তা পার হয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে টেরেসা।

'কার সঙ্গে কথা বললে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'এখানে তোমার কোন বন্ধু বা পরিচিত কেউ আছে বলে তো শুনিনি।'

'উনি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার,' বলল রানা, হাসছে। 'তোমাকে আমি ভাল একটা ড্রেস উপহার দিতে চাই।'

'বুঝেছি, আমার নিষেধ তুমি শুনবে না, আবার কোথাও যাবার প্ল্যান করছ। শোনো, রানা, দু'চার দিনের মধ্যেই বুল ফাইটিং মরশুম শুরু হতে যাচ্ছে। মাদ্রিদেই সেরা ফাইটগুলো হবে। কবে ফিরবে বলে যাও।'

'ইয়ে, মানে, ঠিক বলতে পারছি না কবে ফিরব...'

রাগে মাটিতে পা ঠুকল টেরেসা। 'তাহলে আমার শেষ কথাটাও শুনে যাও, রানা। আবারও যদি পালাও, ফিরে আসার কষ্টটুকু না করলেও চলবে।'

'মাদ্রিদে আবার আমাদের দেখা হবে, টেরেসা।'

এগিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করল টেরেসা, চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। 'এ আমি কাকে ভালবাসলাম, বলো তো? পরিষ্কার বুঝতে পারছি, নিজের বিপদ ডেকে আনছ তুমি, অথচ আমি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারছি না!'

'ধ্যেত, তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ।'

'শুধু শুধু ভয় পাচ্ছি? তাহলে বলছ না কেন কোথায় যাচ্ছ?'

'বলিনি?' টেরেসার কপালে চুমো খেলো রানা। 'বার্ড-ওয়াচিং-এ যাচ্ছি, টেরেসা। এখন তুমিই বলো, এরচেয়ে নিরাপদ আর কিছু হয়?'

ঠাণ্ডা ওমলেট, রুটি আর বোতলের পানি খেতে খেতে আকাশে মেঘেদের উড়ে যাওয়া দেখছে রানা। লা মাঞ্চার সমতল প্রান্তরে বাতাস খুব ছটফট করছে, এলোমেলো করে দিচ্ছে মাথার চুল। দু'এক মিনিট পরপর একটা গড়ান দিয়ে উপুড় হচ্ছে রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে নজর বোলাচ্ছে রাস্তার ওপর।

হেলিকপ্টারগুলো এলো এক ঘণ্টা পর। মাথার এক মাইল ওপর দিয়ে পাশ কাটাল ওগুলো, একটা প্যাটার্ন ধরে অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের খুঁজছে, যদি কেউ থাকে। গায়ের ওপর কিছু ঝোপ-ঝাড় টেনে নিল রানা, অপেক্ষা করল, যতক্ষণ না যান্ত্রিক ফড়িংগুলো চলে যায়। প্রেসিডেন্ট ও বাদশা শিকারে আসছেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আংশিক দায়িত্ব পালন করছে পাইলটরা।

রাস্তা থেকে চাকার আওয়াজ ভেসে এল। দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল তিনটে ল্যান্ড-রোভার, ওগুলোর পিছনে ট্রাক ভর্তি গ্রাম্য লোকজন। কনভয়টা থামল রানার কাছ থেকে দুশো গজ দূরে। ল্যান্ড-রোভারের আরোহীরা কফি ভর্তি বিশাল একটা ফ্লাস্ককে ঘিরে দাঁড়াল, গ্রাম্য লোকগুলো ট্রাক থেকে নেমে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ফাঁদ তৈরির ধাঁচে ঝাঁক বাঁধল তারা, রওনা হলো প্রান্তরের দুই ধার থেকে, লাঠি দিয়ে ঝোপে বাড়ি মেরে বুনো মুরগি ও খরগোশগুলোকে তাড়িয়ে মাঝখানে নিয়ে আসছে। এই প্রান্তরের মাঝামাঝি কোথাও শিকার আসার অপেক্ষায় থাকবেন প্রেসিডেন্ট ও বাদশা।

গ্রাম্য লোকগুলোকে অনুসরণ করছে সাবমেশিন গান বাগিয়ে ধরা

পুলিস, পাইলটরা দেখতে পেয়ে না থাকলে অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের খুঁজে বের করবে। প্রেসিডেন্ট ও বাদশার সঙ্গী-সাথীরা বন্দুকের পাশে বসে অলস ভঙ্গিতে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। কোবরা যদি বেঁচে থাকে, রানা তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

রাইফেলের বিস্ফোরণ দেহাতি নিস্তব্ধতাকে গুঁড়িয়ে দিল। শিকারিদের কারও প্রথম গুলি, কোন শিকারকে নয়, টার্গেট করেছিল বাতাস লেগে নড়ে ওঠা কোন ঝোপকে। বাদশা ও প্রেসিডেন্টের মাঝখানে একজন অ্যাডজুট্যান্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাঁধে ও হাতে স্মল-ক্যালিবারের রাইফেল ও শটগান।

একটা খরগোশ লাফাতে লাফাতে রানাকে পাশ কাটাল, ওটার পিছন থেকে লাঠি পেটাবার আওয়াজ ভেসে এল। ঝোপের আরও ভেতর দিকে সরে এল ও। ভাগ্যই বলতে হবে লোকটা ওকে তিন ফুট দূর দিয়ে পাশ কাটানোর সময় খরগোশ ছাড়া আর কোন দিকে তাকায়নি। চোখে বিনকিউলার তুলে আবার হান্টিং পার্টির ওপর নজর রাখল রানা।

কোবরার সুযোগ দ্রুত কমে আসছে। সে যদি থাকে, খুব তাড়াতাড়ি আঘাত হানতে হবে। প্রেসিডেন্টের পুরনো একটা অভ্যাস হলো, মাঝপথে ট্যুর বাতিল করে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে যান। তাছাড়া, আঘাত করার জন্যে শিকার অভিযানের চেয়ে আদর্শ সময় আর হয় না। রাইফেলের অতিরিক্ত একজোড়া আওয়াজ কারও মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করবে না, যতক্ষণ না মেজবান ও মেহমান ধরাশায়ী হন।

লাঠি পিটিয়ে বৃত্তটা ছোট করে আনছে ওরা। শিকারীরা এখন প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে গুলি করতে ব্যস্ত। ল্যান্ড-রোভারের পাশে বুনো কবুতর, মুরগি আর খরগোশ জবাই করা হচ্ছে মুসলমানী রীতি অনুসারে, বাদশার একজন এইড মাথায় টুপি পরে নিতেও ভোলেনি। প্রেসিডেন্ট এখনও বসে আছেন, ভাব দেখে মনে হলো একঘেয়েমির শিকার। গোলাগুলি শেষ হতে দেখা গেল গ্রাম্য লোকজন শিকার করা রক্তাক্ত প্রাণীগুলোর পা ধরে ক্যামেরার সামনে পোজ দিচ্ছে। অভিযান আজকের মত এখানেই শেষ।

গাড়িতে উঠে চলে গেল সবাই তারা। যেখানে ছিল সেখানেই শুয়ে থাকল রানা, নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগছে।

বেশ কয়েক মিনিট পর ধীর পায়ে রাস্তায় নেমে এল রানা। ছোট্ট যে গ্রামটায় মেহমানকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট রাত্রিযাপন করবেন সেটা এখান থেকে দশ মাইল দূরে। বিষণ্ণ মনে সেদিকে রওনা হলো।

রানার সামনে গাধার পিঠে বুড়ো এক চাষী। পরনে তালিমারা শার্ট, ট্রাউজারটা পায়ের কাছে ছেঁড়া, তোবড়ানো বুট, পুরনো কালো হ্যাট। দা মাথার সব গরীব চাষীরই এই বেশ। ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বুড়ো। রোদে পোড়া মুখ, টান টান, কয়েকদিন না কামানোয় খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি গজিয়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখে কৌতূহল। রানাকে কাছে আসার সুযোগ দিয়ে গাধাটাকে দাঁড় করাল সে। সামান্য হলেও বিব্রত বোধ

করছে রানা, না মাঞ্চার আঞ্চলিক ভাষায় আলাপ চালানো ওর জন্যে বিব্রতকর হবে।

'হোলা? যাওয়া হচ্ছে কোথায়?' জানতে চাইল বুড়ো, রানাকে শহুরে লোক ধরে নিয়ে সাধ্যমত শুদ্ধ স্প্যানিশ ব্যবহার করছে।

শহুরে বাবুদের উপযোগী পোশাকই পরেছে রানা, তবে খুবই সস্তাদরের; গলায় জড়িয়েছে একটা ব্যানড্যানা। 'যাচ্ছি তো সান ভিক্টোরিয়ায়। তবে ঠিক রাস্তা ধরেছি কিনা তাতে সন্দেহ আছে।'

'আপনি একজন সেভিলানো। পথ হারানো স্বাভাবিক। আমার সাথেই চলুন, সাহেব। আমার গাধা আমাকে ওদিকেই নিয়ে যাচ্ছে।'

বেশ কিছুক্ষণ গাধার পাশে চুপচাপ হাঁটল রানা। একসময় বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'আজ আমাদের এখানে কারা বেড়াতে এসেছেন জানা আছে? আপনার চোখে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েনি?'

'পড়েনি আবার! গোটা আকাশকে শাসন করছিল। এরকম হেলিকপ্টার শুধু শহরেই দেখা যায়।'

'তা দেখার পর কি করলেন আপনি?'

'তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম।'

হেসে উঠে নিজের উরুতে চাপড় মারল বুড়ো। 'এমন সেভিলানো খুব কমই দেখা যায় যে সত্যি কথা বলে। আজকের দিনটা আমার জীবনে ব্যতিক্রম, একজন শহুরে সত্যবাদীর সঙ্গে পরিচয় হলো। শুনুন, সাহেব, গা ঢাকা দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। ওই হেলিকপ্টারগুলো মহামান্য প্রেসিডেন্টের। তিনি তাঁর বিদেশী এক মেহমানকে নিয়ে আমাদের এলাকায় শিকার করতে এসেছেন।'

'কি বলছেন! সত্যি?'

'মিথ্যেকথা আমিও বলি, তবে কোন সত্যবাদীকে নয়। আমার আপন ভাই আর আমার চাচাত ভাই ঝোপে লাঠি পিটিয়েছে। আমরা, এলাকাবাসী, সত্যি সম্মানিত বোধ করছি। তবে কথা আছে। আমরা যারা পেট ভরাবার জন্যে শিকার করি, তাদের জন্যে এই শিকার অভিযান একটা দুঃসংবাদ। বেশ কিছুদিন কোন শিকারই আর পাব না আমরা। তবে, ধরে নেবেন না যে মহামান্য নেতার সমালোচনা করছি। আমি কোনদিনই তাঁর নিন্দা করি না।'

গাধার পিঠ থেকে একজোড়া মোটাতাজা কবুতর ঝুলছে। 'আজ আপনার ভাগ্যও নেহাত মন্দ নয়।'

'ও, এ-দুটোর কথা বলছেন। এগুলো আমি ফাঁদ পেতে ধরেছি। আমাদের নেতা বা তাঁর মেহমান এরকম নাদুসনুদুস কবুতর শিকার করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। সান ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছাই, আমি হয়তো এগুলো ওঁদেরকে উপহার দেব।'

কথা বললে তেষ্টা পায়। একবার থেমে ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি স্যাক থেকে দু'ঢোক করে দেশী মদ খেলো ওরা। তারপর এক সময় সান ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছাল। বিদায় দেয়ার সময় বুড়ো বলল, 'কয়েকটা উপদেশ,

শহুরে বাবু। প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষীরা কেমন হয় জানেন তো না–প্রথমে গুলি করে, তারপর প্রশ্ন। ওদের কাছ থেকে যত দূরে থাকতে পারেন ততই আপনি নিরাপদ। হেলিকপ্টারের পাইলট প্রথমবার আপনাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু তারমানে এই নয় যে দ্বিতীয়বার দেখতে পাবে না।'

'বুঝতে পারছি। ধন্যবাদ।'

ছেঁড়া শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছল বুড়ো। 'এমনি জানতে চাইছি, লা মাঞ্চায় কি কাজে এসেছেন আপনি?'

'কাজে না, কাজের খোঁজে।'

ভুরু উঁচু করে নিজের খুলিতে টোকা মারল বুড়ো, বোঝাতে চাইল রানার মাথায় নিশ্চয়ই ভূত চেপেছে। 'ঈশ্বর আপনার সহায় হোন, সিনর। তাঁর অপার করুণা ছাড়া আপনার কপালে ভোগান্তি আছে।'

বুড়ো কিছু বাড়িয়ে বলেনি। সান ভিক্টোরিয়ায় পুলিস গিজগিজ করছে। রানা যখন মেইন রোডে পা দিল, দশ-বারো জোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুসরণ করল ওকে। চার্চটাই গ্রামের সবচেয়ে বড় বিল্ডিং, ছাদের কিনারায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সশস্ত্র সৈনিক।

মেইন রোড ছেড়ে গলিতে ঢুকে একটা কাফে পেল রানা, ঝোপে লাঠি পেটানো লোকগুলো এখানে বসে লাঞ্চ সারছে। পঞ্চাশ সেন্টিমস দিয়ে এক প্লেট স্টু আর এক বোতল লাল ওয়াইন কিনল ও। কান পেতে থাকায় জানা গেল, পেটব্যথার কারণে প্রেসিডেন্ট আজ সকালে কোন গুলি করেননি। তবে এখন তিনি সুস্থবোধ করছেন। আয়োজন পুরোদমে চলছে, বিকেলে আবার শিকার অভিযান শুরু হবে, তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করবেন যে তাঁর হাতের টিপ সবার চেয়ে ভাল।

একজন বলল, 'কিন্তু খেতে কাজ আছে, আমাকে তো গ্রামে ফিরে যেতে হবে।'

'কাজ কি আমার নেই?' আরেকজন বলল। 'আমার খেতে পানি সেচবে কে?'

'তবে এটা আমাদের জন্যে দুর্লভ একটা সম্মান,' টুপি পরা এক প্রৌঢ় বলল, পাকা দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। 'অন্তত বাদশার মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে নিজেদের খানিকটা ক্ষতি করে হলেও আমাদের থাকা দরকার।'

'সম্মান আর মর্যাদা কি আমার পরিবারকে খেতে দেবে?' প্রথম লোকটা জিজ্ঞেস করল পাশে বসা সুটেডবুটেড লোকটাকে। 'আপনি তো মেয়র, ইচ্ছে করলেই একদল ছেলে-ছোকরাকে ধরে এনে ঝোপে লাঠি পেটানোর কাজটা করাতে পারেন।'

মেয়র যতই হম্বিতম্বি করুন, চাষী লোকগুলো বিকেলের অভিযানে অংশগ্রহণ করতে রাজি হচ্ছে না। এক পর্যায়ে রেগে গিয়ে মেয়র বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাদের এই অসহযোগিতার কথা আমার মনে থাকবে।' দৃষ্টি ঘুরিয়ে একে একে সবার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। 'এই, তুমি!' রানার ওপর তাঁর চোখ আটকে গেল।

নিজের বুকে আঙুল রাখল রানা। 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁরে, গর্দভ, তোকেই বলছি। তোঁকেও ঝোপে লাঠি পেটাতে হবে, বুঝলি!'

'হেঁ-হেঁ, জ্বে-আজ্ঞে।'

'সেভিল থেকে আসা হচ্ছে, তাই না? মজুর? তা কত মজুরি আশা করিস?'

হাত কচলে রানা বলল, 'এক হাজার সেন্টিমস, আর এক বেলা ফাও খাওয়া।'

মেয়রকে সন্তুষ্ট দেখাল। 'এর বেশি চাইলে তোকে পুলিস ডেকে অ্যারেস্ট করাতাম।'

লোক পাঠিয়ে কিছু ছেলে-ছোকরাকে দলে আনা হলো। প্রেসিডেন্ট আর বাদশার দিবানিদ্রা শেষ হতে রানাকে সহ ছোকরাদের তোলা হলো ট্রাকে।

পথ দেখাল ল্যান্ড-রোভারগুলো। এবার প্রান্তরের আরেক দিকে শিকার করা হবে। এদিকটায় ছোট বড় বোল্ডারের ছড়াছড়ি, প্রচুর সাপও নাকি আছে। ল্যান্ড করার আগে প্রেসিডেন্ট ও বাদশাকে নিয়ে ওদের মাথার ওপর দিয়ে কয়েকবার আসা-যাওয়া করল সামরিক হেলিকপ্টারটা।

ঝোপে লাঠি পেটানোর জন্যে রানা যে দলটার সঙ্গে রয়েছে তারা বাম দিক থেকে শুরু করল। প্রতি দশ ফুটের মধ্যে একটা খরগোশ বা বুনো মুরগি পাওয়া গেল। এদিকে কবুতরের সংখ্যা কম, সম্ভবত সাপের পেটে চলে গেছে। পঞ্চাশ ফুট ঝোপ পেটানোর পর থামল রানা, মাটিতে বসে পড়ে জুতো খুলছে। 'তোমরা এগোও, আমি আসছি,' কাছের এক ছেলেকে বলল। 'আমার জুতোয় কাঁকর ঢুকেছে।'

'শহুরে জুতো যে!' হেসে উঠল ছেলেটা। 'তোমার আসলে বুট পরা উচিত ছিল।'

রানাকে পিছনে ফেলে দলটা এগিয়ে গেল। মিছিমিছি জুতো খুলে ঝাঁকাল রানা, তারপর আবার পরল।

'মতলবটা কি তোমার?' হঠাৎ পিছন থেকে জানতে চাইল কেউ।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার ইচ্ছেটা দমন করল রানা। 'জুতোয় কাঁকর ঢুকেছিল।'

'আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলো।'

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, সাবধানে ঘুরল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা প্রেসিডেন্টের একজন বডিগার্ড। রানার চিবুকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল সে। 'তুমি শহর থেকে আসছ।'

'জ্বী, সিনর।'

রানাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে বডিগার্ড। রাইফেল দিয়ে মৃদু বাড়ি মারছে নিজের পায়ে। 'তোমাকে এখানে বেমানান লাগছে কেন? বেকার, চাকরির খোঁজে এসেছ?'

'জ্বী, সিনর।'

জুলফির নিচেটা চুলকাল বডিগার্ড, চোখে তীব্র সন্দেহ। 'পিছিয়ে পড়ার শাস্তি কি জানো? ঠিক আছে, এবারের মত মাফ করা হলো। যাও, দলের সঙ্গে যোগ দাও।'

'যাচ্ছি, সিনর,' বলল রানা, তবে লোকটার দিকে পিছন ফিরল না।

'কি হলো, যাচ্ছ না কেন?' হাসছে বডিগার্ড। 'বুঝতে পেরেছ পিছন ফিরলেই মাথায় রাইফেলের বাড়ি মারব?' হাতের রাইফেল সরাসরি রানার বুকে তাক করল সে।

'মারবেন?' অবাক হবার ভান করল রানা।

'তোমাকে আমার ভাড়াটে খুনী বলে সন্দেহ হচ্ছে,' বলল বডিগার্ড। 'প্রথমে মেরে অজ্ঞান করব, তারপর অ্যারেস্ট। ঘোরো!'

'জী, সিনর, মারুন,' বলল রানা, যেন এমন বোকার বোকা যে ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। এক পায়ে শরীরের ভার চাপিয়ে অপর পা ছুঁড়ল রাইফেল লক্ষ্য করে। গুলি করার জন্যে তৈরি ছিল না বডিগার্ড, ট্রিগারে চাপ না পড়ায় গুলি হলোও না, হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রাইফেল। পুরো একটা পাক খেয়ে আবার লাথি চালিয়েছে রানা, এবার সরাসরি বডিগার্ডের বুকে। পড়ে গেল সে, ডাইভ দিয়ে তার ওপর নেমে এল রানা, শূন্যে থাকতেই হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরিটা।

'তুমি বডিগার্ড নও,' হিসহিস করে বলল রানা, লোকটার গলায় ছুরির ফলা ঠেকাল। 'ইউনিফর্ম চুরি করেছ। তুমিই আসলে ভাড়াটে খুনী।'

'এর পরিণতি...'

খালি হাত দিয়ে তার নাকে দমাদম কয়েকটা ঘুসি মারল রানা। অজ্ঞান শরীরটা টেনে আনল ঝোপের ভেতর। পকেট থেকে নাইলন কর্ড বের করে হাত-পা বাঁধল, মুখে গুঁজে দিল রুমাল, সবশেষে ঠোঁটে টেপ সাঁটল। ইউনিফর্মটা আগেই খুলে নিয়েছে। নিজের পরিত্যক্ত কাপড়চোপড় মাটিতে পুঁতে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে–ইউনিফর্ম পরা একজন প্রেসিডেনশিয়াল বডিগার্ড।

ওদিকে শিকার অভিযান পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। লাঠি পেটার দল সন্ত্রস্ত শিকারগুলোকে ছোট একটা বৃত্তের ভেতর আটকে ফেলেছে। খানিক পরপর ভেসে আসছে গুলির আওয়াজ।

বড় একটা বোল্ডারে চড়ল রানা। চোখে বিনকিউলার তুলতেই দেখতে পেল দু'জন এইড সীট থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে প্রেসিডেন্টকে, আরেকজন তাঁর হাতে একটা অস্ত্র ধরিয়ে দিল। হাসি পেলেও হাসল না রানা: বাঙালীরা এরকম বুড়ো অথর্ব কাউকে দেশের প্রধান নির্বাহী হিসেবে মেনে নেবে কিনা সন্দেহ। বুড়ো অবশ্য বাদশা হাসানও হয়েছেন, কিন্তু শিরদাঁড়া খাড়া করে তাঁর দাঁড়ানোর ঋজু ভঙ্গি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। রানা জানে, ল্যান্ড-রোভার থেকে এদিকে তাকালে আরোহীরা ওকে দেখতে পাবে, তবে পরনে বডিগার্ডের ইউনিফর্ম আর হেলমেট থাকায় কারও মনে কোন সন্দেহ জাগবে না।

শুটিং গ্রাউন্ডে ছুটন্ত একটা খরগোশকে দেখা গেল। প্রেসিডেন্ট তাঁর হাতের লাইট-গেইজ শটগানটা তুললেন। গুলি অবশ্য তিনি একা নন, বাদশাও করলেন। কার গুলি লাগল না বলা মুশকিল, তবে হোঁচট খেলো খরগোশটা, ডিগবাজি খেয়ে উপুড় হয়ে গেল, মারা গেছে।

বাকি শিকারীরা হাততালি ও উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। হাত তুলে তাদেরকে থামতে নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর বাদশার পিঠ চাপড়ে দিলেন: স্বীকার করলেন, খরগোশ মারার কৃতিত্ব তাঁর নয়, মেহমানের। শুটিং কেস থেকে আরেকটা শেল তুলে নিলেন তিনি, দেখাদেখি বাদশাও।

হঠাৎ একটা কবুতরকে দেখা গেল, ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে। শটগান তুলে লক্ষ্যস্থির করলেন প্রেসিডেন্ট। বাদশা রাইফেল নামিয়ে অপেক্ষা করছেন। প্রেসিডেন্ট গুলি করলেন, পাখি পড়ে গেল।

লাঠি পেটার দলের প্রায় সবাই মাটিতে বসে গুলি করা দেখছে এখন। প্রেসিডেন্ট বা বাদশা গুলি করলেই বাহবা দিচ্ছে তারা।

দিগন্তে চোখ বুলাল রানা। বোল্ডার আর ঝোপ-ঝাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। তারপর, চোখ থেকে বিনকিউলার যখন নামিয়ে নেবে, হঠাৎ কি যেন একটা নড়ে উঠতে দেখল।

রানার ডান দিকে, শুটিং পার্টির উল্টোদিকে, এক সারিতে অনেকগুলো বোল্ডার। ওগুলোর একটাকে বেমানান লাগছে কেন? ভাল করে তাকাতে রানা দেখল, বোল্ডারটার কান আছে, সেই কান নড়ছেও। তারপর উপলব্ধি করল, ওটা বোল্ডারই নয়, বোল্ডারের পাশে একই রঙের একটা গাধা দাঁড়িয়ে–যতবার গুলি হচ্ছে ততবার ঝাঁকি খাচ্ছে গাধার কান।

ঝোপের আড়াল নিয়ে সেদিকে কিছুটা এগোল রানা। গুঁড়ি মেরে বসে থাকা লোকটাকে এখন দেখতে পাচ্ছে ও। চমক আর কাকে বলে! এ তো সেই বুড়ো, গ্রাম্য চাষী, ওর সঙ্গে আজই যার দেখা ও আলাপ হয়েছিল সান ভিক্টোরিয়ায় যাবার পথে। বোঝাই যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে দেখার কৌতূহল দমাতে পারেনি বুড়ো। কিংবা হয়তো আপন ও চাচাতো ভাইকে দেখতে ইচ্ছে হওয়ায় চলে এসেছে।

লোকটা যেখানে গুঁড়ি মেরে বসে আছে তার পাশের একটা ঝোপ থেকে আকাশে উঠল একটা কবুতর। ওটার ওপরে ওঠার ধরন বড়ই অদ্ভুত। একদম খাড়া উঠে যাচ্ছে। দেড় দুশো গজ ওঠার পর স্থির হলো ওটা, যেন কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। তারপর ল্যান্ড-রোভারগুলোর উল্টোদিকে রওনা হলো। রওনা হলো ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন ইতস্তত করছে, ডানা ঝাপটানোর মধ্যে নির্দিষ্ট কোন ছন্দ বা সাবলীলতাও নেই। তারপর, বেশ বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে ফিরে আসতে শুরু করল। আবার দিক না বদলালে শুটিং পার্টির মাথার ওপর পৌঁছে যাবে ওটা।

এতক্ষণ ওটাকে খালি চোখে দেখছিল রানা। বিনকিউলার দিয়ে তাকাতে দেখল কবুতরের মুখ ও গলা আড়ষ্ট হয়ে আছে, চোখের মণি স্থির। বুঝে ফেলল, কবুতর বা পাখি নয়, ওটা আসলে খেলনা একটা, ভিতরে

তাজা বোমা। বিনকিউলার ঘুরিয়ে বুড়ো চাষার দিকে তাকাল রানা। লোকটা এখন আধশোয়া ভঙ্গিতে রয়েছে, তার সামনে একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটারের ডায়াল, হাত দিয়ে সেই ডায়াল ঘোরাচ্ছে সে।

উড়ন্ত বোমা শূটিং পার্টির দিকে এগোচ্ছে, দূরত্ব খুব বেশি হলে তিনশো গজ। বোমার গতি মন্থর হলেও, প্রেসিডেন্ট আর বাদশার মাথার ওপর পৌঁছতে এক থেকে দেড় মিনিটের বেশি লাগবে না।

হাতের রাইফেল তুলে পাখিটার পেটে লক্ষ্যস্থির করল রানা। গুলি লাগায় যদি বিস্ফোরিত হয়, তিনশো গজ দূরে দাঁড়ানো ল্যান্ড-রোভারের আরোহীদের কেউ আহত হবে বলে মনে হয় না।

পাখিটা যখন রানার মাথার ওপর, ট্রিগার টেনে দিল ও। মাটি থেকে একশো গজ ওপরে পাখিটা নয়, যেন বিস্ফোরিত হলো সূর্যটাই। বিস্ফোরণের ধাক্কায় রানার হাত থেকে ছিটকে পড়ল রাইফেল। রানা নিজেও উঠে গেল শূন্যে। ব্যাপারটা স্লো-মোশন ডাইভ দেয়ার মত লাগল ওর, তবে কাঁধ আর মাথা মাটিতে যখন পড়ল, মনে হলো শরীরের প্রতিটি হাড় গুঁড়িয়ে গেছে। মাটিতে ঘষা খেয়ে পঞ্চাশ ফুট ছুটে গেল শরীরটা, মাংসে কামড় বসাল কাঁটাঝোপ। শরীরটা যখন গড়াচ্ছে, রানা তখন নিজের হাত-পা গুনতে ব্যস্ত। বোল্ডারে ধাক্কা খেলো ও, মেঝেতে ডিম পড়ার সঙ্গেই শুধু তার তুলনা চলে।

আট

সাদা কালো স্বপ্ন। উদ্বিগ্ন একটা মুখ, কাঁচা-পাকা ভুরু। ফিসফিস করে সাহসী হবার পরামর্শ। কথা বলার চেষ্টা করলেও, নিজেকে বোবা মনে হলো রানার। তারপর ডাক্তাররা এলেন। ব্যান্ডেজ। বিছানার পাশে বোতল আর টিউব। চাদর খসখস করছে, যান্ত্রিক একটা পাখির পালক যেন।

ঘুম ভাঙার পর বিছানায় উঠে বসল রানা। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী মাসুদ রানাকে দেখতে পেল, হসপিটাল গাউন পরে রয়েছে, তাসত্ত্বেও সাধারণ কোন লোক বলে মনে হচ্ছে না। বেডের পাশে একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন আলফাঁস টেমপো।

'পার্থিব জগতে স্বাগতম।'

'কোত্থেকে?'

'সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।'

'কতক্ষণ?'

'কোমায় ছিলেন তিনদিন। চিন্তা করবেন না, হাত-পায়ের সবগুলো আঙুল ঠিকঠাক আছে। স্থায়ী কোন ক্ষতিই হয়নি। মগজে খানিকটা ধাক্কা লেগেছিল, সেইসঙ্গে কিছু ফার্স্ট ডিগ্রী বার্ন। তবে উদ্ধার করার সময় আপনার বেহাল অবস্থা দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আল্লার কাছে

হাজারো শোকর আমার ভয়টা অমূলক ছিল।'

'আপনার মুখে আল্লাহর নাম?'

'স্পেনে শতকরা চল্লিশজন মুসলমানের বাস,' বললেন আলফাঁস। 'ওদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার মুখস্থ।' চেয়ার ছেড়ে জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলেন। বাইরে তাকাতে পুয়ের্টা দেল সোল-এর ট্র্যাফিক জ্যাম দেখতে পেল রানা। ও মাদ্রিদের একটা হাসপাতালে রয়েছে। 'আপনার মুখ, নাক আর চোখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট বা বাদশার সামনে সম্মানীয় মেহমান হিসেবে হাজির করার উপযোগী কোনক্রমেই বলা যায় না। ওঁদের কাছ থেকে আমি সময় চেয়ে নিয়েছি।'

'ধন্যবাদ। ছাড়া পাব কখন? আমার কাজ আছে।'

রানাকে ঠেলে শুইয়ে দিলেন ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'আপনি এখন বিশ্রামে। ডাক্তাররা এখনও হিসাব মেলাতে পারছেন না, কিভাবে টিকে গেলেন আপনি।'

'স্প্যানিশ ডাক্তার?'

'স্প্যানিশ এয়ার ফোর্স ডক্টরস। বিস্ফোরণের সবচেয়ে কাছে ছিলেন একমাত্র আপনি, গ্র্যাভিটি স্ট্রেইনস শরীরটাকে ছিঁড়ে ফেলেনি, এটাই আশ্চর্য। ওঁরা বলছেন, আপনি বিশেষ কোন ধাতুতে গড়া।'

'সেজন্যেই আমার আর বিশ্রাম না নিলেও চলে।'

'প্লীজ! এই অবস্থায় আপনাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছি জানতে পারলে আপনার বস্ আমাকে খুন করার জন্যে আততায়ী পাঠাবেন, আমি নিশ্চিত। উনি তিনবার ফোন করে আপনার খবর নিয়েছেন। ভাল কথা, কি ঘটেছিল?'

কোবরা আর তার যান্ত্রিক পাখির কথা ব্যাখ্যা করল রানা। ব্যাখ্যা শেষে বলল, 'আমি তার ছদ্মবেশ ধরতেই পারিনি। আবারও সে ফিরে আসবে, জানা কথা। তাকে থামানো যায়নি, শুধু দেরি করিয়ে দিতে পেরেছি।'

'আপনাকে কি সে চিনে রেখেছে?'

'হ্যাঁ, আমার কাভার ফেটে গেছে। ভাল কথা, বডিগার্ডের কি অবস্থা?'

'আপনার পাশের কামরায় রয়েছে সে, তবে সুস্থ হতে সময় নেবে। প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে বাঁচিয়েছেন শুনে আপনার ওপর তার কোন রাগ নেই।'

রানার চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে। 'আপনি গ্লুকোজের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়েছেন, সিনর টেমপো।'

'তা না হলে আপনি সম্ভবত হাসপাতাল থেকে পালাতেন। ভয় নেই, মেহমানকে নিয়ে আজ রাতে প্রাসাদেই থাকবেন প্রেসিডেন্ট। সফর নতুন করে শুরু হবে আবার কাল। ওঁরা অবশ্য এখনও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'মানে? ওঁরা কি...?'

'হ্যাঁ, প্রথমবার এসে ওঁরা আপনাকে কোমায় দেখেছেন।'

আরও কি সব বললেন ইন্টেলিজেন্স চীফ, কিন্তু তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে রানা।

আবার ঘুম ভাঙল রাতে। ড্রেসিং টেবিলের ঘড়িতে দশটা বাজে। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট, সুস্থ হয়ে ওঠার সুনিশ্চিত লক্ষণ। বেডে লাগানো সুইচে চাপ দিল রানা।

একজন ডাক্তার ঢুকলেন কেবিনে।

'নার্সরা কি ধর্মঘট করেছে?'

'এটা রেসট্রিকটেড ওয়ার্ড, সিনর।' রানার চার্টে চোখ বুলিয়ে মুখে একটা থার্মোমিটার গুঁজে দিলেন ডাক্তার।

সেটা মুখ থেকে বের করে ফেলল রানা। 'মুখোশ কেন? আমি কি সংক্রামক?'

'প্লীজ, থার্মোমিটারটা মুখে দিন,' কর্কশ শোনাল ডাক্তারের গলা। 'আপনি হয়তো সংক্রামক নন, তবে আমার সর্দি লেগেছে।'

বেডের পাশে ঝুলে থাকা গ্লুকোজের বোতলটা চেক করলেন ডাক্তার। ওটা খালি হয়ে গেছে। তার বদলে নতুন একটা বোতল ঝুলিয়ে দিলেন।

থার্মোমিটারটা আবার মুখ থেকে বের করল রানা। 'বেল বাজাবার কারণ হলো, আমার খিদে পেয়েছে। নিরেট খাবার চাই আমার।'

আবার প্রায় জোর করে থার্মোমিটারটা রানার মুখে ঢুকিয়ে দিলেন ডাক্তার। 'অ্যান্টিশক-এর চিকিৎসা চলছে আপনার, কাজেই সলিড কোন ফুড আপনাকে দেয়া নিষেধ। নতুন আরেকটা বোতলের মুখ খুললেন। টিউব হয়ে রানার হাতে ঢুকছে স্বচ্ছ তরল পদার্থ। ডাক্তারের বাচনভঙ্গি কেন যেন রানার চেনা চেনা লাগল।

'অফিশিয়াল রিপোর্টে আমার অসুস্থতা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।'

'ঝট করে বিছানায় উঠে বসল রানা। 'কি বলতে চান আপনি?'

এই প্রথম রানার দিকে সরাসরি তাকালেন ডাক্তার। চোখ দুটো ঘোলা, তবে বুদ্ধিদীপ্ত। না মাথার সেই বুড়ো চাষার চোখও এরকম ছিল। 'তুমি! তুমি কোবরা!'

'এবং তুমি মাসুদ রানা। আমি জানতাম, ওরা আমার বিরুদ্ধে সেরা লোকটাকেই পাঠাবে। সে ব্যক্তি তুমি হতে পারো বলে সন্দেহ করেছিলাম, তবে নিশ্চিত হয়েছি আজ রাতে। শিকার অভিযানের সময় তোমার কৃতিত্ব সত্যি প্রশংসার দাবিদার, সেজন্যে তোমাকে আমি কংগ্রাচুলেশন জানাই। তবে, দুঃখিত, তোমার ভাগ্যকে কংগ্রাচুলেট করতে পারছি না–ওটার আয়ু শেষ হয়ে গেছে।'

'তুমি আমার ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? কিন্তু আমার তো ধারণা এই হাসপাতালে তুমিই আটকা পড়েছ...' রানার জিভ ভারী হয়ে এল, কথা

জড়িয়ে যাচ্ছে। 'তু-তুমি...' আচ্ছন্ন দৃষ্টি বোতলে উঠে গেল, টিউব হয়ে বোতলের তরল পদার্থ ওর হাতে ঢুকছে। '...সোডিয়াম পেন...'

'সোডিয়াম পেনটোথাল। ঠি- ধরেছ!' কোবরা মাথা ঝাঁকাল। 'ভাল একটা ট্রুথ সেরাম, তবে জেনারেল অ্যানেসথেটিক হিসেবেও দারুণ। জানতাম জিনিসটা এখানে পাওয়া যাবে।'

হাত থেকে টিউবটা খুলে ফেলার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু মস্তিষ্কের নির্দেশ ওর হাত পালন করতে রাজি হচ্ছে না।

কোবরা মুখোশ খুলে ফেলল। মুখের বুড়োটে ভাব, কোঁচকানো চামড়া, অদৃশ্য হয়েছে। এ মুখের বয়স অনেক কম। 'প্লেন ক্রাশের পর স্প্যানিশরা কুরিয়ারকে হারিয়ে ফেলায় আমি বুঝতে পারি প্ল্যানটা ফাঁস হয়ে যাবে। তখনই ধরে নিই, আমার পিছনে লাগানো হবে কাউকে। তারপর, যখন ফ্লোটের ভেতর লোকটার লাশ পাওয়া গেল, নিজেকে আমি বললাম, এ নিশ্চয়ই মাসুদ রানার কাজ।'

দেড়ে লাগানো সুইচে পরপর তিনবার চাপ দিল সে। তারপর আবার বলল, 'না মাথায় তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ। তোমার স্থানীয় ভাষায় কোন খুঁত ছিল না। তোমাকে সরিয়ে দিতে আমার খারাপও লাগছে, যোগ্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাচ্ছি। তবে এ-কথাও ঠিক যে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাছাড়া, যারা আমাকে ভাড়া করেছে তারা যখন শুনবে যে তুমি নেই, নিশ্চয়ই আমাকে মোটা টাকা বোনাস দেবে...'

'কারা তোমাকে ভাড়া করেছে, কোবরা?'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল কোবরা। 'জেনে তোমার লাভ কি, রানা? শোকর বদরুদ্দিনকে তুমি চিনবেও না।'

'মারাই যখন যাচ্ছি, আমাকে জানালে তো তোমার ক্ষতি নেই। শোকর বদরুদ্দিন কার হয়ে কাজ করছে?'

'তার পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা আমাকে দেয়া হয়নি,' বলল কোবরা। 'তবে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে, ছেলেধরা আর দুশো লবিইস্ট-এর সাহায্য নিয়ে স্পেনের গণ্যমান্য সব কটা মাথাকে বশ করেছেন তিনি, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাদের সাহায্য নিয়েই স্পেন ও মরক্কোর শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিতে যাচ্ছেন...'

কোবরা আরও যদি কিছু বলে থাকে, মাথার ভেতর শোঁ শোঁ আওয়াজ হওয়ায় রানা তা শুনতে পেল না। অস্পষ্টভাবে শুধু অনুভব করল, ওর মাথাটা চাদরে ঢেকে দেয়া হলো, কেউ মারা গেলে যেমন দেয়া হয়। তারপরও কিছু কিছু আওয়াজ ঢুকল কানে। কেবিনে কে বা কারা যেন ঢুকল। সচল একটা টেবিলে তোলা হলো ওকে। ও কি এখন লাশ? ওকে কি এখন মর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? টেবিলটা সচল হলো।

কোবরার হাত থেকে প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে রানা বাঁচিয়েছে, কিন্তু তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে একটা আঙুলও নাড়তে পারল না।

নয়

নাকে পশুর গন্ধ প্রথম আভাস দিল' সে মরেনি। এ দুর্গন্ধ যেমন উৎকট তেমনি ঝাঁঝাল। গায়ে মাথায় একটা ক্যানভাস ঢাকা থাকায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তবে মাথার ভেতর শোঁ শোঁ আওয়াজটা থেমে গেছে, আঙুলগুলোও নাড়তে পারছে অবাধে।

ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না। ইতিমধ্যে ছয় ফুট মাটির নিচে পচতে শুরু করার কথা ওর। হয় কোবরা তার সিদ্ধান্ত বদলেছে, নয়তো জ্যান্তই কোথাও ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ক্যানভাসটা তুলল রানা। না, কোবরা কোন ভুল করেনি। একটা বুলরিঙ কোরাল-এ রয়েছে ও, ছ'টা ফাইটিং বুলের সঙ্গে। টেরেসার হাসিয়েন্দায় বাচ্চা যে ষাঁড়গুলোর সঙ্গে ওকে লড়তে হয়েছিল, এগুলো সেরকম নয়। পূর্ণ-বয়স্ক খুনী একেকটা, বাচ্চাগুলোর তুলনায় আকারে দ্বিগুণ, জোড়া শিঙের মাঝখানে তিন ফুট ব্যবধান। সবচেয়ে কাছেরটা ওর প্রায় গায়ে পা দিয়ে আছে।

অত্যন্ত ধীরে ও সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল রানা। কোরাল-এর উল্টোদিকে ওটা। সন্দেহ নেই, বাইরে থেকে তালা দেয়া। ওই পথে পালাবার কোন উপায় নেই।

কোরালের দেয়াল সাদা চুনকাম করা ইঁটের গাঁথুনি, পনেরো ফুট উঁচু, হাত বা পা রাখার মত কোন খাঁজ বা গর্ত নেই। বন্ধ দরজা ছাড়া বেরুবার আর কোন পথও দেখা যাচ্ছে না। কোবরার ফাঁদ নিখুঁত।

মেঝেতে অল্প কিছু খড় পড়ে আছে, ষাঁড়গুলো তাই চিবাচ্ছে। বক্সারদের মতই, পেটে খিদে নিয়েই রিঙে যাবে ওগুলো। দেখে শান্তশিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে, পালে একসঙ্গে থাকায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে। লড়াই শুরু হবার অল্প একটু আগে ওগুলোকে আলাদা করে যার যার পেন-এ রাখা হবে। কোরাল কীপাররা না আসা পর্যন্ত নড়াচড়া না করাই রানার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে তা প্রায় অসম্ভব। ষাঁড়দের দৃষ্টিশক্তি প্রখর না হলেও, ঘ্রাণশক্তি প্রবল।

একটা রোন দৈত্য নাক দিয়ে খড় ঠেলছে। কালো একটা ষাঁড় দুই পা ফাঁক করে ছড়ছড় করে পেচ্ছাব করল। আরেকটা দানব কোরালের দেয়ালে ঘষে শান দিচ্ছে শিঙে। দিনের শেষে এই অবিশ্বাস্য কিলিং মেশিনগুলো মারা যাবে, তবে এই মুহূর্তে তারা সম্রাট।

একটা ষাঁড় ক্যানভাসে পা রেখে দেয়ালে পেশীবহুল কাঁধ ঘষতে শুরু করল। রোনটা খড় চিবাচ্ছে, মাঝে মধ্যে লম্বা জিভ বের করে গোলাপী নাক চাটছে। অন্য একটা ষাঁড় হেঁটে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চমকে ওঠার কারণ ঘটলেও নিজেকে রানা সময়মত সামলে নিতে

পারল। সবচেয়ে কাছের ষাঁড়ের পাঁজরে ব্র্যান্ডটা দেখতে পেল ও–একজোড়া বজ্র, এসএস। অপ্রীতিকর হলেও, কোবরার রসবোধ আছে।

তবে এটা রানার এই মুহূর্তের উদ্বেগ নয়। রোনটা ক্রমশ কাছে সরে আসছে, যেন একটা ভ্যাকিউম ক্লিনার নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আলগা খড় পরিষ্কার করছে। মাটি আর ক্যানভাসের মাঝখানে সরু এক চিলতে ফাঁক দিয়ে রানা দেখতে পেল, বিশাল দুই চোখের দৃষ্টি ক্যানভাসের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওর লাশ দেখে কি ভাববে কোরাল কীপার? খুব একটা অবাক হবে বলে মনে হয় না। অ্যামেচার বুলফাইটাররা গোপনে বুলরিঙে ঢুকে নিজেদের দক্ষতা পরীক্ষা করার লোভ সামলাতে পারে না। এভাবে অনেকে মারাও যায়। রানাকে তাদেরই একজন বলে ধরে নেয়া হবে।

লাল ষাঁড়টা ইতিমধ্যে ক্যানভাসের তলায় প্রায় মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার জিভ মাটিতে পিছলাচ্ছে; তারপর ওটা রানার হাতের নাগাল পেয়ে গেল, লালায় ভিজে গেল আঙুলগুলো।

নাক টেনে পিছিয়ে গেল ওটা। বাকি ষাঁড়গুলো ঘাড় ফেরাল, তাকিয়ে আছে ক্যানভাসের দিকে, ছয় জোড়া কান আড়ষ্ট। দু'একটা শুয়ে ছিল, এবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক্যানভাসের কাছে ফিরে এসে ভেতরে শিং ঢোকাল রোনটা, হালকা গুঁতো মারছে রানার পাঁজরে। শিঙের ডগা ছুরির মতই ধারাল। পরমুহূর্তে দানবটা ভরাট গলায় ডেকে উঠল, প্রচণ্ড শক্তিতে মাথা ঝাঁকিয়ে গা থেকে খুলে নিল ক্যানভাস কাভার।

বাকি ষাঁড়গুলোর প্রতিক্রিয়া হলো বৈদ্যুতিক। এই কাজের জন্যেই বুলরিঙে পাঠানো হয় ওগুলোকে–একজন মানুষকে খুন করতে। কেইপ হিসেবে ব্যবহারের জন্যে শার্টটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল রানা। টিকে থাকার সম্ভাবনা কি পরিমাণ হাস্যকর জানে ও, নোংরা এই একটা শার্টই ওর একমাত্র হাতিয়ার। শিরায় কিছুটা সোডিয়াম পেনটোথাল থেকে যাবার কথা, তবে অ্যাড্রেনালিনের অকস্মাৎ বেড়ে যাওয়া প্রবাহ সেটাকে অকেজো করে দিয়েছে।

লাল ষাঁড়টা, আধ টন ওজন, হামলা চালাল। চোখের সামনে শার্ট দুলিয়ে ওটাকে একপাশে সরিয়ে দিল রানা। গায়ে ঘষা খেলো কাঁধ, ছিটকে দেয়ালে পড়ল ও।

দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ছে রানা, বাঁকা শিং নিয়ে কালো দ্বিতীয় ষাঁড়টাকে দেখা গেল হামলার জন্যে পাঁয়তারা কষছে। ও পুরোপুরি সিধে হয়েছে কি হয়নি, মাথা লক্ষ্য করে শিং চালাল ওটা। মাথা নিচু করল ও, এলোমেলো পা ফেলে কোরালের মাঝখানে সরে এল।

তৃতীয় ষাঁড় আক্রমণ করল পিছন থেকে। মোচড় খেয়ে তার পথ থেকে সরল রানা, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে, কোন রকমে হাঁটু গাড়ল মেঝেতে। এবার ছুটে এল চতুর্থ দানব, শার্টটাকে অনুসরণ করে। ওটার পিছনের একটা পা ওর পেটে লাগল, ফুসফুসে বাতাস বলে আর কিছু থাকল না।

একটা ষাঁড়ও ডাকছে না বা পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে না; কারও মধ্যে কাপুরুষতার কোন রকম লক্ষণ নেই। অন্তত এই কোরালে সেরা ষাঁড়গুলোকেই রাখা হয়েছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হলো রানা, পাশ কাটাল পঞ্চম ষাঁড়কে। টর্পেডোর মত ছুটে গিয়ে আরেক ষাঁড়ের গভীরে শিং ঢুকিয়ে দিল সেটা। পালে একটা শৃঙ্খলা ছিল, এইবার সেটা ভেঙে পড়ল।

বুকে গাঁথা শিং নিয়ে ষাঁড়টা পড়ে গেল, গর্জন করছে। মাথাটা সামনে পিছনে মোচড়াচ্ছে, কিন্তু মৃত্যু অতি দ্রুত ছায়া ফেলছে চোখে। বেরিয়ে আসা রক্ত কলকল আওয়াজ করছে, ভাসিয়ে দিচ্ছে মেঝে, মেঝে হয়ে উঠছে পিচ্ছিল আর উষ্ণ।

রানার দিকে ছুটে এল রোনটা, খেদিয়ে নিয়ে এল কোরালের দেয়ালে। শিং দিয়ে যখন সরাসরি গাঁথার চেষ্টা করল, ওটার মাথা ধরে ঝুলে পড়ল রানা। তারপর যখন পিছিয়ে যেতে শুরু করল নতুন করে হামলা চালাবার মতলব নিয়ে, মাটিতে পড়ে শরীরটা গড়িয়ে দিল ও।

রক্তের গন্ধে কোরালের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, তাতে ষাঁড়গুলো আরও খেপে উঠল। ওগুলোর লক্ষ্য এখন আর শুধু রানা নয়, পরস্পরকেও খুন করার চেষ্টা করছে। শিংবিদ্ধ আরেকটা ষাঁড় আছাড় খেলো। ঘোঁৎ করে আওয়াজ ছেড়ে আবার সিধে হলো সেটা, শিং ঝাঁকাল, লড়াই না করে মরতে রাজি নয়।

পিছন থেকে একটা শিং রানার মাথায় আঘাত করল, ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল ও। ওর পাশের শক্ত মাটিকে গভীরভাবে চিরে দিল শিং। গড়িয়ে মেঝেতে পিঠ দিল রানা, চোখের সামনে দেখতে পেল লালচে নাক, গোলাপী নাক, লালচে চোখ আর একজোড়া বেয়নেট সদৃশ্য শিং। একটা পা পেরেকের মত মাটির সঙ্গে গেঁথে রেখেছে ওকে।

অকস্মাৎ কাতর ডাক ছেড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল রোনটা। কালো একটা ষাঁড় ওটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, শিং দিয়ে খুঁচিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে আনছে। কোরাল আরও গরম হয়ে উঠল, দুর্গন্ধে টেকা দায়। রোনটাকে শেষ করে কালো ষাঁড় ঘুরল রানার দিকে।

টেরেসা যেমন বলেছিল, হাজার বছর ধরে প্রজনন প্রক্রিয়ার ফসল এই উন্মাদ খুনীরা। মাথা নিচু করে হামলা চালাল কালো ষাঁড়। ওটার চোখে শার্ট ছুঁড়ে লাফ দিল রানা। ক্লাসিক গ্রীক কৌশল হয়তো বলা যাবে না, তবে ষাঁড়টার দুই শিঙের মাঝখানে এক পা দিয়ে নামল ও। অপর পা ওটার কাঁধের ফোলা পেশীতে ঠেকিয়ে আরেক লাফ দিল, এবার দেয়াল লক্ষ্য করে।

কাঁধ পর্যন্ত প্রায় ছয় ফুট ষাঁড়টা। রানার সঙ্গে দেয়ালের মাথার ব্যবধান নয় ফুট। হাত লম্বা করে দিয়ে দেয়ালের কিনারা ধরে ফেলল ও। আঁচড়েপাঁচড়ে মাথায় উঠছে, চোখ থেকে শার্টটা সরিয়ে ফেলল ষাঁড়, হামলা চালাল ঝুলন্ত পা লক্ষ্য করে। ইঁটের গাঁথুনি থেকে প্লাস্টার খসে পড়ল।

ষাঁড়টা দেরি করে ফেলেছে। দেয়ালের মাথায় উঠে আধ খোলা হয়ে থাকল রানা। ঘুরে গিয়ে বাকি ষাঁড়গুলোর মুখোমুখি হলো শত্রু। ওটা বাদে আর মাত্র একজোড়া বেঁচে আছে। একটার মুখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। সম্ভবত আহত বলেই বাকি দুটো সেটাকে আক্রমণ করল, খেদিয়ে নিয়ে এল দেয়ালের গায়ে। কোণঠাসা হয়ে শিং ঝাঁকাতে শুরু করল ওটা, শিঙের ডগা ঢুকিয়ে দিল কালো ষাঁড়টার ঘাড়ে। এরপর তিনটে ষাঁড় পরস্পরের গায়ে শিং ঢোকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, রানার কথা একেবারেই ভুলে গেছে। ওর নিচে দেয়ালে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে ওগুলো, থরথর করে কাঁপছে দেয়াল। কালো ষাঁড়টা হার মেনে নিয়ে পড়ে গেল। বেঁচে আছে আর মাত্র দুটো, ক্লান্তিতে জিভ বেরিয়ে পড়েছে, ফিরে এল কোরালের মাঝখানে। যেন অদৃশ্য কোন সঙ্কেত পেয়ে আবার খেপে উঠল ওগুলো, আক্রমণ করল পরস্পরকে। দু'জোড়া শিঙের সংঘর্ষ কামানের বিস্ফোরিত গোলার মত শব্দ করছে।

বারবার পিছিয়ে আসছে, তারপর ছুটে যাচ্ছে পরস্পরের দিকে। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে চোখের দৃষ্টি, নাক-মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, পাঁজরের ফাঁকে নতুন নতুন গর্ত তৈরি হচ্ছে, অথচ থামাথামির লক্ষণ নেই, শিঙে শিং বাধিয়ে মোচড়াচ্ছে অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি দিয়ে। অবশেষে দেখা গেল দুটোর একটা হার মানল। প্রথমে এক হাঁটু গাড়ল মাটিতে, তারপর আরেকটা। বিজয়ী ষাঁড় ওটার নরম পেটে শিং ডোবাল বারবার। পেট থেকে শিংটা বের করে যখন ঝাঁকাচ্ছে, রক্ত আর গোবর বৃষ্টির মত ছুটে এসে লাগছে দেয়ালে।

প্রতিদ্বন্দ্বী মারা যাবার পর কোরালের মাঝখানে ফিরে এল অবশিষ্ট একমাত্র ষাঁড়। বিজয়ীর গর্ব নিয়ে চারদিকে তাকাল ওটা—চার দেয়ালের মাঝখানে পড়ে আছে পাঁচটা নিহত খুনী।

দেয়ালের মাথায় সিধে হলো রানা, সাবধানে পা ফেলে কোরাল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

দশ

অভিজাত রেস্তোরাঁ লাম্বাডা-য় বসে একটা লবস্টার খেলো রানা, সঙ্গে ডাবল স্কচ। শেরাটনের স্যুইটে ফিরে বিশ্রাম নিল সন্ধে পর্যন্ত, মিনি রেডিওটা অন করে দীর্ঘ একটা রিপোর্ট দিল আলফাঁস টেম্বপোকে, তারপর বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল, ইমপল এস্তাদার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তার ভিলায় যাচ্ছে। টেরেসার বন্ধু এই শিল্পপতি ছাড়া ওর হাতে আর কোন সূত্র নেই। প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে বাঁচাতে হলে কোবরাকে তো ওর ঠেকাতেই হবে, তবে এই কাজে খানিকটা সময় পাওয়া যাবে বলে ওর ধারণা। রানা জানে, একজন কোবরাকে খুন করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, টাকা

ঢাললে একের পর এক ভাড়াটে খুনী যোগাড় করা সম্ভব।

দুনিয়া জুড়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে এস্তাদা, ভিলাটা তার উত্থানের প্রতীকচিহ্ন হিসেবে আলোকমালায় ঝলমল করছে। শ্বেতপাথরে তৈরি বিশাল প্রাসাদ, এভিনাইডা জেনারালিসিমো-এর পাশে ব্যক্তিগত একটা পার্কের ভেতর। বাগানে প্রাইভেট আর্মির ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র প্রহরীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, গাড়িপথে ঝাঁক ঝাঁক মার্সিডিজ আর রোলস-রয়েস দাঁড়িয়ে। এস্তাদা পার্টি দিচ্ছে।

অতিথিদের তালিকায় রানার নাম না দেখে হেড বাটলার ঘেমে গেল, তবে এস্তাদা নিজেই গেটে বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানাল রানাকে। পেটমোটা শরীর নিয়েও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর সে, হ্যান্ডশেকের পর রানাকে বুকে টেনে নিল। দরজার বাইরে থেকে বলরূমে তাকাল রানা। কয়েকজন বিজনেস ম্যাগনেটকে চিনতে পারল, সবাই তাঁরা সস্ত্রীক এসেছেন, গা ভর্তি হীরে বসানো অলঙ্কার। সামরিক, বিমান ও নৌ-বাহিনীর অনেক কর্তাব্যক্তিকেও দেখল রানা।

'এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ রাতেই আপনি দয়া করে গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন,' এস্তাদা আজ বিনয়ের অবতার। 'পরিস্থিতি আক্ষরিক অর্থেই টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে, সিনর রানা। সোনায় সোহাগা হবে, এখন শুধু যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। কি সিদ্ধান্ত নিলেন, আপনাকে আমরা নিজেদের মধ্যে পাচ্ছি তো?'

'আমি এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।'

'দেখা যাক আপনাকে আমি প্ররোচিত করতে পারি কিনা।'

ওকে নিয়ে বলরূমে ঢুকল এস্তাদা। একটা ভায়োলিন কোয়ার্টেট লাইভ মিউজিক পরিবেশন করছে। বরফ ঠাসা সারি সারি বালতিতে শ্যাম্পেন ভর্তি ম্যাগনাম।

'এ হলো মাদ্রিদ সোসাইটির ক্রীম,' সগর্বে বিড়বিড় করলেন শিল্পপতি এস্তাদা।

গোলগাল আকৃতি, পরে আছে টাক্সিডো, চেয়ার ছেড়ে ওদেরকে সম্মান জানাল; টাক্সিডোর গায়ে সামরিক পদক গিজগিজ করছে। 'সিনর রডরিগুয়েজ বারকা, ফ্যাল্যানজিস্টদের লীডার।' এস্তাদা রানাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের নতুন অ্যাসেট। শেভারের পরিণতি সম্পর্কে আপনাকে বলার সময় ওঁর কথাই উল্লেখ করেছিলাম আমি।'

'পরিচিত হয়ে আনন্দ পাচ্ছি,' বললেন জেনারেল বারকা। তাঁর পাশে বসা দু'জন লোককে জার্মান বলে মনে হলো রানার, সম্ভবত আর্মি অফিসারই। 'আপনি তাহলে শেভারের জায়গায় আসছেন?'

'দশজন শেভার, সমান সমান একজন মাসুদ রানা—এভাবেই আমি তুলনা করতে চাই,' বলে বসে থাকা দুই জার্মানের দিকে তাকাল এস্তাদা। 'নো অফেন্স। আমি জানি আর্মিতে যখন ছিলেন আপনারা, শেভার ছিল আপনাদের এইড।'

'অতীত যদি তিক্ত হয়, আমরা তা ভুলে যেতে চাই,' জার্মানদের একজন বলল। 'আমরা ভবিষ্যতে বিশ্বাসী।'

রানাকে নিয়ে আরেকটা সেটীর দিকে এগোল এস্তাদা। এটায় বসে রয়েছে সাদা আলখেল্লা পরা একজন মরক্কান, মাথার আবরণে কালো ও লাল বর্ডার, চোখে গাঢ় চশমা। সেটী ছেড়ে ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে। এস্তাদা মুচকি একটু হেসে পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি মরক্কোর স্বনামধন্য বিদ্রোহী নেতা, শোকর বদরুদ্দিন, আমাদের পরম মিত্র।'

'আপনার প্রশংসায় সিনর এস্তাদা পঞ্চমুখ,' শোকর বদরুদ্দিন বলল। 'নিশ্চয়ই আপনি খুব গুণী ব্যক্তিই হবেন। মাঝে মধ্যে ভাবি, সিনর এস্তাদা আপনাকে আমাদের আদর্শ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কতটুকু কি বলেছেন।'

'খুব কম।'

'তাহলে ধরে নিতে হবে, সব কথা খুলে বলার সময় বা সুযোগ এখনও তিনি পাননি,' মন্তব্য করল মরক্কোর বিদ্রোহী নেতা শোকর বদরুদ্দিন।

ব্যাপারটা রানা মেলাতে চেষ্টা করল। প্রথমে রানাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি এস্তাদা, কাজেই সব কথা খুলে বলার প্রশ্ন ওঠেনি। ওকে মরক্কো থেকে ঘুরিয়ে আনার পর, রানার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, তখনও ওর সঙ্গে টেরেসা থাকায় মন খুলে কথা বলার সুযোগ পায়নি। আজ সুযোগ হয়েছে, কাজেই রানাকে প্রভাবিত করার জন্যে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, উদ্দেশ্য রানাকে দলে টানা। কোবরা ওকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাতে এদেরকে বরং খুশিই মনে হচ্ছে।

চোখ থেকে চশমা খুলে রানাকে ভাল করে দেখল শোকর বদরুদ্দিন। 'রাষ্ট্রীয় সীমান্ত বাড়ানো বা দুটো দেশকে এক করতে চাওয়া হালকা কোন বিষয় নয় যে যার সঙ্গে পরিচয় হবে তাকেই সব কথা খুলে বলব আমরা। সত্যি কথা বলতে কি, সফল হতে চাইলে মুখে কুলুপ এঁটে থাকার কোন বিকল্প নেই। তবে আপনাকে কতটুকু কি বলা হবে, সেটা আমি সিনর এস্তাদার ওপরই ছেড়ে দিলাম।'

'ধন্যবাদ, শোকর,' ছোট্ট করে মাথা নোয়াল এস্তাদা।

রানাকে নিয়ে আরেকদিকে চলে এল এস্তাদা, দেশী-বিদেশী আরও কিছু শিল্পপতি, রাজপরিবারের সদস্য, সামরিক কর্মকর্তা ও তাদের স্ত্রী বা মিসট্রেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। রাজপরিবারের সদস্য-সদস্যারা কেউই সৌজন্য বিনিময়ের জন্যে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় দিতে পারল না, বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ছুটে চলে গেল বুফে টেবিলের দিকে। রানা ঠিক উপলব্ধি করতে পারল না খাদ্যবস্তুর প্রতি এত কেন আকর্ষণ তাদের।

রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল এস্তাদা, তার প্রতিপক্ষ আলোচকরা বেশিরভাগই জেনারেল। একটু পরই ওদের আলোচনার বিষয় বদলে গেল, উত্তর আফ্রিকার ট্যুরিস্ট মার্কেট সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব তথ্য-উপাত্ত মুখস্থ বলে যাচ্ছে এস্তাদা। রানার সন্দেহ হলো,

রিয়েল এস্টেট আর ট্যুরিস্ট মার্কেট ওদের অসৎ পরিকল্পনার কোডনেম হতে পারে।

দুই দেশকে এক করার ষড়যন্ত্রে উপস্থিত সবাই অংশগ্রহণ করছে, এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। অনেকেই এ-সম্পর্কে কিছুই জানে না। বেশিরভাগ অতিথিকে দেখা গেল প্লাজা দে টোরোস-এ ছ'টা ষাঁড়ের রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করছে।

'একঘেয়েমির শিকার মনে হচ্ছে?' রানার সামনে উদয় হলো টেরেসা, সঙ্গে হাবাগোবা চেহারার একজন লর্ড।

'এরকম কোন অভিযোগ হোস্ট-এর জন্যে অবমাননাকর।'

'লর্ড রডরিকো, আমাকে এক গ্লাস শ্যাম্পেন এনে দিতে পারেন?'

টেরেসার প্রৌঢ় সঙ্গী অনুগত গৃহভৃত্যের মতই ছুটে চলে গেল শ্যাম্পেন আনতে।

'রানা, মাই লাভ, তুমি কি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেলে? আমি জানি, আমার কথা তুমি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারো না, অথচ কোথায় গিয়েছিলে বা কেমন আছ এই খবরটা পর্যন্ত দাওনি আমাকে। বলবে কি, আমার অপরাধটা কোথায়?'

রানা তাকে একটা সিগারেট অফার করল। আগুন ধরাচ্ছে, টেরেসার দৃষ্টি আগুনের শিখা ভেদ করল। 'নাকি আমাকেও তোমার একঘেয়ে মনে হয়েছে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে, সুরে ক্ষীণ অভিমান।

রানা বলল, 'আসলে, সত্যি কথাটাই বলি–তুমি আমার ওপর রেগে আছ, এই ভয়ে যোগাযোগ করিনি।'

'আমাকে যদি তুমি এখানকার এই শোকসভায় নিয়ে আসতে, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিতাম। সেভিল থেকে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'ব্যবসা পাবার ধান্দায় এখানে সেখানে ঢুঁ মারছিলাম। জানোই তো, সাইড বিজনেসে ছুটি নেই।'

'মিথ্যুক। তুমি আসলে অ্যাডভেঞ্চার ভালবাস, আর তাই বোকার মত বিপদে জড়িয়ে পড়ছ–আমি পইপই করে বারণ করা সত্ত্বেও। চলো, পালাই এখান থেকে–রডরিকো ফিরে আসার আগেই।'

দেখা গেল এস্তাদার ভিলার প্রতিটি কোণ টেরেসার চেনা। মখমলের একটা পর্দা সরিয়ে লুকাল ওরা, তারপর দুই প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তিনতলার একটা হলরুমে।

'তুমি কি এখানেও ব্যবসার ধান্দায় আছ, নাকি আমাকে দেয়ার মত খানিকটা সময় হাতে আছে?'

'তুমি আমার জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর এলিমেন্ট, টেরেসা।'

রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল টেরেসা, ঠোঁটে কৌতুক, চোখের তারায় দুষ্ট হাসি। 'কি বলতে চাও, লাভার বয়?'

'এখানকার কিছু লোক আমাকে ভাল ব্যবসা দেয়ার অপেক্ষায় আছে, অথচ আমি এখানে তোমার সঙ্গে সময় নষ্ট করছি।'

'অল ওঅর্ক অ্যান্ড নো প্লে···' ছুটতে শুরু করল টেরেসা, রানার হাতটা ছাড়ছে না।

হলের প্রতিটি দরজায় ঠেলা দিল টেরেসা, সবগুলো ভেতর থেকে বন্ধ। এক সময় অবশ্য একটা কামরা খালি ও খোলা পাওয়া গেল। টেরেসা জানাল, এটা গেস্টদের জন্যে বরাদ্দ করা। বিছানার চাদরটা দেখে মনে হলো এখনও কেউ ব্যবহার করেনি।

আধঘণ্টা পর আবার যখন নিচে নেমে এল ওরা, এস্তাদা কাতর দৃষ্টিতে দেখল ওদেরকে। 'আমার বিজনেস পার্টনারকে নিয়ে কোথায় পালিয়েছিলে তুমি, কাউন্টেস?' জোর করে হাসল সে, চোখ থেকে ঈর্ষার ভাবটুকু গোপন করতে পারল না।

'রানা তোমার বিজনেস পার্টনার?' তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করল টেরেসা। 'হোক, তাতে আমার কিছু বলার নেই।' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল সে। 'কিন্তু তার আগে আমার বন্ধু ও। এমন বন্ধু এবং···থাক, সে তুমি বুঝবে না।' যেন চোখের পানি লুকাতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'আমাকে মাফ করতে হবে, পাউডার রুমে যাচ্ছি।' এক রকম ছুটেই চলে গেল সে।

হাত দুটো বারবার মুঠো করছে আর খুলছে এস্তাদা। চারপাশে অতিথিরা নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। 'কাউন্টেস অত্যন্ত মুডি। ওকে খুশি করা সহজ কাজ নয়।'

ঝোঁক চাপলেও, ভিমত পোষণের ইচ্ছাটাকে দমন করল রানা। 'আপনি যা-ই বলুন, টেরেসাকে আমার ভাল লাগে। আমার বস্ আমাকে লন্ডনের অফিসে বসতে বলছেন, কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে মাদ্রিদেই একটা অফিস খুলব।'

'সে-কথা কি টেরেসা জানে?' আনাড়ি স্কুলছাত্রের উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল এস্তাদা।

'কে, টেরেসা? ওই তো আমাকে থেকে যেতে বলছে।'

একটা সিগার ধরাল এস্তাদা, চিন্তা করার জন্যে সময় নিচ্ছে। তার মাথায় টেরেসা প্রসঙ্গ এলে ক্ষমতায় আরোহণের বিশাল স্বপ্ন পর্যন্ত ভেঙে যাবার উপক্রম করে। 'কি করলে স্পেন ত্যাগ করতে রাজি হবেন আপনি?'

'আপনি কি আমাকে ঘুষ সাধছেন?'

চারপাশে চোখ বুলিয়ে অতিথিদের দিকে তাকাল এস্তাদা। 'কত, সিনর রানা? সেটা আপনাকে কমিশনের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে।'

'ধন্যবাদ, না। কোম্পানিই আমাকে যথেষ্ট কমিশন দেয়। আমি আসলে অপেক্ষা করছি ভাল কোন অ্যাকশন শুরু হবার আশায়। ভেবেছিলাম, আপনি কিছু একটা শুরু করতে যাচ্ছেন, কিন্তু পট্যাশ মাইন বা রিয়েল এস্টেট ডেভলপমেন্টে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি উত্তেজনা চাই।'

রানার কথাগুলো এস্তাদার জন্যে সিদ্ধান্তে আসতে সহায়ক হলো। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

প্রথমে সে নিশ্চিত হয়ে নিল, শোকর বদরুদ্দিন বা জেনারেল

মডরিগুয়েজ বারকা ওদেরকে হলরুম ত্যাগ করতে দেখছে না। বাদকদলকে পাশ কাটিয়ে একটা হলরুমে ঢুকল ওরা, দেয়ালে শিল্পী রুবেনস-এর ন্যুডস ঝুলছে। সেখান থেকে চলে এল মেহগনির প্যানেল লাগানো একটা স্টাডিতে। বুককেসের প্রতিটি বই মরক্কান লেদারে মোড়া, কাভারে ইমপল এস্তাদার মনোগ্রাম আঁকা। এক কোণে ছোট একটা বার, পাশে ওয়ার্ল্ড গ্লোব। ফায়ারপ্লেসের ওপর ঝুলছে বংশধারা সম্বলিত ছক, ফ্রেমে বাঁধানো। একদিকের প্রায় পুরো দেয়ালের দৈর্ঘ্য জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা অ্যান্টিক ডেস্ক। পরিবেশে টাকা আর ক্ষমতার গন্ধ। 'ভেরি নাইস,' বিড় বিড় করল রানা।

'তারচেয়েও বেশি কিছু। আপনি অ্যাকশন চেয়েছেন। আমি আপনাকে এমন অ্যাকশনের স্বাদ পাইয়ে দিতে পারি যা আপনি কোনদিন কল্পনাও করতে পারেননি। অন্য ভাষায় এ-কথা আগেও একবার আপনাকে আমি বলেছি। এখন আমি তার প্রমাণ দেব।'

মেঝেতে, তার পায়ের কাছাকাছি, নিশ্চয়ই কোন বোতাম আছে। ডেস্কের পিছনের দেয়াল ওপরে উঠে গেল। দেয়ালের বদলে এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে স্পেন আর মরক্কোর একটা আলোকিত মানচিত্র। লাল বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে রোটা, টোরেজন সহ স্পেনে যতগুলো আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি আছে। নিঃসঙ্গ একটা বৃত্ত দেখা গেল সিডি ইয়াহিয়া-র ওপর, অ্যাটলাস মাউন্টেনে। বেশ কয়েকটা নীল বৃত্তও রয়েছে; ওগুলো চিহ্নিত করছে গুরুত্বপূর্ণ স্প্যানিশ ও মরক্কান সামরিক ঘাঁটি।

প্রতিটি বৃত্তের কাছে একজোড়া বজ্র আঁকা—এসএস। তারই একটায় আঙুল রাখল এস্তাদা। 'আমাদের ফোর্সেস। ট্রেনিং পাওয়া বাহিনী, দুই দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। নিজেদেরকে আমরা সানগ্রে সাগরাডা বলি। ইচ্ছে করলে আপনিও আমাদের একজন হতে পারেন।'

স্প্যানিশ ভাষায় সানগ্রে সাগরাডা মানে হলো 'পবিত্র রক্ত'। শব্দ দুটো এস্তাদা এমন সুরে উচ্চারণ করল, ওগুলো যেন ধর্মীয় কোন মন্ত্র।

'সাতশো বছর ধরে স্পেন আর উত্তর আফ্রিকা এক জাতি আর এক দেশ ছিল। সে সময় আমরা ছিলাম দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। বিচ্ছিন্ন হবার পর দু'পক্ষই দুর্বল হয়ে পড়ি। এই দুর্বলতায় দীর্ঘকাল ভুগছি।

'এখন, আমরা প্রাচীনতম কয়েকটা পরিবার, নতুন করে ইতিহাস রচনা করার প্রস্তুতি নিয়েছি। স্পেনের পবিত্র রক্ত আমাদের মাতৃভূমিকে আবার মহান একটা রাষ্ট্রে পরিণত করবে। কেউ, কোন কিছু, আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে না।'

'শুধু প্রেসিডেন্ট আর বাদশা বাদে।'

'প্রেসিডেন্ট!' এস্তাদার উচ্চারণে নগ্ন ঘৃণা। 'এক কথায়, তাঁর ব্যাপারে আমরা হতাশ। তাঁকে আমরা স্বপ্ন দেখাতে ব্যর্থ হয়েছি। লবিইস্টদের দিয়ে, কেবিনেট সদস্যদের দিয়ে, বিদেশী দূতদের মাধ্যমে তাকে আমরা সম্রাট

হবার প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু বড় কোন চিন্তা তাঁর মাথায় ঢোকে না। কারণটা কি? আসলে তিনি ভীতু। আমেরিকান আর ব্রিটিশ জুজুর ভয়ে কুঁকড়ে থাকেন। কাজেই তাঁকে আমরা বাদ দিয়েই প্রস্তুতি নিয়েছি। আর বাদশার কথা না তোলাই ভাল। তাঁর কোন সার্ভিস বা সহযোগিতা আমাদের দরকারই নেই। কানটি ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলে পালাতে দিশে পাবেন না, তার আগেই যদি নিহত না হন।

'প্রশ্ন উঠতে পারে, মরক্কোকে কেন আমাদের দরকার? দরকার মিনারেল ওয়েলথ-এর জন্যে। স্পেনকে আবার দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে মরক্কোর মাটির তলায় যে খনিজ পদার্থ আছে তা ব্যবহার করতে হবে। লবিইস্টরা আমাদেরকে জানিয়েছে, ঠিক জায়গামত আঘাত করতে পারলে প্রশাসনের প্রতিটি মাথা আমাদের পক্ষে চলে আসবে। এসএস জোট প্রস্তাব দিয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে ওরা সম্রাট ঘোষণা করতে চায়। শোকর বদরুদ্দিনকে সানার গভর্নর হিসেবে নিয়োগদান করতে আপত্তি নেই আমার। তারপরও ভাগাভাগি করার জন্যে ক্ষমতার পরিমাণ কম নয়, তার একটা ভাগ ইচ্ছে করলে আপনিও পেতে পারেন।'

হেঁটে তার পাশে চলে এল রানা, চোখ তুলে মানচিত্রের দিকে তাকাল। এস্তাদার প্ল্যানে অদ্ভুত একটা যুক্তি আছে। প্ল্যানটা যদি সফল হয়, পবিত্র রক্তের উত্তরাধিকারীরা মেডিটারেনিয়ানকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বিদেশী ঘাঁটিগুলো যদি তারা দখল করতে পারে, একে একে আরও বড় সাফল্য অর্জিত হবে। রাতারাতি সুপারপাওয়ার হয়তো হতে পারবে না, তবে দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী একটা রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। যুক্তিসঙ্গত স্বপ্ন, তবে এ স্বপ্ন শুধু একজন পাগলই দেখতে পারে। 'বেশ, মানলাম, বহু লোককে দলে টানতে পেরেছেন,' বলল রানা। 'কিন্তু প্ল্যানটা সফল করতে হলে যে বিপুল টাকা লাগবে, তা কোত্থেকে আসবে?'

এস্তাদা হাসল। 'আপনি বোধহয় জানেন না যে উত্তর আফ্রিকাকে আমরা একাই শুধু এক করার স্বপ্ন দেখি না।'

'জানি। ফরাসীরাও এই স্বপ্ন বহুদিন থেকে দেখে আসছে। ও.এস.এ.।'

'হ্যাঁ। ওদের এই সংগঠন নতুন নয়। ওরাই তো দ্য গলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। বহুবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু খুন করতে পারেনি। ওই সংগঠন আমাদের সঙ্গে আছে। শুধু যে লোকবল দিয়ে সাহায্য করছে, তা নয়, ফান্ড দিয়েও সাহায্য করছে। আর আছে নাৎসীরা—মানে, নাৎসীদের পরবর্তী প্রজন্ম। বিজয়ী হবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, সিনর রানা। আর ওরা যে বিভিন্ন দেশে সোনার পাহাড় লুকিয়ে রেখেছে তা কে না জানে বলুন। ওই পাহাড় ভেঙে কিছু সোনা আমাদেরকে দেবে ওরা।'

'কিসের বিনিময়ে?'

'বিনিময়ে আমরা ওদেরকে সংগঠন পরিচালনা করার অনুমতি দেব। স্পেন থেকে নাৎসীযমকে দুনিয়ার বুকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালাবে ওরা।'

'এভাবে চরমপন্থী জার্মানদের আসন গেড়ে বসতে দিলে ভবিষ্যতে তার ফল কি শুভ হবে?'

'এসএস জোট আসলে নির্ভেজাল স্প্যানিশ অর্গানাইজেশন। অর্থাৎ স্প্যানিয়ার্ডরাই নতুন রাষ্ট্রকে শাসন করবে। কোন সংগঠন যদি বাড়াবাড়ি করে, সেটাকে নিষিদ্ধ করতে কে আমাদেরকে বাধা দেবে? এই মুহূর্তে ওদের সাহায্য একান্তই দরকার আমাদের, কারণ ওরা এক্সপার্ট লোকজন যোগাড় করে দেবে। ওই এক্সপার্টদের সাহায্যেই আমেরিকান ঘাঁটিগুলো দখল করব আমরা।'

'ঘাঁটিগুলো দখল করা কি এতই সহজ?'

'প্ল্যান যদি নিখুঁত হয়, কঠিনই বা হবে কেন? প্রতিটি ঘাঁটিতে অসংখ্য প্লেন আছে, ধরুন সে-সব প্লেনের পাইলটরা আমাদের নির্দেশ মত কাজ করবে। নিউক্লিয়ার উইপনগুলোও যাতে আমাদের হাতে চলে আসে, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তা যদি সম্ভব হয়, আপনিই বলুন, আমেরিকার কি করার থাকবে? তারা কি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে?' এস্তাদা মাথা নাড়ল। 'না। তারা বরং আমাদের শর্ত মেনে নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হবে।'

'থিওরি-হিসেবে মন্দ নয়...'

'এটাকে আপনি স্রেফ একটা থিওরি বলছেন? শুনুন তাহলে। একজন লোককে ভাড়া করা হয়েছে। এরইমধ্যে এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করছে সে—প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে। সরকারী পক্ষের এক এজেন্ট বাধা হয়ে দাঁড়াতে তার চেষ্টা সফল হয়নি, অন্তত সে-কথাই বলা হয়েছে আমাকে। শুনলাম, সরকারী ওই এজেন্ট বেঁচে নেই।' নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল এস্তাদা। 'আপনাকে কথাটা বলেই ফেলি, শুনে ভারি মজা পাবেন। এক সময় আমরা ভেবেছিলাম ওই সরকারী এজেন্ট সম্ভবত আপনিই। অন্তত আমার খুবই সন্দেহ হয়েছিল। আরে, আপনি তো দেখছি হাসছেন না!'

'আমার ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কি যেন বলছিলেন? প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে খুন করতে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন।'

'ব্যর্থ হয়েছি একবার। ওই অপারেশনের নাম ছিল অলিভ ব্রাঞ্চ। কিন্তু অপারেশন ঈগল অ্যান্ড অ্যারো ব্যর্থ হবে না। ওই অপারেশন সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিশ জনগণকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসব আমরা। এখন আমাদের দরকার একজন যোগ্য লোক, যিনি আমাদের মরক্কান ফোর্সকে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি আজ রাতেই আমার ব্যক্তিগত জেট নিয়ে মরক্কোয় চলে যেতে পারেন। ওখানে তৈরি হয়ে আছে কয়েক কোম্পানি প্যারাট্রুপার, আপনি ওদের কমান্ডার হতে পারেন। প্যারাট্রুপার পছন্দ না হলে দশ হাজার পদাতিক বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করুন। এবার জানান, আপনার দাম কত?'

জবাব দিতে সময় নিচ্ছে রানা, আসলে মানচিত্রে চিহ্নিত ফোর্সগুলোর

সাইট মুখস্থ করে নিচ্ছে।

'সিনর রানা?' এস্তাদার কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল।

'ইমপল এস্তাদা, যান, বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ুন; দুটো অ্যাসপিরিন খেতে ভুলবেন না। তারপর, কাল সকালে, তখনও যদি মানসিক জ্বরটা থাকে, আমাকে ফোন করবেন। এরকম উদ্ভট প্ল্যান জীবনে কখনও শুনিনি। একশো ফুট লম্বা লাঠি দিয়েও এটা আমি ছোঁব না। গুড নাইট।'

কি ঘটছে এস্তাদা তা বুঝতে পারার আগেই স্টাডি থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। হলের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে, এই সময় চিৎকারটা শোনা গেল। 'থামুন! আপনাকে এখন ছাড়া চলে না!'

এস্তাদার হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র বেরিয়ে এসেছে, সেটা নেড়ে হুমকি দিল সে। লাথি মেরে দরজা খুলল রানা, পা চালিয়ে ঢুকে পড়ল বলরূমে ভিড় করা অতিথিদের মাঝখানে।

টকটকে লাল হয়ে উঠল এস্তাদার মুখ, রিভলবারটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। আনন্দমুখর একটা পার্টি চলার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা এক কথা, কয়েকশো নিরীহ লোকের মাঝখানে কাউকে গুলি করে ফেলে দেয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। সেরকম দুঃসাহস কোবরার থাকলে থাকতে পারে, ইমপল এস্তাদার নেই।

'রানা, আমি ধরে নিয়েছিলাম আবার বুঝি তুমি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেলে,' বলরূমের মাঝখানে রানাকে আলিঙ্গন করল টেরেসা।

'এখনও হারাইনি, তবে হারাব।'

জেনারেল রডরিগুয়েজ বারকাকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল এস্তাদা, ভিড় ঠেলে ওদের সামনে চলে এল। 'সিনর রানা, সব কথা শোনার পর আপনাকে চলে যেতে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' তার চাপা কণ্ঠস্বর প্রায় হিংস্র শোনাল।

'দুঃখিত। ওরকম আরেকটা রূপকথা শুনলে আমি ঘুমিয়ে পড়ব।'

'কি ব্যাপার, ইমপল? তোমাকে এরকম আপসেট লাগছে কেন?'

'তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিনর রানাকে আমি একটা সম্মানজনক পদ অফার করেছি, টেরেসা। তাতে তার কি লাভ, কি উপকার, সব ব্যাখ্যা করার পরও উনি তা প্রত্যাখ্যান করছেন।'

টেরেসার চোখে তিরস্কার, তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানে না নিজেকে তুমি কি মনে করো। ছি, ইমপল, বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে! শুধু বিদেশী একজন ট্যুরিস্ট হলে কথা ছিল, ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তা জানার পরও কোন সাহসে ওকে তুমি অপমান করো? ওর কি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে না? আরেকটা কথা, এটা তোমার জীবনের সবচেয়ে নিরানন্দ পার্টি। আমি হোটেলে ফিরছি, রানা। তুমি কি আমার সঙ্গী হবে?'

'সানন্দে,' বিড় বিড় করল রানা।

বলরূম থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঘাড় ফিরিয়ে এস্তাদার দিকে তাকাল

রানা। তিনজন নিজেদের মাথা এক করে কি যেন পরামর্শ করছে—এস্তাদা, জেনারেল রডরিগুয়েজ বারকা আর শোকর বদরুদ্দিন। বাকি দু'জনকে বিষণ্ণ ও হতাশ মনে হলো, তবে এস্তাদার দু'চোখে খুনের নেশা।

এগারো

এই কোমল তনু রানার অতি পরিচিত; মাদ্রিদের অন্ধকার রাস্তায় ওর গায়ে যখন হেলান দিল, মধুর কত স্মৃতিই না মনে পড়ে যাচ্ছে।

'তোমাদের ঝগড়াটা কি নিয়ে?' জিজ্ঞেস করল টেরেসা। 'ইমপলকে আগে তো কখনও এরকম আপসেট হতে দেখিনি।'

'না, তেমন সিরিয়াস কোন বিষয় নয়। তার কয়েকটা আইডিয়ার কথা শুনে আমি একমত হতে পারিনি। সেগুলো এতটাই উদ্ভট যে রিপিট করারও যোগ্য নয়।'

'না, বলো আমাকে।'

এমন কি মাদ্রিদের জন্যেও রাত অনেক হয়ে গেছে। রাস্তায় নাইটগার্ড ছাড়া আর শুধু দু'চারজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখা যাচ্ছে। 'এস্তাদা বলতে চাইছে, পাগলদের একটা সোসাইটিকে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতা দখল করবে সে। তাকে নাকি নাৎসিযমের সমর্থক সাবেক জার্মান অফিসার, ফ্রেঞ্চ কলোনিস্ট, স্প্যানিশ সিক্রেট সোসাইটি সাহায্য করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। ওদের জোটের নাম এসএস—সাংগ্রে সাগরাডা—পবিত্র রক্ত। পাগলামি ছাড়া কি, বলো?'

প্রকাণ্ড খিলানের নিচ দিয়ে প্লাজা মেয়র-এ পৌছাল ওরা। চৌরাস্তার মাঝখানে বিশাল ঝর্না, সেটার পাশে দুটো কার পার্ক করা রয়েছে। আউটডোর রেস্টুরেন্টের কয়েকটা টেবিলে দু'চারজন খদ্দেরকে দেখা যাচ্ছে, বাড়ি ফেরার আগে যা হোক কিছু খেয়ে নিচ্ছে। পেরিমিটার ঘেঁষা প্রত্যেকটি দোকান বন্ধ।

রানার পাশে টেরেসা আড়ষ্ট হলো। 'ওদের সম্পর্কে তোমার তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাচ্ছে, রানা,' মন্তব্য করল সে।

'তবে কি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়া উচিত? পাগল ছাড়া কে আমেরিকান ঘাঁটিগুলো দখল করার কথা ভাববে? তবে, কাল হয়তো ক্ষীণ হলেও সফল হবার সম্ভাবনা ওদের ছিল। কাঁটাতারের বেড়া ছাড়া ঘাঁটিগুলোতে সেফগার্ড বলে আর তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু আজ বিকেলে জরুরী মেসেজ পাঠিয়ে সবগুলো ঘাঁটিকে আমি সতর্ক করে দিয়েছি।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ডিফেন্স রিএনফোর্স করার জন্যে এতক্ষণে ট্রুপস ল্যান্ড করতে শুরু করেছে।'

রানার কাঁধে মুখ ঘষল টেরেসা। 'কিন্তু আমার তো ধারণা, এস্তাদা আজ রাতে তার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে তোমাকে।' ঝর্নার পাশে থামল ওরা।

'তোমার ধারণা মিথ্যে নয়। কিন্তু এসএস জোটের কথা আমি তো অনেক আগে থেকেই জানি। আজ রাতে এস্তাদার সঙ্গে দেখা করলে আমি খুন হয়ে যেতে পারি, এ-কথা ভেবেই আগেভাগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি। বুঝতেই পারছ, বোকা আসলে এস্তাদা, আমি নই।'

টেরেসা জিজ্ঞেস করতে পারত আর্মস কোম্পানির একজন সেলসম্যান কিংবা দরিদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশের একজন সরকারী কর্মচারী কোন যোগ্যতাবলে মার্কিন বেসের কমান্ডারকে বা স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্সকে জরুরী মেসেজ পাঠায়। কিন্তু সে কোন প্রশ্নই করল না। রানা তা আশাও করেনি। তার একটা হাত ধরল ও, দু'জন গায়ে গা ঠেকিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছে। গ্যাস ল্যাম্পের তলায় কয়েকটা কবুতর খাদ্যকণা খুঁটছে। একটা খিলানের গাঢ় ছায়ায় ঢুকল ওরা। চৌরাস্তার আরেক প্রান্ত থেকে আউটডোর রেস্টুরেন্টের টেবিলে বসা লোকগুলোর কথাবার্তা ভেসে আসছে, তবে অস্পষ্টভাবে।

'এস্তাদা যদি এতই বোকা হবে, এত বড় আর এত ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্রের প্ল্যান সে করল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল টেরেসা।

'প্ল্যানটা সে করেনি। এরকম একটা প্ল্যান করার জন্যে মেধা দরকার, দরকার নার্ভ আর সাহস। তাকে অভিজাত ও গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবার থেকে আসতে হবে। বিপদ আর রোমাঞ্চের প্রতি প্রবল নেশাও থাকতে হবে।'

দাঁড়াল রানা, টেরেসার মুখ দেখার জন্যে একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের শিখা তার গাঢ় চোখে প্রতিফলিত হলো।

'কোবরা ব্যর্থ হয়েছে, টেরেসা। আমি কে, তা যেমন তুমি জানো, তেমনি আমিও এখন জানি তুমি কে। বুলরিঙের ওই ছ'টা ষাঁড়ের ব্র্যান্ড এসএস, ওগুলো তোমার হাসিয়েন্দা থেকে মাদ্রিদে আনা হয়েছে। এই ষাঁড়গুলোকে কখনোই তুমি আমাকে দেখতে দাওনি। তারপর, এস্তাদার কথা ধরো। শুধু ঈর্ষাকাতরতা দিয়ে তার বোকামির ব্যাখ্যা মেলে না। শুধু একজন নারী হিসেবে সে তোমার মনোরঞ্জন করতে চাইছে না, চেষ্টা করছে একজন বস্ হিসেবে তোমার প্রশংসা আদায়ের। তার কাছে তুমি একাধারে দেবী ও কর্ত্রী।'

চৌরাস্তার শেষ প্রান্ত থেকে নেশাগ্রস্ত এক মাতালের চিৎকার ভেসে এল। ওদিকে একটা খিলান দেখা যাচ্ছে, খিলানের সামনে খাড়া এক প্রস্থ সিঁড়ি, ধাপগুলো যে রাস্তায় নেমে গেছে সেই রাস্তা ধরে খানিকদূর হাঁটলেই পৌঁছানো যায় 'দা কেইভস'-এ।

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পরছি না, রানা,' নরম, আন্তরিক সুরে বলল টেরেসা। সে আহত হয়েছে, অপমান বোধ করছে, রেগে গেছে, বিস্মিতও হয়েছে; কিন্তু ভয় পায়নি। অথচ নির্দোষ কাউকে খুনী বলে অভিযুক্ত করা হলে ভয় পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

'আমি বলতে চাইছি, এস্তাদার ভিলা থেকে ওরা আমাকে জ্যান্ত বেরিয়ে আসতে দিয়েছে শুধু একটিমাত্র কারণে। কারণটা হলো, ওরা জানে তুমি আমার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। এবার নিয়ে কতবার তুমি আমাকে কবরে

পাঠানোর আয়োজন করলে, বলো তো? প্রথমে জিপসিদের ভাড়া করলে, তারপর ওয়াইন সেলারে খুনী দু'জনকে লেলিয়ে দিলে। আজকের আয়োজনটা কি, টেরেসা? তোমার নাকি নাম্বার কি থ্রী?'

রাস্তার ওপারের কাফে সহ দোকানপাট আর ওদের মাঝখানে কাঠ ও ইস্পাত দিয়ে বিমূর্ত শিল্পকলার ধাঁচে একটা স্ক্রীন বা পর্দা খাড়া হয়ে আছে। ট্যুরিস্টদের স্বর্গ স্পেন অর্থাৎ তোরণ ও খিলান বহুল আর্কেইড ও রাস্তার মাঝখানে ওটা হলো বিভক্তিরেখা। হাঁটার সময় টেরেসার কোমরে হাত রাখল রানা, তাকে নিজের গায়ের সঙ্গে সাঁটিয়ে রেখে। টেরেসা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ও ছাড়ল না। রানা ধরে নিয়েছে, কেউ একজন গান সাইটে ধরে রেখেছে ওকে। সে যদি গুলি করে, টেরেসাকেও খুন করার ঝুঁকি নিতে হবে তার।

'তোমার কি কিছুই বলার নেই, টেরেসা?'

পর্দার ফাঁক বা জাফরির ওদিক থেকে মিটমিটে তারার মত আলোর কণা দেখা গেল। সন্দেহ নেই, অ্যামবুশের আয়োজন খুব তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে, টেরেসার লোক অপেক্ষা করছে কখন সে রানার কাছ থেকে সরে যাবে।

'জিপসিরা তোমাকে খুন করতে আসেনি,' অবশেষে মুখ খুলল টেরেসা। 'তারা তোমাকে সার্চ করতে চেয়েছিল। আমাকে রিপোর্ট করা হলেও, তখনও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে তুমি একজন এসপিওনাজ এজেন্ট।' এখন আর ভান বা অভিনয় করছে না, নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করার মত যথেষ্ট আভিজাত্য তার আছে।

'তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবেসেছিলে, টেরেসা? নাকি সেটাও তোমার অভিনয় ছিল?'

'এখন আমি যা-ই বলি না কেন, অত্যন্ত সস্তা আর খেলো শোনাবে, রানা,' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল টেরেসা। 'তবে একটা কথা না বললেই নয়। যখন জানলাম তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তৎপর, তখনই আমি আদর্শের খাতিরে আমার ভালবাসাকে বিসর্জন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তখন যে কষ্ট আমার হয়েছে, তা আমি তোমাকে শোনাতে চাই না।'

'তোমার ভালবাসা, সেটা যদি মিথ্যেও হয়ে থাকে, আমার জীবনে প্রচণ্ড আনন্দ বয়ে এনেছিল,' অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করল রানা। 'কে জানে, আরেক দুনিয়ায় আমরা হয়তো পরস্পরকে শত্রু হিসেবে পাব না। এই দুনিয়ায় মুশকিল হলো, তুমি খাঁটি নও, আমিও নই সাধারণ। একে নিয়তি ছাড়া আর কি বলা যায়?' পকেট থেকে ল্যাগারটা বের করল ও।

'কিন্তু, রানা, এ-ও সত্যি বলে জেনো যে এখনও আমাদেরকে ঠেকাবার কোন উপায় নেই। সব জেনে, সত্যি কথাই বলছি তোমাকে। কেউ আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট আর বাদশাকে খুন করার মূল প্ল্যানটা এখনও বহাল আছে, মরতে ওদেরকে হবেই। সরকার গঠন আমরা করবই করব। আমাদের একজন ছেলেধরা আছে, প্রশাসনের প্রতিটি

কর্মকর্তার ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে বা হবে, তাদের বাবারা যাতে আমাদের নির্দেশ অমান্য করার সাহস না পায়। পুলিস চীফ আমাদের লোক। স্বরাষ্ট্রসচিব আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের উপদেষ্টা। আর্মি জেনারেল যারা নির্দেশ মানবে না, আমাদের বাছাই করা সৈনিকরা তাদেরকে গুলি করে মারবে। কি যেন বললে তখন? ঘাঁটিগুলো দখল করতে পারব না? দখল করার দরকারই তো নেই। আমাদের প্রয়োজন শুধু একটা নিউক্লিয়ার মিসাইল। ওটা পেলে আর কিছু লাগবে না। জিব্রাল্টার ধ্বংস করতে পারলে...এ-সব প্রসঙ্গ থাক, রানা। তুমি ভালবাসার কথা তুলেছ। প্রশ্নটা আমি যদি করি? তুমি, রানা? তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবেসেছিলে? যদি বেসেই থাকো, আমার প্রস্তাবে রাজি না হবার কি কারণ? এখনও সময় আছে, রানা। আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, আমার সঙ্গে যোগ দাও। তুমি আর আমি একসঙ্গে নেতৃত্ব দেব...'

'তুমি প্রলাপ বকছ, টেরেসা। তোমাদের সোসাইটি বুলরিঙের ওই কোরালের মত। বাতাসে যেই রক্তের গন্ধ ছড়াবে, অমনি পরস্পরকে ছিঁড়তে শুরু করবে তোমরা। বাকি সবার কি হবে আমি জানতে চাই না, টেরেসা, তারা নরকে গেলেই আমি খুশি হব।—কিন্তু এত কিছুর পরও আমি চাই না তোমার পরিণতি করুণ হোক। যদি সুযোগ দাও, তোমাকে আমি বিপদ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

দাঁড়িয়ে পড়ল টেরেসা। রানার মুখের সামনে মুখ তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমাকে তুমি শেষ একটা চুমো দাও, রানা।'

টেরেসা দুটোই—শত্রু ও প্রেমিকা। রানা বাধা দেয়ার সময় পেল না, ওর গায়ে সেঁটে এল সে, তারপর চুমোও খেলো। তবে রানা খুব ভাল করেই জানে, তার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে সে খুন করতে ইতস্তত করবে না, এমন কি প্রেমিককেও নয়।

এঞ্জিনের গর্জন চৌরাস্তার নিস্তব্ধতাকে গুঁড়িয়ে দিল। টেরেসার চুমো শেষ হয়নি, তার কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকাল রানা। ঝকঝকে একটা মার্সিডিজ ক্রমশ স্পীড বাড়িয়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে। আচমকা বুকে দু'হাত রেখে রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিল টেরেসা। তার চুমো ছিল আসলে সঙ্কেত।

ব্যারিয়ার বা পর্দার ওপারে খোলা জায়গা রয়েছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও দিয়ে ওদিকে পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। রাস্তা এখানে এতই সরু যে মার্সিডিজ আর আর্কেইড ব্যারিয়ারের মাঝখানে দুই কি তিন ইঞ্চির বেশি ফাঁক পাওয়া যাবে না। ধরে ফেলেও টেরেসাকে ছেড়ে দিল রানা।

রাস্তায় একটা হাঁটু গেড়ে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল ও। প্রথম গুলিটা ড্রাইভারের সামনে উইন্ডশীল্ডে মাকড়সার জাল তৈরি করল। পাল্টা গুলি হলো প্যাসেঞ্জার সাইড থেকে, গানফ্ল্যাশ দেখা গেল উইন্ডশীল্ড থেকে এক ফুট ওপরে। গাড়িটা কনভার্টিবল, প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে গুলি করছে। রানার

দ্বিতীয় বুলেট লোকটাকে এক ধাক্কায় গাড়ি থেকে ছিটকে রাস্তায় ফেলে দিল, তবে তার জায়গায় সিধে হলো আরেক লোক।

মার্সিডিজ এখনও ছুটে আসছে। আবার ড্রাইভারকে টার্গেট করল ও, কিন্তু ওর পিস্তলের সামনে এসে দাঁড়াল টেরেসা।

'সরো! পালাও!' চিৎকার করল রানা, নিস্তব্ধ রাতে হাহাকারের মত শোনাল। কিন্তু রানার গায়ে ঢলে পড়ল টেরেসা, জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। গুলি থেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে রানাকে। মরিয়া হয়ে টেরেসাকে সরিয়ে দেয়ার শেষ চেষ্টা করল রানা, কারণ মার্সিডিজ থেকে বেরিয়ে আসা সাবমেশিনগানটা দেখতে পেয়েছে ও। এখনই মৃত্যু বর্ষণ করবে ওটা।

ছাড়ল তো নাই-ই, আরও জোরে আঁকড়ে ধরল টেরেসা রানাকে। গর্জে উঠল সাবমেশিন গান, গোটা আর্কেইড এমন আলোকিত হয়ে উঠল যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কাফে থেকে আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে এল। রানার পায়ের আশপাশে পাথুরে মেঝে থেকে বড় বড় চল্টা উঠে ছিটকে যাচ্ছে এদিক ওদিক।

গুঙিয়ে উঠে, হোঁচট খেতে খেতে, সরে গেল টেরেসা। চোখে নগ্ন আতঙ্ক। পলকের জন্যে তার দিকে তাকাল রানা, একটা পিলারের পাশে ঢলে পড়ছে লাশটা। ওর পরিচিত ও প্রিয় কোমল শরীরটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে অন্তত ছ'টা বুলেট।

ঘুরে ছুটল রানা। তোরণের কাছে দোকানপাটের সবগুলো দরজা বন্ধ। মার্সিডিজের আওয়াজ ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। আর্কেইডের শেষ মাথায় দুটো কাফে আর একটা সিঁড়ি। ওই সিঁড়ি, নিরাপদ আশ্রয়ও বটে, রানার ছুটন্ত পা থেকে বিশ ফুট দূরে। সময় থাকতে এই দূরত্ব পার হওয়া কোনভাবেই ওর পক্ষে সম্ভব হবে না।

সাবমেশিন গানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ধাওয়া করছে রানাকে, দোকানগুলোর কাঁচ ঘেরা শোকেস একের পর এক বিস্ফোরিত হলো। মরিয়া হয়ে শেষ একটা গুলি করল রানা ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে, পরমুহূর্তে ডাইভ দিল খোলা কাফের দরজার ভেতর, উড়ে গিয়ে পড়ল বুলেটে ঝাঁঝরা বার-এর গোড়ায়।

রানার শেষ গুলিটা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়নি। কাফেটাকে পাশ কাটাবার সময় মার্সিডিজের স্পীড উঠল কম করেও ঘণ্টায় ষাট মাইল, সিঁড়ির মাথা থেকে একটা প্লেনের মতই টেক-অফ করল ওটা, গুলির শব্দে ছুটে আসা দু'জন পুলিসের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ত্রিশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল মার্সিডিজ কনভার্টিবল।

মার্সিডিজের পতন অত দূর থেকেও ঝাঁকি দিল রানাকে। তারপর ফুয়েল ট্যাংক যখন বিস্ফোরিত হলো, আগুনের আঁচও লাগল ওর গায়ে। সিঁড়ির নিচে ছোট আরও দুটো গাড়ি পার্ক করা ছিল, সেগুলোতেও আগুন ধরে গেল, আগুনের শিখা উঁচু হলো চারতলা বিল্ডিংগুলোর ছাদ পর্যন্ত, জানালার পর্দা পোড়াচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল রানা, মার্সিডিজের আরোহীরা তার আগেই কয়লা হয়ে গেছে।

বারো

'অপারেশন ঈগল অ্যান্ড অ্যারো? ঈগল অ্যান্ড অ্যারো হলো ফ্যাল্যাঞ্জ-এর প্রতীক,' ব্যাখ্যা করলেন আলফাঁস টেমপো। 'ওদের ইতিহাস সম্পর্ক আপনি জানেন?'

'উনিশশো তেত্রিশ সালে সংগঠনটার জন্ম,' বলল রানা। 'ফ্যাসিস্ট মুভমেন্ট। সদস্যদের ফ্যাল্যানজিস্ট বলা হয়।'

'ফ্যাসিস্ট শিরোমণি জেনারেলিসিমো ফ্রাঙ্কো এই মুভমেন্ট শুরু করেন,' বললেন ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'সংগঠনটা আজও আছে। স্প্যানিশ ঐতিহ্য অনুসারে আজও এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন করা হয়।'

'কোবরার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?' জানতে চাইল রানা।

'আজ থেকে দু'দিন পর ওই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। মাদ্রিদের ফ্যাল্যাঞ্জ হল-এ সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রেসিডেন্ট। পুরানো রীতি, পালন না করলে সারা দেশে নিন্দার ঝড় বয়ে যাবে। ফ্রাঙ্কো নেই, কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা এখনও তুঙ্গে। উৎসবের কোথাও এতটুকু খুঁত থাকলে ধরে নেয়া হবে ফ্রাঙ্কোকে অসম্মান করা হচ্ছে। সমাবেশে শুধু ফ্যাল্যানজিস্টরাই উপস্থিত থাকবে। বাদশা হাসান যেহেতু এ-মুহূর্তে স্পেন সফর করছেন, প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত মেহমান হিসেবে মঞ্চে তিনিও থাকবেন। আমার বিশ্বাস, ওখানেই আবার আঘাত হানবে কোবরা। প্রেসিডেন্টের আরেক পাশে থাকবেন জেনারেল রডরিগুয়েজ বারকা, ফ্যাল্যানজিস্টদের লীডার।'

'ওরকম একজন বন্ধু থাকলে কার আর শত্রুর দরকার হয়!'

'তিক্ত হলেও, কথাটা সত্যি।'

স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্স-এর কমিউনিকেশন সেন্টারে রয়েছে ওরা। ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে তৈরি পাথুরে ভবন হলেও, ভেতরে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের অভাব নেই, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উৎস থেকে কোডেড মেসেজ আসছে অনবরত। আঙুল তুলে কাঁচের তৈরি একটা মানচিত্র দেখালেন আলফাঁস টেমপো। 'মাদ্রিদ থেকেই রেডিওযোগে নির্দেশ দিয়েছেন কিং হাসান, কাল রাতে রাবাত থেকে সিডি ইয়াহিয়ায় এক ডিভিশন সৈন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের সাহারা টেরিটরি থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা ক্রুজার আছে; এসএস বাহিনী মুভ করলে বাধা দেবে ওটা।' ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'সব মিলিয়ে, ব্যাপারটা সহজ নয়। আমরা জেনারেল বারকা সম্পর্কে জানি, কিন্তু বাকি

আর্মি অফিসারদের পরিচয় কি? ঘাঁটি রক্ষার জন্যে যাদেরকে পাঠাব তারা বেঈমান নয়, তা বুঝব কিভাবে? তারমানে এখনও ব্যাপারটা নির্ভর করছে কোবরাকে ঠেকানোর ওপর। আপনাকে আর কত বলা যায়, যা করেছেন আমাদের ইন্টেলিজেন্স সমস্ত শক্তি দিয়েও তা করতে পারত না।'

কৌতুকবোধ করল রানা। 'তাই? তা কি করেছি আমি তা যদি একটু বলতেন!'

'আপনার রিপোর্ট পেয়ে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকে সতর্ক করে দিই আমি,' বললেন আলফাঁস টেমপো। 'ওদের চীফ জেনারেল জ্যাকুইন টেমপো আমার আপন ছোট ভাই। আপনি এক এক করে শত্রুদের নাম বলুন, কার কি পরিণতি হচ্ছে জানিয়ে দিই আপনাকে। এদের নাম-পরিচয় ও তৎপরতা সম্পর্কে আপনিই আমাকে সচেতন করেছেন। জেনারেল জ্যাকুইন কাল রাতের শেষ খবরে আমাকে বলেছে, দুশো লবিইস্ট হাজতে...'

'এস্তাদা? ইফালাফা সিভিল...?'

'ইমপল এস্তাদা সহ এদের সবাইকে আজ ভোরে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। খবরটা গোপন রাখা হলেও, এই মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্টের জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে ওদের প্রত্যেককে ইন্টারোগেট করা হচ্ছে। ছেলে ধরাটা, লিয়ন খেবরন, পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেছে। চুক-চুক, কি মর্মান্তিক, তাই না?' ভদ্রলোক হাসছেন।

দশ মিনিট পর হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল রানা।

সারাদিন খাটাখাটনি করে ক্লান্ত মাদ্রিদবাসীরা যে যার বাসায় ফিরছে, রাস্তায় রাস্তায় যানজট। উদ্দেশ্যহীন হাঁটছে রানা, নিজেকে ওর শারীরিক ও মানসিকভাবে নিঃস্ব মনে হচ্ছে। টেরেসা ওকে খুন করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে-ই আবার বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে। ঠাণ্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র পাকাতে ওস্তাদ ছিল সে, কিন্তু যখন ভালবেসেছিল নিজেকে মনপ্রাণ ঢেলে উজাড় করে দিতেও কার্পণ্য করেনি। তার এই বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য রানাকে বিষণ্ণ করে তুলল।

এত জায়গা থাকতে হাঁটতে হাঁটতে বুলরিঙে চলে এল রানা। গার্ডকে একমুঠো সেন্টিমস ঘুষ দিয়ে ভেতরেও ঢুকল। স্ট্যান্ডগুলো সব খালি। অ্যারেনায় কেউ নেই, বালির ওপর ছড়িয়ে রয়েছে পরিত্যক্ত আজকের দৈনিকগুলো। পরবর্তী লড়াই রবিবারে, তার আগে পর্যন্ত বুলরিঙ খালিই থাকবে।

এখনও রানার ছুটি দরকার। শরীর ও মাথা আড়ষ্ট হয়ে আছে, মন থেকে টেরেসার কথা মুছে ফেলতে পারছে না। আরও কয়েকটা শব্দ বারবার ফিরে আসছে–কোবরা, সানগ্রে সারগাডা, ফ্যাল্যানজিস্ট, ঈগল অ্যান্ড অ্যারো। বাতাসে উড়ে ওর পায়ের কাছে চলে এল একটা দৈনিক। তুলে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বোলাল। এক কোণে প্রেসিডেন্টের শেডিউল ছাপা হয়েছে। কাল ভ্যালি অব ফলান ভিজিট করবেন তিনি, প্রতি বছর যেমন

করেন। স্পেনের সিভিল ওঅরে যারা মারা গিয়েছিল তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ওখানে বিশাল একটা মনুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। জায়গাটা মাদ্রিদ আর সেগোভিয়ার মাঝখানে। আলফাঁস টেমপো ওকে জানিয়েছেন, অনুষ্ঠান চলার সময় প্রেসিডেন্ট ও বাদশার একশো ফুটের মধ্যে কাউকে আসতে দেয়া হবে না। পরদিন প্রেসিডেন্ট ফ্যাল্যানজিস্টদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

কাগজটা গোল পাকিয়ে মোচড়াল রানা, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

রাতে ভাল ঘুম হওয়ায় শরীরটা তাজা লাগছে, মনটাও হয়ে গেছে প্রশান্ত। হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল রানা। স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্স আলফাঁস টেমপোকে খুঁজে বের করতে বিশ সেকেন্ডের বেশি সময় নিল না।

'কাল নয়, ফ্যাল্যাঞ্জ হলেও নয়,' বলল রানা, 'আজই ছোবল মারবে কোবরা।'

'হোয়াট!' ইন্টেলিজেন্স চীফের গলায় যেন মাছের কাঁটা আটকে গেছে, আওয়াজটা এমন বেসুরো শোনাল। 'কি করে বুঝলেন?'

'দশ মিনিটের মধ্যে এখানে চলে আসুন, গাড়িতে বসে ব্যাখ্যা করব। খানিকটা কফি আনতেও ভুলবেন না।'

হোটেলের বাইরে নয় মিনিটের মাথায় হাজির হলেন আলফাঁস টেমপো। দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল রানা। কোন ভূমিকা না করেই জানতে চাইল, 'ভ্যালি অব ফলান-এর অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে?'

'এখন থেকে তিন ঘণ্টা পর। সাইরেন বাজিয়ে ওখানে আমাদের পৌঁছাতে লাগবে এক ঘণ্টা।'

এরইমধ্যে অ্যাভেনিডা জেনারেলিসিমোর ট্র্যাফিক ভেদ করে গাড়ি ছোটাতে শুরু করেছে ড্রাইভার। সামনের প্রতিটি গাড়ি পথ ছেড়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে।

'আমরা এত তাড়াহুড়ো করছি কেন? আপনার আইডিয়াটা কি?'

'আমার নয়, কোবরার আইডিয়া। আচ্ছা, বলুন তো, কাল হল-এ যদি আঘাত হানে সে, প্রাণ নিয়ে পালাবার কতটুকু সম্ভাবনা থাকবে তার?'

'উঁম্‌ম্, খুব বেশি নয়। আতঙ্কে লোকজন ছুটোছুটি শুরু করবে, কিন্তু প্রেসিডেন্টের বডিগার্ডরা নিরীহ দু'চারজন লোককে খুন করে হলেও পরিস্থিতি সামলে নেবে। পডিয়ামে ভিড় থাকবে, কাজেই প্রেসিডেন্ট বা বাদশাকে গুলি করতে হলে খুব কাছাকাছি থাকতে হবে কোবরাকে। তার একার পক্ষে দু'জনকে গুলি করা—না, অসম্ভব। তাছাড়া, প্রেসিডেন্টের আরেক পাশে থাকবেন জেনারেল রডরিগুয়েজ বারকা—প্রেসিডেন্ট নড়ে উঠলে গুলিটা জেনারেলকেও লাগতে পারে। তবু যদি কোবরা গুলি করে, বিশ থেকে ত্রিশ ফুটের মধ্যে থাকতে হবে তাকে।'

'একজন প্রফেশন্যাল এত বড় বোকামি করবে না,' বলল রানা।

গাড়ি তীর বেগে ছুটছে। বাম দিকের এয়ার মিনিস্ট্রিকে পাশ কাটাল

ড্রাইভার।

'কিন্তু এত্তাদা আপনাকে অপারেশনের নাম বলেছে ঈগল অ্যান্ড অ্যারো,' বললেন টেমপো। 'এই সূত্র ফ্যাল্যাঞ্জ-এর দিকে আঙুল তাক করে।'

'অপারেশনের এই নাম কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে ঘুমাতে দেয়নি। সকালে ঘুম ভাঙার পর উত্তরটা পেয়ে গেছি। প্রথম অপারেশনের নাম কি ছিল মনে আছে? অলিভ ব্রাঞ্চ। ওই নাম হত্যা প্রচেষ্টাকে বর্ণনা করে, সেটিংকে নয়। অলিভ ব্রাঞ্চ হলো শান্তির প্রতীক। কোবরা কি পীস কনফারেন্সে আঘাত হেনেছিল? না,' নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল রানা। 'অলিভ ব্রাঞ্চ ছিল একটা প্যাকেজ, যে প্যাকেজ একটা পাখি প্রেসিডেন্ট আর বাদশার কাছে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কবুতরটাও শান্তির প্রতীক, প্রেসিডেন্ট আর বাদশার লাশে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিত।'

'ঈগল অ্যান্ড অ্যারোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'উত্তরটা আপনি সহজেই পেয়ে যাবেন যদি কার্যসিদ্ধির পর আত্মরক্ষার জন্যে পলায়নকে সমান গুরুত্ব দেন। মারো ও পালাও। অ্যারো কোবরা নিজে। ঈগল তার পালানোর মাধ্যম–হয় একটা প্লেন, নয়তো হেলিকপ্টার। ফ্যাল্যাঞ্জ হল-এ দুটোর একটাও আপনি ঢোকাতে পারবেন না। তবে যে-কোন ভ্যালি বা উপত্যকায় পারবেন।'

কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থাকলেন আলফাঁস টেমপো। তারপর ড্রাইভারের কাঁধে টোকা দিয়ে বললেন, 'জলদি, গুইলো!'

যুদ্ধের যে-কোন স্মৃতিস্তম্ভের চেয়ে ভ্যালি অব ফলান শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। ধু-ধু প্রান্তরের পাশে সমতল চূড়া বিশিষ্ট একটা পাহাড়, সেই চূড়ায় গৃহযুদ্ধের উভয়পক্ষের হাজার হাজার অজ্ঞাতপরিচয় সৈনিককে কবর দেয়া হয়েছে। অশীতিপর বৃদ্ধরাও এসেছেন, তাঁরাও সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরও এসেছে দেশপ্রেমিক জনগণ, ট্রেন আর বাসে করে। উপত্যকা আর পাহাড়ের মাথা লোকে লোকারণ্য।

ভিড় ঠেলে একটা সিঁড়ি বেয়ে বিশাল টেরেসে উঠে এল ওরা, গোটা কাঠামোটা কালো মার্বেলে তৈরি। এখানেই, আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ জায়গায়, প্রেসিডেন্ট তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করবেন।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, সিনর রানা। সঙ্গে টেলিস্কোপ সাইট থাকলেও, লক্ষ্যভেদ করতে হলে তিন হাজার গজের মধ্যে থাকতে হবে কোবরাকে। ভিড়ের দিকে তাকান। উপত্যকার এক মাইল পিছন পর্যন্ত ভরাট হয়ে থাকবে। পালাবার জন্যে কোবরার প্লেন বা হেলিকপ্টার দরকার নয়, দরকার মিরাকল।'

ইন্টেলিজেন্স চীফের কথায় যুক্তি আছে। রানা ভাবছে, রাইফেলের বদলে কোবরা কি তা হলে উপত্যকার শেষ মাথা থেকে রকেট ব্যবহার করবে? প্রেসিডেন্টের এক পাশে থাকবেন বাদশা, আরেক পাশে মাদ্রিদের কার্ডিনাল। রকেট এমন একটা ঢিল, ওই এক ঢিলেই তিনটে পাখি মারা পড়বে। কিন্তু রকেটকে নিয়ে সমস্যাও আছে. লক্ষ্যভেদে শতকরা একশো ভাগ সফল হবার

সম্ভাবনা নেহাতই কম।

না, আরও স্মল ক্যালিবারের কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হবে। খুব বেশি হলে তিনবার ট্রিগার টানার সুযোগ পাবে কোবরা। কিন্তু কোত্থেকে? তেমন কোন জায়গা চারদিকে কোথাও তো দেখা যাচ্ছে না।

ওদের পিছনে কালো মার্বেলেরই অতিকায় একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কি ওটা?'

'কেন, আপনি জানেন না?' ক্ষীণ হাসি দেখা দিল আলফাঁস টেমপোর ঠোঁটে। 'ওটা ফ্রাঙ্কোর বেরিয়াল ভল্ট। তিনি নিজেই ওটা তৈরি করিয়েছিলেন। শুধু নিজের জন্যে, তা নয়। স্পেনের পরবর্তী সব প্রেসিডেন্টের কবরের জন্যে এখানে জায়গা রাখা হয়েছে। স্পেনের শাসকরা আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন, ফ্রাঙ্কো অন্তত সেই আশাই লালন করতেন।'

ব্যঙ্গার্থে হলেও, ইন্টেলিজেন্স চীফ 'আকাশছোঁয়া' শব্দটা ব্যবহার করে প্রকাণ্ড কালো ক্রসটাকে বোঝাতে চাইছেন, উপত্যকার সামনে এক হাজার ফুট উঁচু সেটা। উপত্যকায় আসার পথে রানার চোখে প্রথমে ওটাই ধরা পড়েছিল। 'আসুন, নিশ্চিত হওয়া যাক, সময়ের আগেই যাতে আপনাদের প্রেসিডেন্টকে কবরে ঢুকতে না হয়।'

মসালিয়ামে ঢুকল ওরা। ভেতরে কবরের নিস্তব্ধতা, গা ছমছম করে। নিচু সিলিং, লম্বা হল, দু'পাশের সারি সারি তাকে উৎসর্গ করা মোমবাতি জ্বলছে। জনসমুদ্রের শোরগোল হঠাৎ করেই ওদের অনেক পিছনে সরে গেছে, কালো মার্বেলের ওপর ওদের পদক্ষেপ প্রতিধ্বনি তুলল।

বাইরে বেরিয়ে এসে ইন্টেলিজেন্স চীফ বললেন, 'ওখানে কেউ নেই। আর কোথায় খুঁজবেন?'

রানা অন্যমনস্ক, কথা বলছে না।

'তারচেয়ে হোটেলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি নিশ্চিত, কোবরা আজ কোন ঝুঁকি নেবে না।'

চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা, এবারও কিছু বলল না।

'আর যদি অনুষ্ঠানটা দেখতে চান, থেকে যান,' আবার বললেন আলফাঁস টেমপো। 'আমি আপনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেব।'

'ঠিক আছে।'

ইন্টেলিজেন্স চীফকে প্ল্যাটফর্মের পাশে থাকতে হবে, সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট তদারক করার জন্যে। ভিড় ঠেলে তাঁর গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা, অনুষ্ঠানটা এখান থেকেই দেখবে।

সর্বস্তরের দর্শক ও ফ্যালানজিস্টরা গোটা উপত্যকা কানায় কানায় ভরাট করে তুলেছে, কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। অনেকেই পুরানো ইউনিফর্ম পরে এসেছে, ন্যাপথালিনের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস, তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে পিপে ভর্তি মিষ্টি মদের সুবাস। প্ল্যাটফর্মে একটা পোডিয়াম তৈরি করা হয়েছে, সেখানে খাড়া করা হয়েছে একটা মাইক্রোফোন।

প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি গার্ডদের একটা দল মসালিয়ামে ঢুকে ভেতরটা সার্চ করে এল, ওরা যেমন করেছিল। প্রেসিডেন্ট ও বাদশার আসার সময় হয়েছে, উন্মুখ প্রত্যাশায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ।

গুইলো, ইন্টেলিজেন্স চীফের ড্রাইভার, হাতের ক্যামেরা প্ল্যাটফর্মের দিকে তাক করল, অধৈর্য হয়ে লেন্সটা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে। 'হাতে-পায়ে ধরে এক বন্ধুর কাছ থেকে এটা ধার করে এনেছি, অথচ কি কপাল দেখুন, ঠিক সময়ে বিগড়ে গেছে। ফোকাস ঠিক করতে পারছি না।'

ওটা থার্টিফাইভ নাইকন এমএম, সঙ্গে লম্বা ফোকাস লেন্স। প্লাটফর্মের দিকে তাক করে দ্রুত ফোকাসে পোডিয়ামকে নিয়ে এল রানা। 'কে বলল বিগড়ে গেছে। রিঙটা লেন্স অ্যাপারচার কন্ট্রোল করে, ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে না।' সিঁড়ি বেয়ে প্রেসিডেন্ট যখন প্ল্যাটফর্মে উঠতে শুরু করলেন, তাঁর মাথাটা অস্বাভাবিক বড় দেখাল। পাশেই রয়েছেন বাদশা, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

'দিন, তাড়াতাড়ি দিন।' কাতর আবেদন জানাল ড্রাইভার।

'এক সেকেন্ড।'

ক্যামেরা ঘুরিয়ে সৈন্যদের সমাবেশে ফোকাস আডজাস্ট করল রানা, তারপর অফিশিয়াল গাড়ি বহরের লাইনটা অনুসরণ করল। সবশেষে স্তম্ভ বা ক্রস-এর গোড়া থেকে চূড়া পর্যন্ত উঠে গেল ওর দৃষ্টি। অকস্মাৎ নিজের অজান্তেই, স্থির হয়ে গেল ক্যামেরা ধরা আঙুলগুলো।

ক্রস-এর মাথায় ধাতব কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল, খালি চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। ওই জায়গাটাকেও একজন আততায়ী আদর্শ বলে মনে করতে পারে, আরামে বসে ধীরেসুস্থে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করতে কোন সমস্যা নেই, জনসমুদ্র কোন রকম বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। গুলি যদি টার্গেটে লাগে, তারপরও কেউ তাকে ছুঁতে পারবে না, কারণ লোকচক্ষুর আড়ালে কোথাও একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে, সময় মত ক্রস-এর মাথার ওপর পৌঁছে যাবে, নিচে ফেলে দেবে রশির মই, সেটা ধরে ঝুলে পড়বে কোবরা।

লেন্সের সাইডে রেঞ্জ পড়ল রানা, আঠারোশো গজ। এক্সপার্ট প্রফেশনালের জন্যে সহজ শট। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর জন্যে রানার হাতে যথেষ্ট সময় নেই। তাছাড়া, কোবরা যদি ওকে দেখে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও বাদশাকে গুলি করবে।

লাউডস্পীকারে কার্ডিনলের ভারী গলা গমগম করে উঠল, 'দেশরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, বীর সৈনিক ভায়েরা, তোমাদের জানাই লাখো সালাম...'

প্রেসিডেন্টের ডান পাশে রয়েছেন কার্ডিনল, বাম পাশে বাদশা। ভাষণ শেষ করে কার্ডিনল পিছিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কোবরা প্রথম গুলিটা করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

স্তম্ভের গোড়ার দিকে দ্রুত হাঁটছে রানা। কল্পনায় ওয়াশিংটন মনুমেন্টটা দেখছে। কাঠামোটা একই ধাঁচের, তবে এটা শুধু কালো মার্বেলের তৈরি, আর মাথায় একটা বিশাল ক্রস। স্তম্ভের ভেতর ঢোকার মুখে বাধা পেল ও।

কেয়ারটেকার বলল, 'এলিভেটরে তালা দেয়া আছে, সিনর। নিয়মই হলো নেতারা যখন ভাষণ দেবেন তখন তালা দেয়া থাকবে। ওপরে ওঠার অনুমতি কাউকে দেয়া হয় না।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে ওপরে একজন আছে।'

'অসম্ভব, সিনর। এলিভেটর আজ সারাদিনই বন্ধ ছিল।'

'সেক্ষেত্রে কাল রাতে উঠেছে সে। পথ ছাড়ো, তর্ক করার সময় নেই আমার।'

'লোকটা নীতিবান বুড়ো, গায়ের কোটটা অন্তত বিশ বছরের পুরনো, বুকে মরচে ধরা একটা পদক আটকানো। 'আপনি চলে যান, সিনর। তা না হলে পুলিস ডাকতে আমি বাধ্য হব।'

কাজটা করতে খারাপ লাগলেও করতে হলো। কোট ধরে নিজের দিকে বুড়োকে টান দিল রানা, ওর দিকে ঝুঁকে পড়তেই তার ঘাড়ের নার্ভে আঙুল ভাজ করে জোরাল একটা খোঁচা মারল। দাঁড়ানো অবস্থায় জ্ঞান হারাল বুড়ো। মাফ চেয়ে নিয়ে চেয়ারটায় তাকে বসিয়ে দিল রানা।

স্তম্ভের বেসে ঢুকল ও। নিচের জায়গাটা চল্লিশ ফুট লম্বা, ত্রিশ ফুট চওড়া। ক্রমশ সরু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে, মাথার কাছটা সাত ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া। এলিভেটর পৌঁছায় শুধু ক্রস-এর বাহু পর্যন্ত। সেটার দরজায় তালা দেয়া।

'ফ্যালান্যানজিস্টদের এই মহাসমাবেশ মহান স্প্যানিশ ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করে…,' বলে চলেছেন কার্ডিনল, কিন্তু আর কতক্ষণ তিনি ভাষণ দেবেন বলা মুশকিল।

কেয়ারটেকারের পকেট হাতড়ে চাবির গোছাটা আগেই বের করে নিয়েছে রানা, তালা খুলে এলিভেটরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। একটা বোতামে চাপ দিতেই স্টার্ট নিল মোটর, ক্লিক শব্দের সঙ্গে ওপর দিকে রওনা হলো এলিভেটর কার।

যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনতে পাবে কোবরা। ক্রস-এর ওপর শুয়ে আছে, কম্পনটাও অনুভব করবে। বিপদ ওপরে উঠছে বুঝতে পারলে সময়ের আগে গুলি করতে পারে। তবে সে প্রফেশনাল, আতঙ্কে দিশেহারা হবে না। সম্ভবত ধরে নেবে এলিভেটরে চড়ে পুলিস আসছে। তাকে ধরতে আসছে, এরকম না-ও ভাবতে পারে। পুলিসের তো আর জানার কথা নয় যে এখানে সে আছে। সে ধরে নেবে, ওরা এমনি আসছে, চেক করার জন্যে।

এলিভেটর যেন অনন্ত কাল ধরে উঠেই চলেছে। নির্দিষ্ট ব্যবধানে গানস্লিট উইন্ডো রয়েছে, সেগুলোয় চোখ রেখে রানা উপলব্ধি করল মাটি থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছে ও, কিন্তু কার্ডিনলের ভাষণ শেষ হয়েছে কিনা বোঝার কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যে যদি প্রেসিডেন্ট ভাষণ শুরু করে থাকেন, কোবরাকে গুলি করতে বাধা দেয়ার সময় পাওয়া যাবে না।

ক্রস-এর বাহুতে ছোট্ট অবজারভেশন এরিয়ায় পৌঁছাল এলিভেটর কার। দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা, পরম স্বস্তির সঙ্গে শুনতে পেল কার্ডিনল

এখনও কথা বলছেন। তবে তাঁর ভাষণ শেষ হয়ে এসেছে।

ক্রসে ওঠার সময় অনেক লোকের মাথা ঘোরে, তাদের জন্যে একটা চেয়ার রাখা আছে। সেটা টেনে একটা প্যানেলের নিচে আনল রানা। প্ল্যাটফর্মের সিলিংটা খুব উঁচু নয়। তৃতীয়বারের চেষ্টায় কেয়ারটেকারের একটা চাবি ফিট করল, প্যানেলটা খুলে গেল।

'স্পেনের নিয়তি নির্ধারণ করবে দেশ প্রেমিক জনগণ ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ বীর যোদ্ধারা। সালাম, লাখো সালাম...'

কার্ডিনল নিশ্চয়ই পিছিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জায়গায় এখন প্রেসিডেন্ট এসে দাঁড়াবেন। সেই সঙ্গে সরাসরি গুলি করার নির্বিঘ্ন একটা সরল পথ পেয়ে যাবে কোবরা।

প্যানেলের ভেতর দিয়ে ওপরে উঠল রানা। জায়গাটা ছোট, পরিষ্কার ও ফাঁকা। যেন একটা গহ্বর। কোন আলো নেই। দেয়াল হাতড়াচ্ছে রানা। আঙুলে লোহার ধাপ ঠেকল।

কোবরা লক্ষ্যস্থির করবে প্রেসিডেন্টের কানে। এয়ারড্রামের চারধারে দু'ইঞ্চি জায়গা মারাত্মক।

ধাপগুলোর মাথায় একটা ওভারহেড প্যানেল। সেটার কিনারা থেকে আলো ঢুকছে। দ্রুত শ্বাস গ্রহণের আওয়াজ পেল রানা, ট্রিগার টানার আগে স্নাইপার যেভাবে নেয়।

হাতের অস্ত্র দিয়ে প্যানেলে আঘাত করল রানা। দু'হাজার গজ দূরে একটা ৭.৬২ এমএম বুলেট, নিরেট মাথা সহ, প্রেসিডেন্টের চুলে সিঁথি কাটল, তারপর ক্ষতবিক্ষত করে দিল মার্বেল টেরেস। মুখ তুললেন তিনি, ভাষণের মাঝখানে থেমে গেছেন, মাথার পিছনে হাত দিয়ে পোড়া চুল স্পর্শ করলেন। পুলিস ও সিকিউরিটি গার্ডরা ছুটল, প্রেসিডেন্ট আর বাদশার চারধারে নিশ্ছিদ্র একটা কর্ডন তৈরি করছে। যান্ত্রিক পুতুলের মত নিজেদের পায়ে একযোগে খাড়া হলো বিশাল জনতা।

রানার হাত প্যানেলে আটকে গেছে। ওটায় পা রেখেছে কোবরা, ধাতব কিনারা ঠেলে রানার কব্জিতে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। রানা ঝুলছে, দোল খেয়ে সরে এল একপাশে; প্যানেলের মাঝখানটা ফুটো করে নিচে নামল একটা বুলেট, শিস দিয়ে পাশ কাটাল রানার বুককে। প্যানেলে ঠেলা দিচ্ছে কোবরা; খালি হাতে আবার সেটায় আঘাত করল রানা, গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্যানেল সহ কোবরাকে সরিয়ে দিল ঠেলে।

হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে গেল কোবরা, মার্বেলের তৈরি ছোট্ট ও চৌকো জায়গাটার একেবারে কিনারায়। ওই কিনার থেকে সরাসরি নেমে গেছে স্তম্ভের গা এক হাজার ফুট নিচে। কিন্তু যেভাবেই হোক পায়ের গোড়ালিতে শরীরের ভার চাপিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করল সে, পড়তে পড়তেও পড়ল না। তবে ইতিমধ্যে ক্রল করে একই লেভেলে উঠে এসেছে রানা, ওর হাতের ল্যুগার তার বেল্টের বাকলে তাক করা। কোবরাও রাইফেল তাক করে রেখেছে, সরাসরি রানার হার্ট বরাবর।

'তোমার জান বড্ড শক্ত, মাসুদ রানা। পরলোক থেকেও ফিরে আসো। আমার আসলে উচিত ছিল তোমার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়া।'

রাইফেলটা কোবরা ধরে আছে অনায়াস ভঙ্গিতে, ওটার যেন কোন ওজনই নেই। নিজেকে তিরস্কার করল রানা, এই লোককে কিভাবে সে নিরীহ এক গ্রাম্য চাষা বলে ধরে নিয়েছিল! এই মুহূর্তে সে পরে আছে কোম্পানি চেয়ারম্যানের কমপ্লিট সুট, দামী ওয়েলিংটন বুট। কালো চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ইস্পাতের মত নীলচে চোখে শ্বাপদের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি। রানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন আরেক রানা। গা ছমছমে একটা অনুভূতি হলো।

'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, কোবরা। নাকি নিজের আসল নামটা বলবে আমাকে?'

'জাহান্নামে যাও।'

'কেন যেন সত্যি মনে হচ্ছে আজ ওখানে আমাদের একজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমার ধারণা, তোমার। ওটা একটা স্পোর্টস-মডেল রাইফেল, প্রতিবার মাত্র তিনটে কার্তুজ ভরা যায়। তিনটেই তুমি খরচ করে ফেলেছ।'

নিচের প্ল্যাটফর্ম থেকে পুলিস ও সিকিউরিটি গার্ডরা গুলির উৎস আবিষ্কার করে ফেলেছে। তারা শুধু দেখতে পাচ্ছে ক্রস-এর মাথায় দুটো মূর্তি। মেশিনগান বসানো একটা জীপ স্তম্ভের গোড়ায় এসে থামল, মেশিনগানের মাজল স্তম্ভের গা অনুসরণ করে ওপর দিকে উঠছে।

মাথা নামিয়ে ঝট্ করে একপাশে সরে গেল রানা, এক ঝাঁক বুলেট পাশ কাটাল ওকে। রাইফেলটাকে লাঠির মত করে ধরে রানার ল্যুগারের ওপর নামিয়ে আনল কোবরা। দ্বিতীয় বাড়িটা রানার বুকে লাগল, ছুঁড়ে ফেলে দিল কিনারায়।

রানার হাঁটুর নিচে পালিশ করা মার্বেল পিচ্ছিল লাগল। ঘন ঘন রাইফেলের বাড়ি মারছে কোবরা, ফলে তাকে নাগালের মধ্যে পাবার কোন সুযোগ নেই রানার, বরং কিনারার দিকে আরও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। রাইফেলের স্টক ওর পাঁজরে আঘাত করল, তারপর ডেবে গেল পেটে। দু'হাত দিয়ে মাথা ঢাকল রানা।

রানার কাঁধ ছাড়িয়ে বারবার দূরে তাকাচ্ছে কোবরা। হঠাৎ করে রোটরের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। হেলিকপ্টারটা আসছে। প্ল্যান অনুসারে ঈগল তুলে নেবে অ্যারোকে। রোটর ব্লেডের তীব্র বাতাস দু'জনকেই টানছে। দুই হাতের ফাঁক দিয়ে রশির দীর্ঘ মইটাকে নাচতে দেখল রানা।

'শেষ পর্যন্ত তুমিই হারলে রানা।'

ঝুলন্ত মইটা ধরার আগে রানার বাহুতে শেষ একটা আঘাত করল কোবরা। হেলিকপ্টার মাথার ওপর থেকে সরে যেতে শুরু করল, ক্রস-এর মাথা থেকে শূন্যে উঠে পড়ল কোবরার পা।

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে লাফ দিল রানা শূন্যে, লম্বা করা হাত দিয়ে কোবরার জোড়া পা ধরে ফেলল। দু'জনের ওজন বেশি হয়ে যাওয়ায় রশিটা ঝাঁকি খেলো। স্বভাবতই আতঙ্কিত হলো পাইলট, ওদেরকে নিয়ে অতি দ্রুত আরও ওপরে উঠতে চাইল সে।

রশিটা ছিঁড়ে গেল। কোবরাকে ছেড়ে দিল রানা, পতন শুরু হতে চোখ বুজে ফেলল। বিশ ফুট নামল, ক্রস-এর বারে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছে, বুকটা মনে হলো চিরকালের জন্যে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, তারপরও ক্রল করে কিনারায় এসে উঁকি দিয়ে তাকাল নিচে।

কোবরা তখনও পড়ছে। স্তম্ভের গোড়ায় ভিড় করা জনারণ্য ছিটকে সরে যাচ্ছে। কোবরার পতন ঘটল, কোডনেমটা ছাড়া রইল কেবল একদলা মাংসপিণ্ড।

***